কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

কুরআনের সাথে হৃদয়ের রয়েছে এক গভীরতম সম্পর্ক। সম্পর্কটা কুরআনের সাথে হৃদয়ের, হৃদয়ের সাথে কুরআনের। কুরআনের যা-কিছু বক্তব্য, যা-কিছু আলোচনা—সব যেন হৃদয়কে কেন্দ্র করেই। যেন কুরআনের কাজই হলো হৃদয়কে উদ্বেলিত করা, হৃদয়কে জাগ্রত করা, হৃদয়কে শান্ত-শীতল করা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বিখ্যাত হাদীস, যেখানে নবুওয়াত লাভের আগে তার বক্ষ-বিদীর্ণ করার ঘটনা আমরা জানতে পারি, সেদিকে তাকালেই কুরআনের সাথে হৃদয়ের গভীরতম সম্পর্কটা আমরা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারব। এই মহামহিম ঐশী বাণী যে-হৃদয়ে নাজিল হবে, যে-হৃদয়ে ধারণ করা হবে, যে-হৃদয় বয়ে বেড়াবে সেই বাণী, সেই কথা, সেই সুর—তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আগেই পরিশুদ্ধ করে নিলেন, প্রশস্ত করে রাখলেন ঐশী বাণী ধারণের জন্য।

আবার, যারা কুরআন-বিমুখ, যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে চায় না, কুরআনকে বুঝতে চায় না, তাদের উদ্দেশ্য করে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কথা বলেন, তখনও তিনি ব্যক্তির কথা না বলে, হৃদয়ের কথা বলেন। 'তারা কি এই কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ?' মূলত, আমরা তো ভাবি না। ভাবে আমাদের হৃদয়। ভাবে আমাদের অন্তর। সেই অন্তরকে বিকশিত করার জন্যই কুরআনের আগমন। সেই অন্তরে বসন্ত আনয়নের জন্যই কুরআনের এত আয়োজন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

কুরআনের সব কথাই আমাদের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। তবুও, তাতে এমন কিছু কথা আছে, এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যা আমাদের তনু-মন খুব সহজে আত্মস্থ করে ফেলতে পারে। খুব সহজেই সেগুলো আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই কথাগুলোর পরতে পরতে, শব্দে শব্দে, বর্ণে বর্ণে যেন হিদায়াতের ফল্গুধারা লুকায়িত। এই কথাগুলোর মর্মে মর্মে যেন জীবনের সুর ধ্বনিত হয়। তাই, সেই কথাগুলো আমাদের নজর কাড়ে। কাড়ে আমাদের মন। কুরআনের এমন কিছু হৃদয়-গভীর কথা নিয়ে সাজানো আমাদের *কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা* বইটি। বইটিতে লেখক শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান কুরআন থেকে জীবনের এমন সকল পাঠগুলো পাঠকের জন্য তুলে এনেছেন, যা ব্যক্তি-হৃদয়ে এনে দেবে আশার আলো। সঞ্চারিত করবে ভরসার স্পর্শ। মহান রবের মায়াভরা কথাগুলোকে জীবনের প্রতিপাদ্যে সাজাতে গিয়ে লেখক ঢুকে পড়েছেন পাঠকের মনস্তত্ত্বের মর্মমূলে। সেখানে তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন কুরআনের অনুপম সুরের ঝঙ্কার। হৃদয়ের মর্মবীণায় ধ্বনিত করতে চেয়েছেন কুরআনের সৌন্দর্য। বইটি পাঠে পাঠকদের ভাবনার দুয়ার প্রসারিত হবে, হৃদয়ের আবদ্ধ জানালাগুলো উন্মোচিত হবে, হৃদয় কোণে জমে থাকা অন্ধকার দূরীভূত হবে—এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইন শা আল্লাহ। আমরা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উত্তম বিনিময় কামনা করছি। দুনিয়া এবং আখিরাতে...

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সম্পাদকের কথা

মহান আল্লাহ কুরআনের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কের একটি সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদের প্রতি নাজিল করেছি এমন এক কিতাব, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তবু কেন তোমরা চিন্তা করো না?[১]

উপর্যুক্ত আয়াতের ভাষ্যমতে, কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য একটি স্বচ্ছ আয়না—বিশ্বস্ত বন্ধু। এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষ তার প্রকৃত পরিচয়, গুণাবলি, সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় মর্যাদা এবং সেই সূত্রে তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারে। অনুরূপ, এই বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা, কপট ধার্মিকতা, চারিত্রিক অশুচিতা এবং সেই সূত্রে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও অবগতি লাভ করতে পারে।

কারণ, কুরআন মানুষের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনার পাশাপাশি, তার মানবিক দোষত্রুটিও ব্যাখ্যা করে। এজন্যই দেখা যায়, কুরআন উত্তম ও আদর্শ মানবের

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নমুনা যেমন তুলে ধরে, তেমনই অধম ও ইতর লোকের পরিচয়ও ব্যাখ্যা করে। 'فِيهِ ذِكْرُكُمْ'—আর তাতে তোমাদের আলোচনা রয়েছে'—এর ব্যাখ্যায় অনেক আলিমই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কুরআনের সঙ্গে জীবনের এই নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করেই আমাদের সালাফগণ কুরআনকে জীবন্ত ও জীবনঘনিষ্ঠ কিতাব মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে এই কিতাব নিছক ঐতিহাসিক কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো নিদর্শন নয়; বরং প্রাচীনকালের মানুষের জীবনালেখ্য, তাদের জীবনাচারের দর্শন ও দর্পণ। সেই সঙ্গে আধুনিক কালের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সুস্পষ্ট জীবনবিধান; তাদের স্বচ্ছ আয়না ও বিশ্বস্ত বন্ধু।

এ কারণেই কুরআন শুধু শহুরে ও অভিজাত শ্রেণিরই কথা বলে না; পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষকেও আলোচনায় স্থান দেয়। তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়েও কথা বলে। উত্তরণের পথ বাতলে দেয়।

শুধু ইতিবাচক গুণের প্রশংসা ও সুফল বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; নেতিবাচক গুণ ও তার কুফলগুলোও তুলে ধরে। সংক্রমণের প্রক্রিয়াও ব্যাখ্যা করে। এরপর পরম মমতা ও আন্তরিকতার সাথে সেগুলো প্রতিকারের পথনির্দেশ করে।

কুরআনের সাথে সম্পর্কের কল্যাণে আমাদের সালাফগণ নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলি ও ভেতরের মানুষটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। এতেই নিজেদেরকে খুঁজে বেড়াতেন। নিজেদের রুচি ও প্রকৃতির আসল রূপ সন্ধান করতেন এবং খুব সহজেই নিজেদেরকে স্বরূপে আবিষ্কার করতে পারতেন। জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তখন কুরআনের স্বচ্ছ আয়নায় উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত দেখতে পেতেন।

তাই আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে, কুরআনের নির্দেশনা মতে তাওবা করতেন। দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটে নিপতিত হলে, কুরআনের সাহায্য নিতেন। শারীরিক কিংবা মানসিক অস্বস্তি দেখা দিলে, কুরআনের চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। প্রবৃত্তির তাড়না অথবা হৃদয়ের কাঠিন্য অনুভব করলে, কুরআনি পদ্ধতিতে নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। সুখ-সচ্ছলতা এবং আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তির সময়ে কুরআনের রীতি অনুসারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

কিন্তু আমরা এতটাই স্বার্থপর ও অনুভূতিহীন যে, কুরআনের এই মহা অলৌকিকতা আমাদেরকে আকর্ষণ করে না। কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

হৃদয়ে কোনো তরঙ্গ জাগে না। কুরআনের বাণী ও মর্ম বোঝার এবং সেই আলোকে জীবন চালনা ও সংকট মোকাবেলার সদিচ্ছা জাগে না। এজন্য আমরা দেখে দেখে কুরআন পড়তে পারি না। কোনো রকম পড়তে পারলেও মর্ম বুঝি না। নিজেদের সমাধানগুলো খুঁজে নিতে পারি না। তাই জীবনের প্রকৃত স্বাদ, আহ্লাদ এবং পরিতৃপ্তি সম্পর্কে আমরা কোনো ধারণাই রাখি না।

আমাদের এই মর্মান্তিক অবস্থা দেখেই হয়তো, শাইখ ইব্রাহীম আস-সাকরান তদীয় *রাকাইকুল কুরআন* গ্রন্থে কুরআনের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান বের করার প্রচেষ্টা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমকালীন প্রকাশন-এর পক্ষ থেকে বাঙালি পাঠকের হাতে বইটি তুলে দেওয়া হচ্ছে—*কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা* নামে।

আশা করছি, বইটি পাঠকের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে; কুরআনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে জীবন-সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

আকরাম হোসাইন

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের কথা

কুরআনহীন জীবন উষর মরুভূমির মতো। যে-জীবনে কুরআনের ছোঁয়া নেই, কুরআনী স্পর্শে যে-জীবন প্রতিনিয়ত রঙিন হতে পারে না, সে-জীবন অর্থহীন! এ পৃথিবীতে আমরা আছি কেন? কিছুদিন পর কেন-ই-বা চলে যাব? তা অনুধাবন করতে আল্লাহ আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন এক অশেষ নিয়ামত। তা হলো, আল-কুরআন। জীবন চলার পথে একটা গাইডলাইন আছে, সেটা হলো আল-কুরআনের গাইডলাইন। এখন তা যদি অনুসরণ করতে পারি, তাহলেই তো সফল হব!

কুরআনের সাথে আমাদের বিচ্ছেদ কত দিনের? আমরা কি নিয়মিত কুরআন পড়ি? কুরআন বোঝার চেষ্টা করি? কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা) করি? কুরআনের সাথে নিজের জীবনকে মিলাই? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে। আমাদের জীবনে কুরআনের হক আদায় করতে আমরা যে পদে পদে ব্যর্থ তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

যে-ব্যক্তি কুরআন পড়ে, সে দ্বীনের ওপর অটল থাকতে শেখে, আমলের প্রতি তার মানসিক জোর আসে। কুরআন পড়ার ফলে তার মনে নিয়মিত স্মরণিকা থাকে, যা তাকে দ্বীন মানতে সহায়তা করে। কুরআন পড়লে ইহকালের তুচ্ছতা ও পরকালের অসীমতা তাকে প্রতিনিয়ত স্পর্শ করে যায়। সে কুরআনের রঙে রঙিন হয়ে জীবনকে সাজিয়ে তোলে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উরওয়া ইবনিয যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার দাদি আসমা বিনতু আবী বকরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যখন কুরআন শুনতেন তখন তাদের কী অবস্থা হত?' আসমা বললেন, 'তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হতো, শরীরের চামড়া কেঁপে উঠত যেমনটা আল্লাহ বর্ণনা দিয়েছেন।'[১]

আমাদের মৃত-হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা দিতে পারে এই কুরআনই। কুরআন পড়ে তো আমরা বুঝিই না, তাহলে প্রভাবিত হব কীভাবে? এ কুরআন যে প্রত্যেক মানুষের কাছে আল্লাহর একটি চিঠি। এই চিঠি না বুঝতে পারলে জীবনটাই তো ব্যর্থ! আমাদের কাছে যারা পরম অনুসরণীয় আমাদের সেই প্রিয় সাহাবীগণ তাই কুরআন পড়ে কাঁদতেন। কুরআন তাদের হৃদয়ে করাঘাত করত। কুরআনের বিভিন্ন ঘটনায় এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিক্ষা থাকে, যা তাদাব্বুর করলে সামনে বেরিয়ে আসে। সালাফদের কেউ কেউ তো সূরা হূদ ছয় মাস ধরে পড়তেন। তাদের তাদাব্বুর শেষ হতো না। ইবনু কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে কুরআন পড়ে, সে যেন জেনে রাখে—যা পড়ছে তা কোনো মানুষের কথা নয়। সে যেন অনুভব করে কথকের মাহাত্ম্য!'

কুরআনের যে-কথাগুলো হৃদয়কে স্পর্শ করবে, অন্তরে স্থান করে নেবে, জীবনের গ্লানি মুছে দেবে, পরকালমুখী করবে আমাদের জীবনকে; তার সংকলন করেছেন শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান। আমরা তো কুরআন পড়ার মতো পড়ি না, শাইখ সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কীভাবে কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করা উচিত, কুরআনের কথা থেকে কীভাবে শিক্ষা নেওয়া উচিত-তার বেশকিছু চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন শাইখ এ কিতাবটিতে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর অশেষ রহমতে এ কিতাবখানা অনুবাদ করতে পেরেছি। ইয়া আল্লাহ, অনূদিত এ গ্রন্থটি আপনার জন্য করা। আপনার অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে কবুল করে নেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পাদক আকরাম ভাইকে, তার মূল্যবান সময় দিয়ে বইটির ভাষাগত সম্পাদনা করে দেওয়ার জন্য। আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমকালীন প্রকাশনকে, বইটি ছাপানোর মাধ্যমে মানুষকে কুরআনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করায়। ওয়ালহামদু লিল্লাহি আউয়ালান ওয়া আখিরা!

আল্লাহর ক্ষমার মুখাপেক্ষী

আব্দুল্লাহ মজুমদার

---

[১] *তাফসীরে কুরতুবী*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ২২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অবতরণিকা

দৈনন্দিন জীবন আমাদের জন্য দায়িত্ব ও কর্মব্যস্ততার অনিঃশেষ একটি ঘূর্ণাবর্ত। রাত পোহালেই আমাদের এই ঘূর্ণাবর্তে নেমে পড়তে হয়। ছোট-বড়, প্রিয়-অপ্রিয়—নানান বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। গভীর রাতে ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলাও এখন দায়। প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা স্বস্তির এই শেষ অবকাশটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

তাই সারাদিনের বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষে ক্লান্ত সময়টা বিমর্ষ কাটে—মোবাইলের এসএমএস, ই-মেইলের ইনবক্স, ফেসবুকের কমেন্ট, টুইটারের নিউজ এবং ইউটিউবের ভিডিও দেখে দেখে। এর বাইরে যেটুকু সময় থাকে, সেটুকু ব্যয় হয়ে যায়—গতকালের ফেলে রাখা কাজ উদ্ধারের দুশ্চিন্তায় কিংবা দৈনন্দিন ব্যস্ততার এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিকতা রক্ষার জন্য একটু সময় বের করার দুর্ভাবনায়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই প্রযুক্তি ও কর্মব্যস্ততা আসলেই কি মারাত্মক কোনো সমস্যা? কিংবা অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তার কারণ? মোটেও না; বরং এগুলো আল্লাহ-প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত। উন্নতি ও অগ্রগতির কার্যকর মাধ্যম। কাজেই আমাদের উচিত হবে, প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে তাবৎ কর্মপ্রচেষ্টা ব্যয় করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিনি। অনেক ক্ষেত্রেই এর অপব্যবহার করেছি। এখনও ক্রমাগত করেই চলেছি। ফলে আমরা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছি। দৈনন্দিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

জীবনে সামান্য গতির জন্য স্বচ্ছতা বিকিয়ে দিয়েছি। অনৈতিক আহ্লাদের পদতলে মানসিক স্বস্তি, আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং সুকুমার চিন্তাবৃত্তি বিসর্জন দিয়েছি।

অবশ্য এছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ, দৈনন্দিন জীবনে গতি ও মান ঠিক রাখতে হলে এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে সার্বিক কল্যাণের দিকে ধাবিত হলে আমাদেরকে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কিংবা একান্ত নিভৃতে, শান্ত-সুনিবিড় পরিবেশে নির্লিপ্ত জীবন-যাপন করতে হবে।

কেননা, একজন মানুষ যখন ব্যস্ত ও কোলাহল মুখর পরিবেশে বসবাস করে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্রমাগত হাঁকডাক ও যানবাহনের অনবরত শব্দ তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের চারপাশে স্বতন্ত্র একটি শব্দ-বলয় তৈরি করে। সেই সঙ্গে প্রযুক্তির প্রলুব্ধকর আয়োজন তার দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে, তার মধ্যে একধরনের বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতি-প্রবণতা দেখা দেয়। আমার মনে হয়, আধুনিক কালের ব্যস্ত শহুরে জীবনে অভ্যস্ত লোকেরা এই সমস্যায় জর্জরিত।

উপরন্তু এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় চরিত্র ও নৈতিকতা-বিধ্বংসী বিনোদন এবং অবসর সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে আড্ডা দেওয়ার মানসিকতা—তাহলে এই বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি বিকারে পরিণত হয়। তখন উন্নতির আশা করা শুধু কঠিনই নয়; দুরূহও হয়ে পড়ে।

মোটকথা, আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক জীবনের যান্ত্রিকতা, অনবরত ছুটে চলা ও ব্যস্ততার ঘূর্ণাবর্তে সন্তরণের সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আমাদের হৃদয়ে। ফলে একসময় আমাদের অনুভূতি হ্রাস পায়। ধর্মীয় মূল্যবোধ ফিকে হয়ে যায়। মানবিক গুণাবলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। হৃদয় তখন পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। ঈমানের ধিকিধিকি আলোটুকুও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সর্বসত্তায় একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করে এবং সেই সূত্র ধরে, বিপুল প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অভিযোগ-প্রবণতার সূচনা হয়।

সুতরাং, এখনও কি সময় হয়নি, আধুনিক জীবনব্যবস্থার এই নিষ্পেষণ থেকে বেরিয়ে আসার? নিজের জন্য একটুখানি অবসর বের করার? হৃদয়টাকে ঈমানের সৌরভে সুরভিত করার?

এখনও কি সময় হয়নি, কুরআনের অমীয় সুধায় হৃদয় সুসিক্ত করার? কুরআনের দরদপূর্ণ কথার আঘাতে পাথর-হৃদয় বিগলিত করার?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যদি হয়ে থাকে, তবে এখনই আসুন কুরআনের শান্তিময় সরোবরে। সুখ-স্নান করুন তার সুশীতল জলধিতে। সেই সঙ্গে জেনে রাখুন, শুধু কুরআনই পারে আপনাকে পরিশুদ্ধ করতে; আপনার পাথুরে হৃদয় বিগলিত করতে এবং পার্থিব জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও অপার্থিব শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দিতে।

এটা নিছক কোনো তত্ত্ব বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং মহান আল্লাহর শাশ্বত সাক্ষ্য। তিনি বলেন—

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

কাজেই যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান করুন কুরআনের সাহায্যে।[১]

তিনি আরও বলেন—

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ... ﴿٤٥﴾

আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে কেবল ওহীর মাধ্যমেই সতর্ক করছি।[২]

আল্লাহ কুরআনকে উপদেশবাণী অভিহিত করে বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿٥٧﴾

হে লোকসকল, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ।[৩]

এবার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের রচনা-প্রসঙ্গে আসি। বস্তুত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আমি বিচিত্র ঘটনা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি; কিন্তু কখনও আবেগ-প্রবণ

[১] সূরা কাফ, আয়াত : ৪৫।

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪৫।

[৩] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

কিংবা হতোদ্যম না-হয়ে কুরআনের শরণাপন্ন হয়েছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। এরপর ওই আয়াতের আলোকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কার্যকারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করেছি। সবশেষে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তরণের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি।

তখন আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি যে, কুরআনের মধ্যে হৃদয়কে বিগলিত করার, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার এবং ব্যক্তির মাঝে উন্নত মনন, পরিশীলিত বোধ ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে। এই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েই আমি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সেই নির্দেশনাগুলোর সারনির্যাস সংকলন করেছি।

প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ বইটিতে আপনি আমার সেই চিন্তা-গবেষণারই সারনির্যাস দেখতে পাবেন। কাজেই বলা যায়, বইটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথমে আমি ব্যক্তিগত বা সামাজিক ঘটনা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এরপর সেটাকে কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করেছি। তখন আমার কাছে কুরআনের সুনির্দিষ্ট কিছু আয়াতের এমন মর্ম ও তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে, যা হৃদয় বিগলিত করার ক্ষেত্রে, আত্মা পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার ও সাহাবীদের ওপর।

শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান

যিলকদ, ১৪৩৩ হিজরী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

উদাসীনতা	১৯
মুক্তিপণ	৪১
নত শির	৪৬
পাথর ও পাথুরে হৃদয়	৫৭
ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটা	৭০
জিহাদের ময়দানে সালাত	৭৯
রাত্রিজাগরণ	৯২
আমাদের সমাজ কি রাসূলের সমাজ থেকেও উত্তম?	১০৪
পরিতৃপ্তি	১১৭
শক্তিশালী মানুষ	১২৯
যেন আপনি তাকে দেখছেন	১৪৯
অজ্ঞাতনামা পাপ	১৬১
পরিশিষ্ট	১৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

উদাসীনতা

বুধবার। ১৪৩৩ হিজরির মুহাররম মাস। আমি তখন রিয়াদে থাকি। সেখানে একদিন এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। নাম, আবু আব্দিল কারীম। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বহু দিনের। এই দীর্ঘ সময়ে আমি তার মতো বড় ও উদার মনের আর কাউকে দেখিনি। দুঃস্থ, অসহায়, কর্মচারী, সহকর্মী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি তার মমত্ব ও অনুগ্রহপরায়ণতা সত্যি অতুলনীয়। জীবনের একপর্যায়ে এসে তিনি আমাকেও তার অনুগ্রহের জালে আবদ্ধ করে ফেলেন। আমি কখন-ই তার সেই অনুগ্রহ ভুলতে পারব না।

ঘরে প্রবেশ করেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলিঙ্গান করেন। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে চিরচেনা সেই হাসি অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। তাই সামান্য কুশল বিনিময় করেই তিনি অনুমতি চেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

দুপুরের খাবারের সময় আমি তাকে ডেকে দিই। একসাথে খাবার খাই। এরপর নানান গল্পে মজে যাই। গল্পের একপর্যায়ে তিনি মুসাফিরের জামাআতে সালাত আদায় করার প্রসঙ্গাটি সামনে আনেন এবং আমার কাছে এ-বিষয়ক কোনো বই আছে কি না—জানতে চান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আমি আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে গিয়ে[১] *ফাতওয়া ইবনু বায* এবং *ফাতাওয়া ইবনু উসাইমীন*-এর[২] 'সালাত' অংশটা নিয়ে আসি। দু-জনে মিলে প্রয়োজনীয় অংশটি দেখি। এরপর তিনি অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

এটা ছিল বুধবারের ঘটনা।

পরের জুমআর দিন মা আমাকে ফোন করে বলেন—

'আবু আব্দিল কারীমের ব্যাপারে জানো, বাবা?'

'কেন মা, কী হয়েছে?'

'মারাত্মক কিছু একটা হয়েছে।'

'তিনি কি এখন হাসপাতালে?'

'নাহ, মারা গেছে। আল্লাহ তাকে রহম করুন।'

মুহূর্তেই আমি নির্বাক হয়ে যাই। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। মাকে বিদায় বলে ফোন রেখে দিই। বারবার শুধু মনে হতে থাকে, আম্মার কাছে হয়তো ভুল সংবাদ পৌঁছেছে। আবু আব্দিল কারীম আসলে মৃত্যুবরণ করেননি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও নির্বিকার থাকার পর মাকে আবারও ফোন করি—

'আম্মা, আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ! এই তো তার পরিবার কান্নাকাটি করছে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? আল্লাহ তাকে রহম করুন। আমাদের সবাইকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন।'

আম্মার এই জোরালো বক্তব্য শুনে আবারও 'বিদায়' বলে, ফোন রেখে দিই। কিছুক্ষণ নির্বিকার বসে থাকি। এরপর আরেকটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবু আব্দিল কারীমের সহোদর ভাইকে কল করি। ফোন রিসিভ হতেই শোক সংবাদ ঘোষণাকারীর কণ্ঠের মতো থমথমে কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। সন্দেহের কালো মেঘটা তখন এক লমহায়-ই মনের আকাশ থেকে সরে যায়। অথচ এই মেঘটা থাকলেই হয়তো আমরা ভালো

[১] 'নূরুন আলাদ দারব' প্রোগ্রাম থেকে সংকলিত।

[২] ফাহাদ সুলাইমান সংকলিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

থাকতাম। আবু আব্দিল কারীমও ভালো থাকত।

যাইহোক, আমি 'আবু আব্দিল কারীম..?' বলতেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভাঙা গলায় বলেন—'সুযোগ হলে, ওর লাশটা একবার দেখে যাও।'

তৎক্ষণাৎ আমি গাড়ি নিয়ে আবু আব্দিল কারীমদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ওদের বাড়ি রিয়াদ থেকে যথেষ্ট দূরে। পল্লী এলাকায়। আমি খুব দ্রুতই সেখানে পৌঁছে যাই। পৌঁছে দেখি, ওকে গোসল দেওয়ার জন্য গোসলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই আমরা গোসলখানার বাইরে বেশকিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। গোসল দেওয়া শেষ হলে আমাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তার চেহারা থেকে কাপড় সরানো হলে সালাম দিয়ে কপালে চুম্বন করি। মন থেকে তার জন্য দুআ করি। শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হই। বলে ফেলি, 'আবু আব্দিল কারীম, তুমি জীবিত অবস্থায় যেমন ভালো ছিলে, মৃত্যুর পরও তেমনই ভালো আছ!'

দুআ ও 'শেষদেখা'র পর আমরা বাইরে এসে বসি। পরিচিত ও অপরিচিতরা এসে তার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। আমি তখনও ঘটনার আকস্মিকতা থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক ও প্রকৃতিস্থ হতে পারিনি।

কাফন-দাফন শেষ হলে একান্ত কাছের লোকজন ছাড়া সবাই যার যার মতো চলে যায়। আমিও রিয়াদে ফিরে আসি; কিন্তু ফিরে আসার পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই তার মায়াবী চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। মারা যাবার আগের বুধবারের কথাগুলো বারবার কানে বাজতে থাকে।

ড্রইং রুমের যে-বিছানায় সে ঘুমিয়ে ছিল, সেদিকে চোখ যেতেই মনের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। যে-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে সালাত সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, সে চেয়ারে চোখ পড়তেই অব্যক্ত বেদনায় মনটা ব্যথিত হয়ে ওঠে। আমি নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করি। সমস্ত দুঃখ-বেদনা মহান আল্লাহর সমীপে সোপর্দ করি। তার জন্য দু-ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিই এবং ক্ষমা ও দয়ার দুআ করি।

এই ছোট্ট জীবনে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা আমি অনেক দেখেছি; কিন্তু কখনও মনে হয়নি, আমার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে। হঠাৎ আসা দমকা হাওয়ায় জীবনের প্রদীপটা দপ করেই নিভে যেতে পারে। এবারই প্রথম মনে হয়েছে, আমার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে। আমার জীবন-প্রদীপটাও হঠাৎ করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নিভে যেতে পারে। কারণ, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। একেবারে অনিশ্চিত। অপরদিকে মৃত্যু আমাদের অতি নিকটে এবং সুনিশ্চিত।

আবু আব্দিল কারীমের মৃত্যুর দিন যখন লোকজন তার পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তখন আমি তাদের বাড়িতেই ছিলাম। সান্ত্বনা দানকারীদের চেহারার আয়নার মনের অভিব্যক্তি পাঠ করার চেষ্টা করছিলাম। আমার নিজেকেও তাদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেখছিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল, 'আমরা সবাই কেবল সান্ত্বনা দিতেই এসেছি। শিক্ষা গ্রহণ করতে আসিনি। এমনকি শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনও মনে করিনি।

কারণ, এই বিপদকে আমরা একান্তই অন্যের বিপদ মনে করেছি। নিজেরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত একটি সময় আছে। সে-সময় ঘনিয়ে এলে এই মায়াময় জীবনের হিসেব চুকে যাবে। আবু আব্দিল কারীমকে যেভাবে গোসল দেওয়া হচ্ছে, আমাদেরও ঠিক সেভাবে গোসল দেওয়া হবে। কাফনের কাপড় পরিয়ে মাটির কবরে শোয়ানো হবে। তারপর বাঁশের একটা ছাউনি তৈরি করে মাটিচাপা দেওয়া হবে। এরপর আমাদের ফেলে সবাই যার যার কাজে চলে যাবে।

কেউ হয়তো এ মাসেই মারা যাবে। কেউ হয়তো আগামী মাসে। কেউ হয়তো চলতি বছরের রামাদানের ঠিক আগ-মুহূর্তে। আবার কেউ হয়তো অনেকদিন বাঁচবে—এক বছর, দুই বছর কিংবা তার চেয়ে আরও কিছুদিন বেশি; কিন্তু সবার শেষ পরিণতি একটাই—মৃত্যু।

খুব শীঘ্রই আমাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবে। অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে। আমরা এ জীবন ছেড়ে চলে যাব অন্য জীবনে। কারণ, আমাদের এই আয়ুষ্কাল ও অন্তিম মুহূর্ত আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে।

তথাপি আমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় ও স্মরণ জাগরূক রাখার জন্য মহান আল্লাহ চার মাসের ভ্রূণাবস্থায় আমাদের নিকট সম্মানিত ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। তারা এসে পূর্ব-নির্ধারিত সেই আয়ুষ্কাল আমাদের ভাগ্যলিপিতে নতুন করে লিখে দিয়েছেন। তখন থেকেই মূলত আমাদের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। আমরা ধাপে ধাপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

গত বছর মৃত্যু থেকে আমাদের তিন বছরের দূরত্ব থাকলে আজ আছে দু-বছরের। প্রতি মিনিটে এভাবে আমরা সেই চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আখিরাতের চিরস্থায়ী বাসস্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছি; কিন্তু কীভাবে আমি এই ভয়াবহ বাস্তবতা এতদিন ভুলে ছিলাম?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মানুষ কী করে এই রূঢ় ও অলঙ্ঘ্য বাস্তবতা ভুলে থাকতে পারে?

আজকাল অনেক মানুষ এই রূঢ় বাস্তবতাকে নিছক একটি দার্শনিক সত্য বলে মনে করে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে এই সত্যের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের অন্তরে বিরাজ করে না। তাদের চিন্তা-চেতনায় এর সুগভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে মৃত্যুর ভয় তাদের জীবন-যাত্রা পরিবর্তনে কিংবা মানোন্নয়নে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অনেক মানুষ মৃত্যুর কথা উল্লেখ করতেও ভয় পায়। তাদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এমন যে, মৃত্যুর কথা যত কম বলা যায়, ততই মঙ্গল। এতে মৃত্যু ক্রমশ তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারবে।

পক্ষান্তরে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কথা আলোচনা করলে, মৃত্যু সহসাই তাদের ঘরে হানা দেবে। জীবন অরক্ষিত ও অনিরাপদ করে ফেলবে। তাই অত্যন্ত সচেতনভাবে তারা মৃত্যুর আলোচনা এড়িয়ে চলে এবং মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য বৈধ-অবৈধ সকল উপায় গ্রহণ করে।

অধিকন্তু তারা মনে করে, মৃত্যুর প্রতি তাদের এই প্রচণ্ড ঘৃণা ও মনস্তাত্ত্বিক পলায়নপরতা মৃত্যুকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে! মহামহিম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের এই মনস্তত্ত্ব ও শেষ পরিণতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

বলুন, তোমরা যে-মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, সে মৃত্যু তোমাদের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী—আল্লাহর কাছে। অতঃপর তোমরা যা আমল করতে সে-সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।[১]

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, আপনি মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন। মৃত্যুর অনুঘটক বিপদ ও কার্যকারণ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারবেন। তবুও

[১] সূরা জুমুআ, আয়াত : ৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

তো সেটা সাময়িক সময়ের জন্য! কারণ, পলায়ন করতে করতে সর্বশেষ আপনি যে-জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়াবেন, সেখানেই মৃত্যুর দূত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। পিছু হটতে হটতে সর্বশেষ যে-দেওয়ালে গিয়ে আপনার পিঠ ঠেকবে, সেই দেওয়ালই আপনার মৃত্যুর কারণ হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের এই সুপ্ত পলায়নপরতা ও তার পরিণতির চিত্র তুলে ধরে বলেন—

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

বলুন, পলায়নপরতা তোমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না—যদি তোমরা মৃত্যু কিংবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে বেড়াও। তবে পলায়নপরতার কারণে ভোগ করার জন্য তোমাদের সামান্য সময় দেওয়া হতে পারে।[১]

সুতরাং, বিশ্বাস করুন, কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার অর্থ এই নয় যে, আপনি মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে বেঁচে গেছেন; বরং এর অর্থ হলো, আপনাকে সংশোধন ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এরই ফাঁকে আপনার জন্য ভয়াবহ বিপদ ও মারাত্মক মৃত্যুফাঁদ তৈরি হচ্ছে। আপনি এই বিপদ ও মৃত্যুফাঁদ থেকে কোনো ক্রমেই বাঁচতে পারবেন না।

উল্লেখ্য, কুরআনে কারীমে 'পলায়ন'-এর কাছাকাছি আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ—'সরে যাওয়া'। পলায়নের তাৎপর্য হলো, বিপদসঙ্কুল স্থান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে গমন করা। আর 'সরে যাওয়া'-এর তাৎপর্য হলো, মৃত্যুর তির পাশ কাটিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

আর মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে। এ তো তা-ই যা হতে তুমি অব্যহতি চেয়ে আসছিলে।[২]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ১৬

[২] সূরা কাফ, আয়াত : ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অতএব, মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা ও পলায়নপরতা যেমন কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না, তেমনি মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে গিয়েও কোনো সুবিধা করা যাবে না। খুব শিগগিরই মৃত্যুর দূত আমাদের দরজায় কড়া নাড়বে। পরকালের ছাড়পত্র দেখিয়ে আমাদেরকে নিয়ে চিরকালীন নিবাসের দিকে যাত্রা করবে।

আরও নির্মম বাস্তবতা এই যে, মানুষ মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে শুধু ব্যর্থই হয় না; বরং পলায়নের নাম করে অবচেতনেই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। জন্মেরও পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তার মৃত্যুর জন্য যে-সময় ও স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, একপর্যায়ে সে ওই সময় ও স্থানে গিয়ে উপনীত হয়। এই বূঢ় বাস্তবতার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহামহিম আল্লাহ বলেন—

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

বলুন, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা ঠিকই নিজেদের মৃত্যুস্থানে গমন করত।'[১]

এজন্যই অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ পথে হাঁটে, বাগানে বসে থাকে, রুমে বিশ্রাম করে কিংবা হাসপাতালে যায় এবং সেখানেই হঠাৎ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই মুহূর্তে তার সেখানে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো কারণই ছিল না। কাজেই বলা যায়, ওই মুহূর্তে তার সেখানে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল মৃত্যু।

প্রিয় ভাই! আমার ও আপনার জন্য যে-অন্তিম মুহূর্ত অপেক্ষা করছে, তা আগানোর বা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এ সময়টা মহিমান্বিত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। অধিকন্তু তিনি বলেন—

وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

কিন্তু তাদেরকে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। অতঃপর যখন তাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে তখন এক মুহূর্তও আগ-পিছ হবে না।[২]

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৪

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ৬১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে অনেক সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মনে করে, ফ্ল্যাট-বাসা বা গলি-ঘুপচির সাধারণ বাড়ির চেয়ে সুরম্য প্রাসাদে তারা বেশি নিরাপদ। মৃত্যুর দূত সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। তাদের নাগাল পাবে না। এভাবে তারা মৃত্যুর থাবা এড়াতে পারবে। কুরআন তাদের এই অসার ধারণা খণ্ডন করে বলে—

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ...﴿٧٨﴾

তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।[১]

মৃত্যুর এই অমোঘ বাস্তবতা জানার পরেও অনেকে জিহাদকে অপছন্দ করে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে জিহাদ মানেই অযৌক্তিক আত্মাহুতি এবং মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত আলিঙ্গান। অথচ তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় যে, তাদের জন্মের বহু পূর্বেই মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ তাআলা তাদের এই যুদ্ধ-ভীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন—

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ

তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? কেন আমাদেরকে আরও কিছুদিনের অবকাশ দিলেন না?[২]

তারা ভুলে যায়, অনেক মুজাহিদ পুঁতে রাখা মাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যান, ড্রোনের অনবরত গোলাবর্ষণের মধ্যেও বুকে ভর দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যান; শত্রুর গুলিবৃষ্টির মধ্যেও দৃঢ়পদ থাকেন এবং জিহাদ শেষে স্বদেশে ফিরে এসে যথারীতি দীর্ঘজীবী হন। অপরদিকে কিছু মানুষ বেঁচে থাকার সকল উপায় গ্রহণ করা সত্ত্বেও তুলতুলে দামি বিছানার ওপরই মৃত্যুবরণ করে। কেন? কারণ, মানুষের জন্মের বহু আগেই তার মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। কাজেই মৃত্যুর বিভীষিকা

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৭৮।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

থেকে বাঁচার জন্য পলায়ন করার, দূরে সরে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করার কিংবা অন্তিম মুহূর্তের কথা ভুলে গিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

এই সমাজে এমন অর্বাচীনের সংখ্যাও কম নয়, যারা জিহাদের ময়দানে কারও শাহাদাতের সংবাদ শুনলে ভাবে, তাদের প্রতি আল্লাহর সুদৃষ্টি আছে বলেই তারা যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেনি। অনাহুত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি। অথচ বাস্তবিক অর্থে এটা মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইর চিন্তা ও মানসিকতা। মহান আল্লাহ তার এই মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। অতঃপর কোনো বিপদ তোমাদের আক্রান্ত করলে সে বলবে, 'তাদের সঙ্গো না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন'।[১]

আবু আব্দিল কারীমের জানাযার পর আমি শূন্যদৃষ্টিতে তার কবরের দিকে তাকিয়ে থাকি। স্মৃতির পাতায় এক এক করে ভেসে ওঠে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রিয় মুখগুলো। তাদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। সহসাই তাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। তাই এই মায়াময় পৃথিবী এবং আমাদের নিঃসঙ্গ করে পরপারে চলে গেছে।

মনে পড়ে, সমকালীন বেশ কয়েকজন আলোকিত আলিমের কথা। যারা দেশ থেকে দেশান্তরে আলো ফেরি করে বেড়িয়েছেন। আমাদের জন্য দ্বীন ও জ্ঞান-শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন; কিন্তু তারা আজ নেই। তাদের রেখে যাওয়া আলোর মশালগুলোও আগের মতো নেই। কালের আবর্তনে সেগুলোর শলিতা তলানীতে পড়ে গেছে। তবে এখনও সেই নুয়ে পড়া শলিতা থেকে ধিকিধিকি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ সকল আলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শাইখ ইবনু বায, ইবনু উসাইমীন, ইবনু জিবরীন, ইবনু গাদইয়ানসহ আরও অনেকে।

মনে পড়ে, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। এই তো সেদিনও তিনি মদিনার পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন!

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

মসজিদে নববীর ইমাম হিসেবে মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। ফজরের পর সাহাবীদেরকে নিয়ে বসেছেন...কিন্তু তিনিও আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। মৃত্যুর দূত তাকেও মহান প্রভুর কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন।

এত এত মৃত ও মৃত্যুর মাঝে থেকেও মানুষ কীভাবে নিজেকে এতটা নিরাপদ মনে করতে পারে! এটা আসলে মানব-সভ্যতার দুর্ভেদ্য এক রহস্য।

মানুষ যখন মৃত্যুর এই ভয়াবহ বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করে তখন তার মনে অজস্র প্রশ্ন দানা বাঁধে। সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজতে গেলে বিশ্বাস ও জীবনাচারের মধ্যকার পার্থক্য ও বৈপরীত্যগুলো প্রকট আকারে ধরা পড়ে। আমরা যদি প্রকৃত অর্থেই বিশ্বাস করি যে, দুনিয়াকে বিদায় জানানোর অন্তিম মুহূর্তটি আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে, হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসনালি দিয়ে বের হওয়া তপ্ত বায়ু আমাদেরকে সতর্ক করে চলেছে, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবার কথা?

আমরা যদি প্রকৃত অর্থেই স্বীকার করি যে, আমাদের বন্ধু, সহপাঠী, খেলার সাথী, শিক্ষক, সহকর্মীসহ আরও অনেকে মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে, আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তাহলে কি আমরা এতটা গাফেল থাকতে পারি?

মৃত্যুর এই নৈকট্য ও আমাদের সীমাহীন উদাসীনতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।[১]

এই সীমাহীন উদাসীনতার পেছনের কারণ খুঁজে বের করার জন্য একবার আমি কিতাবুল্লাহ নিয়ে গবেষণা শুরু করি। হিসেব-নিকেশের সঙ্গে উদাসীনতার সম্পর্কের কারণ ও তার প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করি। তখন আবিষ্কার করি যে, এই উদাসীনতার পেছনের একমাত্র প্রধান কারণ হলো সময়ক্ষেপণ। পবিত্র কুরআনে তিন শ্রেণির

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মানুষের তিন ধরনের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা যদি আমাদের জীবনাচার গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে খুব সহজেই এই উদাসীনতার পেছনে সময়ক্ষেপণের কারণটি ক্রিয়াশীল দেখতে পাব। কেননা, আমরা এখনও যেসব গুনাহ করে চলেছি, সেগুলো কিন্তু পরিকল্পিতভাবে করছি না; বরং হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল এই ধারণার কারণে করছি যে, এটা আমাদের অভ্যাস বা উদ্দেশ্য নয়; বরং সাময়িক ভালো লাগা বা মনোবৃত্তির কারণে এমনটা করছি। সুতরাং, খুব শিগগিরই তাওবা করে এসব থেকে ফিরে আসব।

কিন্তু 'খুব শিগগিরই' করতে করতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে; তবে আমরা সেটা বুঝতেই পারছি না। স্বাভাবিক জীবনে ফিরতেও পারছি না। এভাবে চলতে থাকলে একসময় দেখা যাবে, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। প্রাণবায়ু কেড়ে নেওয়ার জন্য মৃত্যুর দূত শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তখনও আমাদের তাওবা করা হয়নি। নিজেদেরকে গুছিয়ে নেওয়া হয়নি। কারণ, আমরা সময়ক্ষেপণ করেছি। 'খুব শিগগিরই' বলে বলে ত্বরিৎ সম্পাদনযোগ্য কাজটি বিলম্বিত করে ফেলেছি।

এবার আমরা কুরআনে বর্ণিত সেই তিন শ্রেণির মানুষের তিন ধরনের অবস্থা এবং তার পেছনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করব—

এক. প্রথম শ্রেণির মানুষ পুণ্য ও কর্তব্য-কর্ম পালনে বিলম্ব করে। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আমি ওই সকল সৎকাজ করতে পারি, যা আমি আগে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এটা তো তার একটি বাক্য মাত্র। এটা সে বলবেই। তাদের সামনে থাকবে বারযাখ—উত্থান দিবস পর্যন্ত।[১]

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৯৯-১০০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

প্রিয় পাঠক, আজ আমাদের সামনে নেককাজ ও পুণ্যকর্মের জন্য অবারিত সুযোগ আছে। সুতরাং, এই সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় অন্তিম মুহূর্তে মৃত্যুর দূত উপস্থিত হলে আমাদের সদিচ্ছা ও মিনতি কোনো কাজেই আসবে না। আমরা চাইলেও ইবাদত ও পুণ্যকর্মের জন্য নবজন্ম লাভ করতে পারব না। কাজেই উদাসীনতার চোরাবালি থেকে এখনই আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

দুই. দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সাদাকা করতে গড়িমসি করে। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

আর আমি তোমাদের যে-রিযিক দিয়েছি, তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে—তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বেই। (অন্যথায় মৃত্যু এসে গেলে) সে বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে আর কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' আর যখন কারও অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।[১]

প্রিয় পাঠক, এখন আমাদের দান করার অবারিত সুযোগ আছে। যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। এরপরও কি আমরা সেই অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত গড়িমসি করব—যখন দান করতে চাইলেও সুযোগ দেওয়া হবে না?

তিন. তৃতীয় শ্রেণির মানুষ পাপকাজ বর্জন ও তাওবা করতে কালক্ষেপণ করে। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

[১] সূরা মুনাফিকূন, আয়াত : ১০-১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

তাওবা তাদের জন্য নয়—যারা আজীবন মন্দ কাজ করে। অবশেষে তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবা করছি' এবং (তাওবা) তাদের জন্যও নয়—যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা, যাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।[১]

প্রিয় পাঠক, আমরা এখন তাওবা কবুলের সর্বশেষ মুহূর্ত অতিক্রম করছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমাদের তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং, এখনই তাওবা করতে হবে। এক মুহূর্তও কালবিলম্ব করা যাবে না। অন্যথায় এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

মরণাপন্ন ব্যক্তিদের এই ত্রিবিধ জীবনাচার ও তাদের অন্যায্য আকাঙ্ক্ষার এই ভয়াবহ চিত্র একজন দৃঢ় বিশ্বাসী মুমিনের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে। তার সামনে মৃত্যুর রূঢ় বাস্তবতা তুলে ধরে। এমতাবস্থায়, মুমিন বান্দা নিজেই যদি এই অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছে পুণ্যকর্ম, দান-সাদাকা কিংবা অন্তত তাওবা করার অবকাশ চায়, তাহলে কতটা ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হবে?

কারণ, ওই মুহূর্তে আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তার প্রতিটি আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে। তার প্রতিটি মিনতি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অথচ এই তো, আরেকটু আগেও যদি সে আবেদন করত, মিনতি জানাত, তাহলেও হয়তো সেটা গৃহীত হতো।

কিন্তু আমরা ওই সময়টুকু বের করতে পারি না। দুনিয়ার মোহ, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দুর্ভেদ্য পর্দা টেনে দেয়। আর প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা যার দৃষ্টিতে একবার পর্দা ফেলে দেয়, মৃত্যু অবধি তার হুঁশ ফেরে না। বোধোদয়ও ঘটে না।

আধুনিক কালের মানুষ পদ-পদবি, বাড়ি-গাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিলাস-ব্যসনের ক্ষেত্রে সীমাহীন প্রতিযোগিতায় মত্ত। তারা পার্থিব জীবনের এই তুচ্ছ বস্তুগুলোর পেছনে এতটাই ব্যতিব্যস্ত যে, কোথাও দাঁড়িয়ে দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলারও সুযোগ পায় না।

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এই গভীর তাৎপর্যটা কুরআন অতিসংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষায় ব্যক্ত করেছে এভাবে—

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা; যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।[1]

প্রিয় পাঠক, এবার একটু ভেবে দেখুন তো, প্রাচুর্যের এই প্রতিযোগিতা কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে? কবরের প্রথম রাত্রে। সেদিন প্রত্যেকে-ই আবিষ্কার করবে যে, পার্থিব জীবনের মরীচিকায় পড়ে সে মূলত তার প্রকৃত জীবনই নষ্ট করে ফেলেছে।

সূরা তাকাসূরে বর্ণিত এ প্রতিযোগিতার কথা সূরা হাদীদেও এসেছে। তবে একটু ভিন্নভাবে মহান আল্লাহ বলেন—

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.. ۝٢٠

তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়।[2]

বস্তুত মহান আল্লাহ যাকে পদ-পদবি, সুনাম-সুখ্যাতি এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মায়ার ঊর্ধ্বে ওঠার তাওফীক দান করেন, কেবল তিনিই জীবনের প্রকৃত অর্থ ও সার্থকতা খুঁজে পান। অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। সর্বোপরি আত্মাকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারেন। অনন্ত জীবনের এই অর্থ ও তাৎপর্য পার্থিব জীবনের তুচ্ছ অর্জনের তুলনায় বহু গুণে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।

ব্যক্তিজীবনে যখনই আমি উদাসীন হয়ে পড়ি কিংবা মৃত্যুর রূঢ় বাস্তবতার কথা ভুলে যাই তখনই নিজেকে এই বলে সতর্ক করি যে, 'তুমি পার্থিব প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে পড়েছ। সুতরাং, এখনই এর পেছনের কারণ খুঁজে বের

[১] সূরা তাকাসুর, আয়াত : ১।

[২] সূরা হাদীদ, আয়াত : ২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

করো এবং সামনের পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক হও।'

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি, একজন মানুষ যখন পার্থিব জীবনের সংক্ষিপ্ততা ও অনন্ত জীবনের অসীমতার মাঝে তুলনা করে তখন তার ঈমান এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, জাগতিক কোনো যন্ত্রের সাহায্যে তা পরিমাপ করা যায় না। কেননা, অস্থায়ী ও নশ্বর দুনিয়াকে যখন অনন্ত-অসীম আখিরাতের সাথে তুলনা করা হয় তখন মনে হয়, দুনিয়া তুচ্ছ একটা সংখ্যামাত্র—পঞ্চাশ বছর। ষাট বছর। একশো বছর কিংবা এক হাজার বছর। অপরদিকে অনন্তকাল মানে একশ বছর না, এক হাজার বছর না, এক লাখ বছর না; এমনকি এক কোটি বছরও না; বরং অনন্তকাল—যার শুরু আছে; কিন্তু শেষ নেই।

আপনি কি এই অনন্ত জীবনের সীমা ও পরিধি সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলতে পারবেন? নিশ্চয় পারবেন না। তবে একবার যদি অনন্তকালের সঙ্গে দুনিয়ার জীবনের তুলনা করেন তাহলে বলতে বাধ্য হবেন, দুনিয়ার জীবন কয়েক মিনিট, কয়েক দিন, কয়েক মাস এবং কয়েক বছরের সমষ্টি মাত্র!

নিভৃতে বসে অন্তত একবার অসীম আখিরাত সম্পর্কে একটু ভাবুন। দেখবেন, আপনার ভেতরে প্রবল দৃঢ়তা চলে এসেছে। বিশ্বাস হলো না! তবে একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। আপনার পাশের লোকটাকে যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়— 'আপনি এ দেশে আর মাত্র পাঁচ বছর থাকবেন। এরপর আপনাকে আমরা পাশের একটা দেশে নিয়ে যাব। সেখানে আপনি আজীবন বসবাস করবেন।'—তাহলে সে কী করবে? নিশ্চয় সে তার স্থাবর-অস্থাবর—সমুদয় সম্পত্তি বিক্রি করে অর্জিত অর্থ বিদেশে নিয়ে জমা করবে কিংবা অন্তত নিজের কাছেই জমা করে রাখবে। আর স্বদেশে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করবে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট থাকবে। সংযমের পরিচয় দেবে। কারণ, সে জানে, বিদেশেই তাকে বসতি স্থাপন করতে হবে।

একশো বছর মেয়াদী আবাসন সুবিধা পেয়ে যদি মানুষ পাঁচ বছর মেয়াদী আবাসন সুবিধাকে এতটা আস্থার সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারে, তাহলে একবার ভেবে দেখুন, দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে আখিরাতের স্থায়ী ও অনন্ত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা পেলে আপনার মধ্যে কতটা দৃঢ়তা তৈরি হবে?

অধিকন্তু, আখিরাতের এই জীবন হয়তো জান্নাতের সর্বোচ্চ সৌভাগ্য ও পরম আনন্দে অভিষিক্ত হবে। নয়তো জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হবে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

'অনন্তকাল'—এর এই অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার পর আর কোনো উপদেশের কি আদৌ কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে?

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আধুনিক কালের বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক বইয়ে দেখা যায়, পরকাল বা অনন্ত জীবনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ সকল বইয়ের লেখকগণ মনে করেন, এগুলো নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বিষয়। এ ধরনের বইয়ের এক তরুণ পাঠককে আমার এ মন্তব্য জানানো হলে সে বলে ওঠে—

'এর পেছনে কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'মৃত্যু ও পরকাল-বিষয়ক ভাবনা মানুষকে সভ্যতার বিনির্মাণ এবং উন্নয়ন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কাজেই আমাদের উচিত হবে মৃত্যু ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর সেই বিশ্বাস দূরে সরিয়ে রেখে জাতিগঠন ও উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করা। অন্যথায় আমরা যদি সারাক্ষণ মৃত্যু ও পরকাল নিয়ে ভাবতে থাকি তাহলে একসময় তা আমাদের জন্য মানসিক চাপে পরিণত হবে এবং আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে।'

নিঃসন্দেহে তার এই যুক্তি অবান্তর। যে-ব্যক্তি কুরআন পড়তে জানে এবং কুরআনের বাণী ও বিধান বিশ্বাস করে, তার পক্ষে এমন যুক্তি প্রদর্শন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা, মৃত্যুচিন্তা ও আখিরাতের ভয় মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো ও কল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বিষয়টি বোঝার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি একবার তিলাওয়াত করুন। এরপর লক্ষ করুন, এই আয়াতে মহান আল্লাহ সালাতের আদেশ দেওয়ার পর সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে, বিনয় অবলম্বন করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে—কেবল তার পক্ষেই সালাত আদায় করা সহজ ও আনন্দদায়ক। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয় তা বিনয়ীরা ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রবের সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।[১]

এভাবেই মৃত্যুর ভয় এবং মহান আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের জন্য ইবাদত-বন্দেগী সহজ ও আনন্দদায়ক করে দেয়।

এবার তাহলে আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখুন। তালূতের বাহিনীর সৈন্যদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, যে-সকল সৈনিক সর্বান্তকরণে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করত, কেবল তারাই জিহাদের ময়দানে টিকে থাকতে পেরেছিল। কুরআনের ভাষায়—

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, 'জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই; কিন্তু আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন'।[২]

দেখুন, জিহাদের ময়দানে কেবল তারাই ধৈর্য ধরতে পারে, যাদের হৃদয়ে সর্বদা মৃত্যুর ভয় ও পরকালের স্মরণ জাগরূক থাকে।

এই শাশ্বত সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও পশ্চিমা চিন্তাবিদ এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত একদল মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে আপনি দেখতে পাবেন, তারা খুব সচেতনভাবে মৃত্যু ও পরকালের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়; যারা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে, তাদের এই বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে যে, তারা 'মৃত্যুর অপেক্ষায় বিশ্বাসী'। অথচ মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মৃত্যুর অপেক্ষা ঈমানের অংশ বিশেষ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৫-৪৬।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করেনি।[১]

অধিকন্তু আসন্ন মৃত্যু ও হিসেব-নিকেশের কথা স্মরণ রাখার এবং এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ... ﴿١٨٥﴾

তারা কি চিন্তা করে না, আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে? আর এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গেছে।[২]

একই অর্থে অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—...

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।[৩]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যত বুজুর্গ ও মহামনীষীর আগমন ঘটেছে, তাদের সকলেই মৃত্যু-চিন্তায় অধীর থাকতেন। হৃদয়ে সর্বদা আখিরাতের স্মরণ জাগরূক রাখতেন। উম্মাহর সবচেয়ে বড় বুজুর্গ, শ্রেষ্ঠ মনীষী ও প্রথম খলীফা আবু বকর

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২৩।

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৫।

[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। *সহীহ বুখারী*-তে মৃত্যু-চিন্তা সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে মর্মস্পর্শী একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আসেন। তখন আবু বকর ও বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমা অসুস্থ ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর জ্বর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে তিনি বারবার বলছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষ সকাল যাপন করে এমন অবস্থায় যে, মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে থাকে।'[১]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মন-মস্তিষ্কে মৃত্যু ও পরকালের চিন্তা ঠাঁই দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এটা কুরআন থেকে উৎসারিত ঈমানের একটি শাখা। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি মৃত্যু-চিন্তার দোহাই দিয়ে নৈমিত্তিক কাজকর্ম ছেড়ে দেয় এবং দাওয়াত ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড থেকে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই সমস্যার সৃষ্টি হবে।

অধিকন্তু কুরআন প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ভয় ও বিশ্বাস মানুষকে আরও কর্মঠ ও উদ্যমী করে তোলে। তার মাঝে শক্তি ও ধৈর্যের সঞ্চার করে। কিছুতেই স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতা সৃষ্টি করে না—যেমনটা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও তাদের অনুচরেরা মনে করে থাকে।

মোটকথা, মৃত্যুর ভয় ও আল্লাহর স্মরণ উদাসীনতার পর্দাটা ছিন্নভিন্ন করার ফলে বান্দার চিন্তা, কর্ম, শিক্ষা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। জীবনের অনেক বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়। তখন প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে সে নিজেকে প্রশ্ন করে—'এ কাজটা কি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হবে? এটা কি আখিরাত-দিবসে আমার কাজে আসবে?'

এই ইতিবাচক ও ভীতিপ্রদ প্রশ্ন যখন ব্যক্তির চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলে কেবল তখনই তার মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি সকল কিছুর বাহ্যিকতা ছাড়িয়ে গভীরে প্রবেশ করে। মৃত্যু অবধি এই জিজ্ঞাসা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। মৃত্যুর পরে সে সুমহান পুরস্কারে ভূষিত হয়। কুরআনের ভাষায়—

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৯২৬।

তারা বলবে, নিশ্চয় আগে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।[১]

এ ধরনের ইতিবাচক প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া বা না-হওয়ার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে অবসর যাপনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, যে-মানুষটা মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন থাকে তার সময় অবহেলায় কিংবা অপ্রয়োজনীয় কাজে কেটে যায়। এজন্য সে-সময়কে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে না।

অপরদিকে যে-মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ ও মৃত্যুর ভয় জাগরূক থাকে, সে অবসর সময়ে মানুষের সাক্ষাৎ ও অনর্থক সামাজিকতা পালন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কেননা, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সময় নষ্ট হয়ে যায়। অহেতুক হাসি-ঠাট্টা ও পরনিন্দার কারণে গুনাহ হয়। এভাবে আল্লাহর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

কাজেই যে-মুমিন বিশ্বাস করে, যে-কোনো সময় মৃত্যুর দূত তার সামনে উপস্থিত হতে পারে এবং তার জীবনাবসান ঘটাতে পারে, সে কখনও উপন্যাস পড়ে, হিট সিনেমা দেখে, ফেসবুক-টুইটারে বা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে পোস্ট-কমেন্ট করে সময় নষ্ট করতে পারে না।

দৃঢ় প্রত্যয়ী তালিবে ইলম যখন মৃত্যুর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে তখন বিভিন্ন বই ও লেখকদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তার মধ্যে বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। সে তখন সঠিক পথ খুঁজে পাবার অভিপ্রায়ে বই পড়ে। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা বা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি এড়িয়ে চলে। এগুলোকে অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত মনে করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী ও বিধান তার সার্বক্ষণিক ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনায় পরিণত হয়। তখন সে এগুলোর প্রচার-প্রসারকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে।

অনুরূপ যে মহান সাধক বিদআত, ভ্রান্ত মতবাদ এবং চিন্তানৈতিক বিচ্যুতির অপনোদনে সবসময় সরব থাকেন, মৃত্যু-ভয় জাগ্রত হলে তিনিও নীরব হয়ে যান। পরিমিতিবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। সত্য প্রকাশের খাতিরে যতটুকু বলতে হয়,

[১] সূরা তূর, আয়াত : ২৬-২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

কেবল ততটুকুই বলেন। এ ব্যাপারে শু'বা ও ইবনুল মুবারকের শিক্ষক হাফিয আব্দুল্লাহ ইবনু আউনের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মানুষের স্মরণ একটি রোগ। আর আল্লাহর স্মরণ একটি প্রতিষেধক।'[১]

যে-ব্যক্তির হৃদয়-জুড়ে মৃত্যুর ভয় এবং আল্লাহর সাক্ষাতের আশা বিরাজ করে, সে আল্লাহর যিকির ও সময়কে এতটাই গুরুত্ব দেয় যে, হাঁটা-চলা ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় আল্লাহর যিকির করতে না-পারায় সীমাহীন আফসোস করে। তার দৃষ্টিপথে তখন ওই সকল মহামানবদের মুখশ্রী ভেসে ওঠে, যারা সবসময় আল্লাহর যিকিরে রসনা সিক্ত রাখতেন। যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ...﴿١٩١﴾

যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং পাশ ফিরে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।[২]

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ আমাদের জন্য সালাতের বিধান দিয়েছেন। এই সালাত যিকির-সর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি সালাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার যিকিরে নিমগ্ন হওয়ার আদেশ করেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

তোমরা সালাত শেষ করলে দাঁড়িয়ে, বসে ও পাশ ফিরে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে।[৩]

আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, কথাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। একটু খেয়াল করে দেখুন, আজ সকালে, দুপুরে কিংবা বিকেলে যে-সময়টা অসতর্কতায় নষ্ট হয়েছে কিংবা আপনি ইচ্ছে করেই নষ্ট করেছেন, সে-সময়টা আর কখনও ফিরে আসবে না। এভাবে একটু একটু করেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। সময় আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

---

[১] *সিয়ারু আ-লামিন নুবালা* : ১১/৪৪৮।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯১।

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ১০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

পক্ষান্তরে আমরা যদি এ সময়ে 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলতাম! কিংবা সালাত আদায়, ইলম অর্জন ও মানবসেবায় নিয়োজিত থাকতাম, তাহলে কিয়ামতের দিন এই সময়টাই আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিত। সেই ভয়াবহ দিনে আমাদের চেহারায় শুভ্রতা এনে দিত। চিত্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন করত।

আর যদি দিন-রাতের এই সময়গুলো অযথা ও অনর্থক কাজে ব্যয় করি, তাহলে কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে আমাদের অনুতাপ ও অনুশোচনার অন্ত থাকবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের যাপিত সময় একান্তই আমাদের। এগুলো একবার অতীত হয়ে গেলে আর কখনও ফিরে আসে না। সুযোগ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার পাওয়া যাবে না।

সময়ের ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবি, ততই বিস্মিত হই! ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে ঘুরে চলেছে। প্রতিটি ঘূর্ণনে আমাদের জীবনকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। অথচ আমরা সীমাহীন উদাসীনতায় ডুবে আছি! মহান আল্লাহর এই বাণীটি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি—

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

আর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উত্তম যা-কিছু নাজিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো—তোমাদের ওপর অতর্কিতে, এমন অবস্থায় শাস্তি এসে পড়ার আগে যে, তোমরা তা উপলব্ধিও করতে পারবে না। যাতে কাউকেই বলতে না হয়, 'আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি, তার জন্য! আর আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'[১]

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৫-৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মুক্তিপণ

বেশকিছুদিন আগের কথা। নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে সূরা মাআরিজের ১১ নম্বর আয়াতে পৌঁছি। অমনি চোখের সামনে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক একটি দৃশ্যকল্প ভেসে ওঠে। দৃশ্যকল্পটি ভেসে উঠতেই আমি চমকে উঠি। থমকে দাঁড়াই। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। দুনিয়ার মায়া-মহব্বত তুচ্ছ মনে হয়। আশা-ভরসার মানুষগুলোকেও স্বার্থপর মনে হয়।

সেই নিদারুণ দৃশ্যকল্পের বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে মায়ার বাঁধনে জড়ানো কয়েকটি চিত্র তুলে ধরছি। এতে দুই দৃশ্যের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করা সহজ হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্র, পরিধি ও তাৎপর্য সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি ধারণা তৈরি হবে এবং বাস্তব জীবনে সেটার প্রতিফলন ঘটাতে পারলে সেই নিদারুণ দৃশ্যের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ইন শা আল্লাহ।

আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগের ঘটনা। আমার অত্যন্ত কাছের এক বন্ধু তার সঙ্গো ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলে—

একবার আমি আমার দুই বছরের একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম। এমন সময় হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যাই এবং গভীর বিস্ময়ের সঙ্গো আবিষ্কার করি যে, মেয়েকে বাঁচানোর জন্য আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার আগে ফ্লোরে পড়ে গেছি। হাত দুটি দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করার পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি। মেয়েটি আমার হাত ধরে দিব্যি খেলা করে চলেছে। সে হয়তো টেরই পায়নি, তার এবং আমার ওপর দিয়ে কী ঘটে গেছে। এদিকে আমি ফ্লোরে পড়ে গিয়ে মারাত্মক রকম আঘাতপ্রাপ্ত হই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

একেই বলে পিতৃত্ব। একেই বলে পিতৃত্বের অনুভূতি। কোনো পিতার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত হলে তিনি অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন। সন্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন। এ জন্য তাকে ভাবতে হয় না; বরং সম্পূর্ণ অবচেতনে ও স্বপ্রণোদিত হয়েই তিনি এমন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে নেন—ঠিক আমার বন্ধুর মতো।

আরেক দিনের ঘটনা। আমার এক বন্ধু তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন—

ছেলেবেলায় আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে অসুস্থতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। একরাতে আমি অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকি। নিরুপায় মা আমার পাশেই শুয়ে ছিলেন। আমার প্রতিটি চিৎকার যেন তার জীর্ণ বুকের ভেতরটা ছেদ করে যাচ্ছিল। তার হৃদয় বিদীর্ণ করে ফেলছিল। তিনি ছলছল চোখে, অসহায়ভাবে এই বলে দুআ করছিলেন, 'হায়! এই রোগটা তোমার না হয়ে আমার হলে ভালো হতো। কারণ, আমি তোমার মা।'

একেই বলে মাতৃত্ব। মাতৃত্বের প্রবল অনুভূতি। এই অনুভূতি কোনো নারীর মধ্যে জাগ্রত হলে তিনি সন্তানের রোগ-শোকও একান্ত আপনার করে চাইতে পারেন।

একই রকম আরেকটি ঘটনা—

আমার কাছের এক বন্ধু সেদিন মাত্রই অফিস থেকে ফিরেছে। সঙ্গত কারণেই সে তখন ভীষণ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। বাসায় এসে দেখে, স্ত্রী তার জন্য সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার প্রস্তুত করছে। বন্ধু খাবারের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। খাবার প্রস্তুত হলে প্লেটে সাজিয়ে তার সামনে পরিবেশন করা হয়। এমন সময় ছোট্ট ছেলেটা এসে প্লেটের দিকে ইশারা করে। বাচ্চাটি যে খুব ক্ষুধার্ত ছিল, তা কিন্তু নয়। এটা শৈশবের স্বাভাবিকতার কারণেই হয়েছে। বন্ধু এটা বুঝতেও পেরেছে; কিন্তু এরপরও ছেলের আকুতিভরা দৃষ্টি মুহূর্তেই বাবার সমস্ত ক্লান্তি ও ক্ষুধা ভুলিয়ে দেয়। সে নিজে না খেয়ে ছেলের মুখে লোকমা তুলে দেয়।

কী অদ্ভুত! কীভাবে একজন মানুষ ছোট্ট একটি শিশুর আকুতির সামনে নিজেকে এভাবে ভুলে যেতে পারে? এটাই কি তবে পিতৃত্বের অনুভূতি!

এবার অনেকদিন আগের একটি ঘটনা শুনুন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

অষ্টম হিজরী সন। কোনো এক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে সমবেত হন। হাওয়াযীন গোত্রের বন্দিদেরকে তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। এমন সময় এক নারী দৌঁড়ে আসেন। বন্দিদের মাঝে তার হারিয়ে যাওয়া শিশু-সন্তানকে খুঁজতে থাকেন। জনৈক বন্দির কোলে দুধের শিশু দেখামাত্রই তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমাদের কি মনে হয়, এই নারী তার সন্তানকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারবে?' সাহাবীরা বলেন, 'না, আল্লাহর কসম! সে কিছুতেই তার সন্তানকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারবে না।' তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এই নারী তার সন্তানের প্রতি যতটা অনুগ্রহশীল, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশি অনুগ্রহশীল।'[১]

সুবহানাল্লাহ! সন্তানদের প্রতি মা-বাবার মমত্ব ও ভালোবাসা কতটা প্রগাঢ়! এই মমত্ব ও ভালোবাসা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাক জীবজন্তুও তাদের সন্তানের প্রতি একই রকম মাতৃত্বের টান অনুভব করে! এবার তাহলে এরকমই একটি ঘটনা শুনুন!

সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত আছে, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু আড়ালে যান। এমন সময় আমরা একটি মা-পাখি দেখতে পাই। পাখিটির সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা বাচ্চা দুটি নিয়ে আসি। মা পাখিটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে এবং ছটফট করতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন সেরে এসে পাখিটির এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন—

“

مَنْ فَجَعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا

কে এই পাখিকে তার বাচ্চার ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে? দাও! তার বাচ্চাগুলো ফিরিয়ে দাও।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৯৯৯; *সহীহ মুসলিম* : ৭১৫৪।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নির্বাক পাখিই যেখানে বাচ্চা হারিয়ে এভাবে ডানা ঝাপটায় এবং ছটফট করে সেখানে সন্তানের প্রতি মানুষের মমত্ব ও অনুভূতি কেমন হতে পারে!

সহীহ বুখারী-তে বর্ণিত একটি হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য বিশেষ একটি রহমত অবতীর্ণ করেন। এই রহমতের কল্যাণেই এক সৃষ্টি অপর সৃষ্টির প্রতি সদয় হয়। এই হাদীসেরই শেষাংশে প্রাণী সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন—

“

حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ

এমনকি ঘোড়াও তার পায়ের খুর বাচ্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে—এ ভয়ে যে, তার বাচ্চাটি ব্যথা পেতে পারে।[১]

প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, উপর্যুক্ত বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে সন্তানের প্রতি মা-বাবার সীমাহীন ভালোবাসা ও অসীম মমত্ববোধ। এটাই চিরাচরিত নিয়ম এবং সুপরিচিত দৃশ্য।

এবার তাহলে কুরআনে বর্ণিত ব্যতিক্রমধর্মী সেই দৃশ্যকল্পটি চিন্তা করুন—যে-দৃশ্যকল্প চিন্তা করে আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম এবং শিউরে উঠেছিলাম। কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। পাপ-পুণ্যের হিসেবও চূড়ান্ত হয়ে গেছে। স্নেহ ও মায়া-মমতার মূর্তপ্রতীক মা-বাবা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে চাচ্ছে। আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলছে, প্রয়োজনে আমাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করুন। তবুও আমাদের মুক্তি দিন। কী ভয়াবহ সেই দৃশ্য। কী মর্মান্তিক সেই ঘটনা—

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾

অপরাধী (মা-বাবা) সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে।[২]

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০০০।

[২] সূরা মাআরিজ, আয়াত : ১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

হে আল্লাহ, যখন আশার সমস্ত আলো নিভে যায়, সম্ভাবনার সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন আপনিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা। সুতরাং, আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে নিরাপদ রাখুন—যার লেলিহান শিখা মা-বাবার প্রাকৃতিক অনুভূতিকেও গ্রাস করে ফেলবে, সবচেয়ে কাছের মানুষটির পরিচয়ও ভুলিয়ে দেবে; এমনকি আত্মরক্ষার জন্য নাড়িছেঁড়া সন্তান-সন্ততিকেও মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিতে প্ররোচিত করবে। অথচ দুনিয়ায় এই সন্তান-সন্ততিকে তারা জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। তাদের নিরাপত্তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকত।

কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা যখন জাহান্নামের গর্জন শুনতে পাবে, আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাবে এবং সেখানে মানুষ ও পাথরকে ইন্ধন হয়ে জ্বলতে দেখবে তখন তারা ভয়ের চোটে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং এই শাস্তির ভয়াবহতা থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের সন্তানদের বিসর্জন দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করবে।

ইয়া আল্লাহ, সেদিন এতটাই ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে! এতটাই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হবে! অপরাধী ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে হলেও সেই ভয়াবহতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে!

ইয়া আল্লাহ, কতটা ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মানুষের সহজাত অনুভূতি লোপ পেতে পারে! কতটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির শিকার হলে মা-বাবা তাদের আবেগ-অনুভূতি এবং ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারে! কতটা ভীতিপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হলে মা-বাবা তাদের কলিজার টুকরাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে!

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾

অপরাধী (মা-বাবা) সে-দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে।[১]

হে আমাদের রব, আমরা আপনার কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা চাই!

[১] সূরা মাআরিজ, আয়াত : ১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নত শির

বর্তমান কালের মানুষ আধুনিক নগর-সভ্যতা, প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং বহুমুখী যোগাযোগ মাধ্যমে আকণ্ঠ ডুবে আছে। তারপরও সে মুমিন—স্রষ্টায় বিশ্বাসী তাই ক্ষণে ক্ষণে ঘটে যাওয়া নিত্য-নতুন ঘটনা তার একটানা জীবন চলার পথে ছেদ আনে। তাকে জীবনের ছোট ছোট হিসেবগুলোর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং রূঢ় বাস্তবতার ব্যাপারে সচেতন করে তোলে।

বস্তুত মানুষ মৃত্যু ও আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারটা স্মরণ হতেই চমকে ওঠে। নাকের ডগায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মৃত্যুর অনবরত নৃত্যের কথা ভাবতেই ভয়ে আঁতকে ওঠে; কিন্তু এরপরও অজ্ঞাত কোনো কারণে এই রূঢ় বাস্তবতা ও ধ্রুব সত্যের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। খুব শিগ্‌গিরই আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে জেনেও গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই কবেই বলে রেখেছেন—

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।[১]

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

পবিত্র কুরআনে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের বিষয়টি নানা আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। আমার মনে হয় না, কোনো গবেষক কুরআনে বর্ণিত কিয়ামতের তাবৎ দৃশ্য সংকলন করতে পারবে। কেননা, কুরআনে কিয়ামতের বর্ণনা সংবলিত অসংখ্য আয়াত স্থান পেয়েছে। এতে মুমিনের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, পরকাল ও পুনরুত্থান অবান্তর কিংবা অযথা নয়। কিয়ামত দিবসের এই বর্ণনা কাকতালীয় কিংবা অনর্থক নয়; বরং এর পেছনে সুমহান কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে।

তবে এই উদ্দেশ্য কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারে—যারা কুরআনের গঠনশৈলী ও অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে; গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং গবেষণালব্ধ ফল ও শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

উল্লেখ্য যে, পরকালের বর্ণনা সংক্রান্ত আয়াতগুলো সাধারণ মানুষ ও অপরাধীদের পুনরুত্থিত হওয়ার বেশ কয়েকটি চিত্র তুলে ধরেছে—

এক. সেদিন তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হবে। দৃষ্টি বিস্ফোরিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

আর আপনি কখনও মনে করবেন না যে, জালিমরা যা করে, সে-বিষয়ে আল্লাহ গাফিল। তিনি তো তাদের সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ভীত-বিহ্বল চিত্তে ওপরের দিকে তাকিয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস।[১]

প্রিয় পাঠক, পুনরুত্থান দিবসের ভয়াল চিত্রটি একটু কল্পনা করুন। আমাদের দৃষ্টি বিস্ফোরিত হবে। আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকব। ঘাড় শক্ত হয়ে যাবে। মাথাগুলো ঊর্ধ্বমুখি হয়ে থাকবে। চোখ দুটো একদম স্থির হয়ে যাবে। একটি পলকও পড়বে না। চোখের এই ভয়ানক বিকারগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআন বলেছে, 'নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না।' একইভাবে হৃদয়ও বোধ ও অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়বে। ভয়, হতাশা ও নৈরাশ্যে ছেয়ে যাবে। হৃদয়ের এই ভয়-বিহ্বল

[১] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪২-৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'এবং তাদের অন্তর হবে উদাস।'

দুই. সেদিন তাদের মস্তক অবনত হবে। তারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

আর আপনি যদি দেখতেন! যখন অপরাধীরা তাদের রবের নিকট অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা দেখলাম ও শুনলাম, সুতরাং, আপনি আমাদের ফেরত পাঠান, আমরা সৎকাজ করব, নিশ্চয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।'[১]

প্রিয় পাঠক, আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি, অন্তত একবার কল্পনা করে দেখুন, পুনরুত্থান দিবসের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে আপনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। অপমান ও লাঞ্ছনা আপনাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। আপনি পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়ায় ফিরে আসার আবেদন করছেন এবং বারবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন। আপনি কি এভাবে ভাবতে পারছেন? এটা ভাবতে গিয়ে আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তবে আসুন, এখনই আমরা নিজেদের সংশোধন করে নিই।

তিন. সেদিন তারা চরম লাঞ্ছনার কারণে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন—

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ... ﴿٤٥﴾

আর আপনি তাদের দেখতে পাবেন যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় আড়চোখে তাকাচ্ছে।[২]

চার. সেদিন তাদের চেহারা রাতের অন্ধকারের ন্যায় কালো হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

[১] সূরা সাজদা, আয়াত : ১২।

[২] সূরা শূরা, আয়াত : ৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

তাদের মুখমণ্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত।[১]

আপনি কি কখনও এমন ভয়াবহ অপমান ও লাঞ্ছনার কথা শুনেছেন, যার শিকার হলে শোকে-দুঃখে মানুষের গাত্রবর্ণ নিকষ কালো রাতের মতো অন্ধকার হয়ে যায়?

পাঁচ. সেদিন তারা সকলেই নতজানু হয়ে বসে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

আর আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন, ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক জাতিকে তার কিতাবের প্রতি ডাকা হবে, (এবং বলা হবে) 'তোমাদের আজ তারই প্রতিফল দেওয়া হবে—যা তোমরা আমল করতে। এই তো আমার লিখিত প্রমাণপত্র। এটি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে—সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।[২]

ছয়. সেদিন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ

আর আপনি তাদের সতর্ক করুন আসন্ন দিন সম্পর্কে; যখন দুঃখ-কষ্ট সংবরণরত অবস্থায় তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।[৩]

এ ধরনের আরও বহু আয়াতে পরকাল ও পুনরুত্থান-দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেদিন মানুষ কতটা মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাবে, তারও

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৭।
[২] সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২৮-২৯।
[৩] সূরা গাফির, আয়াত : ১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সকরুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি এবং শিক্ষাগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।

তবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে আমাদের মানসিকতায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে এবং সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআনে বর্ণিত এ সকল মর্মন্তুদ ঘটনা আমাদের সঙ্গেই ঘটতে যাচ্ছে। শুধু মালাকুল মাউতের আগমন বাকি আছে। আজ হোক কিংবা কাল—মালাকুল মাউত আসবেই; কিন্তু আমরা কি মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারব? বিশ্বাস পাল্টাতে পারব? মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হতে পারব? উদাসীনতার মোহময় শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারব?

যে-কোনো মূল্যেই হোক, আমাদের উদাসীনতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেই হবে। কারণ, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অন্তত চার জায়গায় বলেছেন যে, কিয়ামত 'হঠাৎ' সংঘটিত হবে—

এক.

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

এমনকি হঠাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে।[১]

দুই.

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

হঠাৎ করেই তা তোমাদের ওপর আসবে।[২]

তিন.

أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৩১।

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

বা তাদের অজান্তে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি।[১]

চার.

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ

বরং তা তাদের ওপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে।[২]

হায়! যদি জানতে পারতাম, ঠিক কবে, কখন এবং কোনো অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হবে?!

আরেকটা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, স্রষ্টা নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা নিশ্চিত করেছেন যে, কুরআনে পরকালের প্রসঙ্গ যতটা বিশদ ও বিস্তৃত পরিসরে স্থান পেয়েছে, অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থে ততটা পায়নি। এ ব্যাপারে আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَفِيْ الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْمَعَادِ وَتَفْصِيْلِهِ، وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالنَّعِيْمِ وَالْعَذَابِ؛ مَا لاَ يُوْجَدُ مِثْلُهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ

কুরআনে পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম এবং শাস্তি ও পুরস্কারের যে-বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার নজির তাওরাত ও ইঞ্জিলে পাওয়া যায় না।[৩]

বস্তুত মহান আল্লাহ রাসূলদের নিকট ওহী প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করতে চান। পরকাল ও তাঁর সাক্ষাতের ভয় হৃদয়ে সঞ্চার করাকে ওহীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য করেন। সর্বোপরি এই প্রক্রিয়ায় সতর্ক করাকে তিনি প্রশংসার কারণ মনে করেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৭।

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪০।

[৩] *আল-জাওয়াবুস সহীহ* : ২/৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছে স্বীয় আদেশ হতে ওহী প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সতর্ক করেন সম্মিলন-দিবস সম্পর্কে।[১]

রাসূলদের তিরোধানের পরে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ওহীর এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। কাজেই মানুষকে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করা এবং তাদেরকে আল্লাহর সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এখন আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব; কিন্তু আমরা কুরআনের এই মহান শিক্ষা গ্রহণ ও তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমরা কি আদৌ ভাবি যে, কুরআনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মনের গভীরে আখিরাতের স্মরণ জাগিয়ে তোলা? যে-সকল আয়াতে পরকালের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া?

আমরা যখন দুনিয়ার মোহে পড়ে অনাগত দিনের কথা ভুলে যাই তখন কিন্তু আমরা সাধারণ কোনো দিনকে ভুলে যাই না; বরং এমন একটা দিনকে ভুলে যাই, যেদিনের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে।[২]

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো পুনরুত্থান-দিবসের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষের শির কেন আনত হবে? দৃষ্টি কেন বিস্ফোরিত হবে? প্রাণ কেন কণ্ঠাগত হবে? দেহ কেন অসার হবে? চোখ কেন স্থির হবে এবং কেনইবা তাদের হাঁটুগেড়ে বসতে হবে?

[১] সূরা গাফির, আয়াত : ১৫।

[২] সূরা দাহর, আয়াত : ২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এর প্রথম কারণ হলো, শাস্তির ভয়, আমলের স্বল্পতা এবং দোষ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার লজ্জা। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য। অর্থাৎ, সেদিন সবাই আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করে থাকবে এবং হাঁটুগেড়ে বসবে। কেননা, সেদিন তিনি আপন বড়ত্ব ও মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। তার আত্মপ্রকাশের সঙ্গো সঙ্গো মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক-ওদিক করতে পারবে না। আর দয়াময়ের সামনে সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; কাজেই মৃদু ধ্বনি ছাড়া আপনি কিছুই শুনবেন না।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

(সেদিন) চিরঞ্জীব ও চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার নিকট সকলেই অবনত হবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে জুলুমের ভার বহন করবে।[২]

তাফসীরকারদের মতে, নিম্নমুখিতার অর্থ অবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা এবং নিজের নীচতা স্বীকার করে নেওয়া।

একজন মুসলিম যদি জাগতিক ব্যস্ততার আবরণ ভেদ করে নিজের জন্য নিরিবিলি একটি সময় বের করতে পারে এবং ওই সময়টুকু মৃত্যু ও মহান আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারে তাহলে সহসাই তার মধ্যে নব উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। সে তখন অনুভব করতে পারবে যে, তার হৃদয় ঈমানের নির্ঝরিণীতে অবগাহন করছে। যাবতীয় অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হচ্ছে এবং সেই সঙ্গো তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

[১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১০৮

[২] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অধিকন্তু আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারটি হৃদয়ে জাগরূক থাকলে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কাজে অনাগ্রহ ও অনীহা সৃষ্টি হয়। ফলে অনৈতিক কিছু দেখা, শোনা বা বলার ব্যাপারে বিতৃষ্ণা জাগে। অবৈধ মেলামেশায় জড়াতে ভয় করে। ঘুম ও ইন্টারনেট ব্যবহারেও সংযম চলে আসে। একজন মুমিন তখন বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হয়। সময়ের ব্যাপারে কৃপণ ও সচেতন হয়।

এছাড়াও আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটা বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত করতে পারলে কুরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ জন্মায়। কুরআনের আলোকে জীবন পরিচালনা করার চেতনা জাগ্রত হয়। একজন মুমিন তখন নিজেকে কুরআনের আলোয় সাজানোর সুযোগ পায়। কেননা, আসন্ন সাক্ষাতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং সন্তোষজনক উত্তর না-পেলে ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

আর আমি আমার নিকট হতে আপনাকে দান করেছি যিকির। এটা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে।[১]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

আর সেদিন আল্লাহ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?' অতঃপর সেদিন সকল তথ্য তাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হবে। তখন এরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।[২]

ভ্রান্ত চিন্তা ও মতাদর্শের প্রবক্তাদের বইপত্র থেকে যদি কোনো শিক্ষিত মুসলিম নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করে, তবে এর চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে? কানায় কানায় পূর্ণ স্বচ্ছ জলাশয় ছেড়ে কেউ যদি কর্দমাক্ত ড্রেন থেকে পানি পান

[১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ৯৯-১০০।

[২] সূরা কাসাস, আয়াত : ৬৫-৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

করে, তবে তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কে হতে পারে?

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় মানসপটে ধারণ করতে পারলে ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত হয়। দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়ে একে অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। দ্বীনী বিষয়ে সাহায্য করার অর্থ হলো, মানুষকে কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া। দুনিয়াবী বিষয়ে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রাজনীতি, অর্থনীতি ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে তাদের সাহায্য করা।

মানুষকে সাহায্য করার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

যে-ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব বিপদ দূর করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে-ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সদয় আচরণ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি সদয় আচরণ করবেন। সর্বোপরি বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সহায়তা করবে, আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সাহায্য করবেন।[১]

অর্থাৎ, আপনি যতক্ষণ আপনার দ্বীনী ভাইকে সহায়তা করবেন, আল্লাহও ঠিক ততটা সময় আপনাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহর সাহায্য লাভ করার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর কী হতে পারে?

যে-ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, সে কি বিভিন্ন দেশে সংঘটিত মুসলিম ভাইদের রক্তপাতের ঘটনাগুলো এড়িয়ে যেতে পারে? আক্রান্ত মুসলিম দেশগুলোতে অসহায় শিশুদের চিৎকার, সন্তান-হারা মা-বাবার আর্তনাদ এবং ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহ ও তার অংশবিশেষ দেখার পরও কি সে নির্বিকার থাকতে পারে? নিজের দায় এড়াতে পারে? কিয়ামতের দিন আপনি যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন কি এই দায় এড়াতে পারবেন?

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৭০২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আল্লাহর সাক্ষাতের বিষয়টা বেশি বেশি স্মরণ করতে পারলে, মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর মন্দ প্রবণতা হ্রাস পায়। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভের সদিচ্ছা জাগ্রত হয়। তাছাড়া আপনি যদি নিজের দৃষ্টিতেই অযোগ্য ও গুনাহগার হন, তাহলে মানুষ সকাল-সন্ধ্যা ও অষ্টপ্রহর আপনার প্রশংসায় রসনা সিক্ত রাখলেই বা কী আসে যায়? কারণ, তারা যেদিন আপনার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে, সেদিন আপনার সঙ্গে মুসাফাহা করা তো দূরের কথা; সালাম বিনিময়ও করবে না।

সর্বোপরি, যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং পরকালে তার অবস্থান সংক্রান্ত চিন্তাকে সার্বক্ষণিক ধ্যান-জ্ঞান বানাতে পারে, সে দুনিয়ার খ্যাতি, নেতৃত্ব ও আমিত্বের তুচ্ছতা উপলব্ধি করতে পারে। তার কাছে দুনিয়ার বাজার ও তার সওদার গুরুত্ব কমে আসে। সে তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ ধরনের অর্জন নিতান্তই তুচ্ছ। এগুলোর পেছনে এক মিনিট সময় ব্যয় করাও বিজ্ঞোচিত নয়। কাজেই নিছক মানুষের প্রশংসা লাভ করার জন্য কিংবা নিছক জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বছরের পর বছর সাধনা করার, বই সংগ্রহ করার এবং দিনরাত একাকার করে শ্রম দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ইয়া আল্লাহ, কীভাবে একজন মানুষ আসমান-জমিনের প্রতাপশালী স্রষ্টাকে ছেড়ে তারই মতো এক দুর্বল সৃষ্টির কাছে প্রশংসা চাইতে পারে? কীভাবে তার প্রশংসা লাভের জন্য নিজেকে তার পছন্দমতো সাজাতে পারে?

কোথায় মানুষ আর কোথায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা?

তাই পাঠকের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

যখনই মনে হবে, আপনি স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন, তখনই স্রষ্টার এই বাণীটি স্মরণ করবেন—

آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, না তারা— যাদেরকে তারা শরীক করে?[১]

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

পাথর ও পাথুরে হৃদয়

দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের ঈমান প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে। অনুক্ষণ তার গুণগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ কারণেই কখনও আমরা হৃদয়ের গভীরে ঈমানের উন্নতা অনুভব করি। তখন আমাদের হৃদয় কোমল হয়। বিগলিত হয়। প্রজাপতির ন্যায় মুক্ত আকাশে উড়তে চায়। সর্বসত্তায় সেই কোমলতার শিহরন ও কোমল পরশ অনুভূত হয়। প্রবৃত্তিও তখন সুকুমারবৃত্তির বশ্যতা স্বীকার করে। সর্বক্ষেত্রে তার অনুগমন করে। সৎকাজের প্রতি অনিঃশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অসৎকাজ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা দৃঢ় হয়।

আবার কখনও প্রবৃত্তির উপর্যুপরি চাপের কারণে ঈমানকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে দেখি। তখন আমাদের হৃদয়টা শক্ত ও কঠিন হয়ে যায়। সাধারণ কাজগুলোও ভারী মনে হয়। সহজ ইবাদতগুলোও কঠিন মনে হয়। অলসতা আমাদের হৃদয় ও অনুভূতিকে শৃঙ্খলিত করে ফেলে। সেই শৃঙ্খল নিয়ে আমরা কোনো মতে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি; কিন্তু কিছুতেই সাফল্য অর্জন করতে পারি না।

জীবনের কোনো একপর্যায়ে এসে আমাদের সবার মধ্যেই এ ধরনের অনুভূতি জাগ্রত হয়—কম কিংবা বেশি; কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, হৃদয়ের এই নিষ্ক্রিয়তা ও কঠিনতা সর্বোচ্চ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে? ঈমান কী পরিমাণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে পারে? হৃদয়ের আর্দ্রতা শুকিয়ে শূন্যতার কোন স্তরে গিয়ে নামতে পারে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আপনি প্রথমে নিজের মতো করে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। ঈমানের ভাটার কারণে হৃদয়ের কঠিনতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে পারে—সেটা পরিমাপ করুন। এরপর কুরআনে বর্ণিত এই ভয়াবহ চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। মহান আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...﴿٧٤﴾

এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন।[১]

অর্থাৎ, কুরআনের ভাষায় হৃদয় শুধু পাথরের মতোই কঠিন হয় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন হয়।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি পাথরের মতো কঠিন হৃদয় কল্পনা করতে পারেন? আপনার উত্তর যাই হোক না কেন, আল্লাহ কিন্তু কিছু পাথরকে মানব-হৃদয়ের চেয়েও উত্তম বলেছেন এবং সেটা এমন শৈলীতে বলেছেন যে, প্রকৃত মুমিন তার এই বক্তব্য পাঠ করা মাত্রই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়ে। এবার তাহলে আপনিও পড়ুন—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর। কিংবা তার চেয়েও কঠিন। অথচ কোনো কোনো পাথর তো এমন—যা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, আর কিছু এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কিছু এমন—যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে, আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে-সম্পর্কে গাফিল নন।[২]

মানব-সম্প্রদায়ের জন্য কী মর্মান্তিক একটি তুলনা! আল্লাহ তাআলা একশ্রেণির মানুষ ও তাদের রুক্ষ হৃদয়ের ওপর নির্বাক পাথরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পাথর

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এতটা নরম হতে পারে যে, তা বিদীর্ণ হয়ে প্রবল বেগে ঝরনা ছোটে। কখনও আবার ধ্বসে পড়ে। বিনীত হয়; কিন্তু কিছু কিছু মানুষ কোনো অবস্থায়ই বিনীত হয় না। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না।

বিশিষ্ট তাফসীর বিশারদ কাতাদা ইবনু দিআমা আস-সাদূসী[১] উপর্যুক্ত আয়াতের পাথর ও মানব-হৃদয়ের মধ্যকার তুলনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ পাথরের কৈফিয়ত গ্রহণ করেছেন; কিন্তু হতভাগা আদম-সন্তানকে কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগই দেননি।[২]

এখন প্রশ্ন হলো, হৃদয় কঠিন হয়ে গেলে কী ক্ষতি হয়? কিংবা হৃদয়ের কাঠিন্যের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল কী?

বস্তুত হৃদয় যত কঠিন হয়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা তত হ্রাস পায়। তখন বান্দা চাইলেও আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপনে মিলিত হতে পারে না। রবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার অপার্থিব সম্মান অর্জন করতে পারে না।

অপরদিকে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন হৃদয় বিগলিত হয় এবং বিনীত হয়ে তার সমীপে লুটিয়ে পড়ে তখনই মূলত মানব-জন্ম স্বার্থক হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর, নয়নাভিরাম ও উপভোগ্য দৃশ্যের অবতারণা হয়। অধিকন্তু মহান আল্লাহ মানুষকে এ উদ্দেশ্যেই দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, বিপদে পড়লে সে বিনীত হবে। তার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে উদ্যোগী হবে। একান্ত আলাপনে মিলিত হবে। বিনয়াবনত হয়ে বারবার প্রার্থনা করবে।

কিন্তু হৃদয় কঠিন হয়ে গেলে মানুষ এই অপার্থিব দান থেকে বঞ্চিত হয়। দুনিয়ায় থেকে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। কুরআনের ভাষায়—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

[১] মৃত্যু : ১১৮ হিজরী।

[২] *তাফসীরুত তাবারী*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর অবশ্যই আপনার আগে আমি বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি—যাতে তারা অনুনয়-বিনয় করে। সুতরাং, যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হলো, তখন তারা কেন বিনীত হলো না? কারণ, তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল।[১]

হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার কী ভয়াবহ অভিশাপ! এ কাঠিন্যের কারণে বান্দা আল্লাহর আদেশও অমান্য করে।

বস্তুত, মহান আল্লাহ রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের সৃষ্টির বহু পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি চান—বান্দা তাঁর কাছে আশ্রয় নিক। তাঁর সামনে অবনত হোক। দাসত্বের ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে তারই দরবারে ধরনা দিক। চেহারাটা ধূলোমলিন করে তাঁর কাছে সম্মানিত হয়ে উঠুক।

কিন্তু হৃদয়ের কাঠিন্য আল্লাহর এই ইচ্ছা ও বান্দার সৌভাগ্যের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে। উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করতে বাঁধ সাধে। ফলে সে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত সুখ আস্বাদনের পূর্বেই সুখের মরীচিকায় দিক হারায় এবং ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যায়।

নিচের আয়াতাংশ নিয়ে আরেকবার ভাবুন তো—

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ...﴿٤٣﴾

সুতরাং, যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হলো, তখন তারা কেন বিনীত হলো না? কারণ, তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল।[২]

এখন প্রশ্ন হলো, হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ার ক্ষতি কি শুধু ঈমানের সমুচ্চ স্তরে পৌঁছানো কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৪২-৪৩।

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

না, বরং এর ক্ষতি বহুদূর বিস্তৃত। কেননা, মানুষের হৃদয় যখন কঠিন হয়ে যায় তখন সে আল্লাহর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। প্রবৃত্তির উপযোগী করে ইসলামের বিধানগুলো ব্যাখ্যা করে। একটি বিষয়ে একাধিক মত বা ব্যাখ্যা থাকলে সাধারণত অপেক্ষাকৃত সহজ মতটিই গ্রহণ করে। অন্যান্য মতের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণপঞ্জি থাকলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং এসব ক্ষেত্রে সবসময় গা বাঁচিয়ে চলে।

প্রবৃত্তি অনুসারে তার এই অপব্যাখ্যাও যে তার হৃদয়ে কাঠিন্য সৃষ্টির কারণ হতে পারে, সেদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন—

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

তাদের হৃদয়গুলো কঠিন করে দিয়েছি; কারণ, তারা শব্দগুলো আপন স্থান থেকে বিকৃত করে।[১]

মানব-প্রবৃত্তির এই প্রবণতা পরীক্ষা করার জন্যই মূলত মহান আল্লাহ তার সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই মতভেদ কাজে লাগিয়ে শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই শয়তান মানব-হৃদয়ের সামনে সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো চমকপ্রদরূপে উপস্থাপন করে। ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের ফাঁদগুলো পেতে রাখে।

এ অবস্থায় কেবল তারাই বিধান সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস সরাসরি মেনে নিতে পারে এবং সন্দেহপূর্ণ ব্যাপারগুলো পরিহার করে চলতে পারে—যাদের হৃদয় ঈমানের ছোঁয়ায় বিনম্র ও সুসিক্ত হয়েছে। ফলে আয়াত ও হাদীসের সামনে তার বুদ্ধি গুলিয়ে যায় না। প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করতেও প্ররোচিত হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ...﴿٥٣﴾

শয়তান যা নিক্ষেপ করে, তিনি তাদের জন্য তা পরীক্ষার বস্তুতে পরিণত করেন—যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর যাদের হৃদয়সমূহ পাষাণ।[১]

অবশ্য অনেকেই মনে করেন যে, অব্যাহত পাপের কারণেই মূলত হৃদয়ে কাঠিন্য সৃষ্টি হয়; কিন্তু তারা ভুলে যান যে, হৃদয়ের এই কাঠিন্য অপরাধের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসা বিশেষ শাস্তিও হতে পারে; কেননা, বান্দা আল্লাহর অবাধ্যতা করলে শাস্তিস্বরূপ তিনি তার অন্তর কঠিন করে দেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً...﴿١٣﴾

অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।[২]

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, অনেক সময় আল্লাহ বান্দাকে একটি অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য আরেকটি অপরাধে লিপ্ত করেন। এক গুনাহের রেশ কাটতে না-কাটতেই আরেক গুনাহে নিমজ্জিত করেন। এভাবে অপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এবার তাহলে এ ধরনের কিছু দৃষ্টান্ত দেখুন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

[১] সূরা হজ, আয়াত : ৫৩।

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যেদিন দু-দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।[১]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে—

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয় (আরও) বাঁকা করে দিলেন।[২]

আরও ঘোষিত হয়েছে—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ...﴿١٠﴾

তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি, ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিলেন।[৩]

প্রিয় পাঠক, একটু লক্ষ করুন, কীভাবে আল্লাহ বক্রতার শাস্তি বক্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দিচ্ছেন? অন্তরের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা না করার শাস্তি অন্তরের রোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দিচ্ছেন? বিপদের মুখে বান্দাকে দুর্বল করে তার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন?

বস্তুত যারা বহুবিধ অপরাধে সবসময় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে, নিরাময় বা উত্তরণের কোনো চেষ্টা করে না—আল্লাহ তাদের এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই নীতি অনুসারে—যে-ব্যক্তি অন্তরের কাঠিন্য নিরাময়ের চেষ্টা করে না কিংবা এর প্রয়োজন মনে করে না—তাকে আল্লাহ অন্তরের কাঠিন্য বৃদ্ধির মাধ্যমে শাস্তি দেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৫।
[২] সূরা সাফ, আয়াত : ৫।
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ...﴿١٣﴾

অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভাঙার কারণে আমি তাদের লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।[১]

এখন প্রশ্ন হলো, হৃদয়ে এই কাঠিন্য কীভাবে আসে? কীভাবে তা ঈমানের প্রাণরস শুষে নেয়? এবং চিন্তা ও মননকে অকার্যকর করে ফেলে?

সামগ্রিকভাবে হৃদয়ের কাঠিন্যের সাধারণ ও প্রাকৃতিক কারণ হলো গুনাহ ও নাফরমানি। তবে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কারণ হলো 'আল্লাহর স্মরণে বিমুখতা'। আমার দৃষ্টিতে হৃদয়ে কাঠিন্য সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর স্মরণে বিমুখতা প্রদর্শনের চেয়ে গুরুতর ও মারাত্মক কোনো কারণ নেই। আবার মুহূর্তেই হৃদয়কে জাগ্রত ও আলোকজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণে নিরত হওয়ার চেয়েও সহজ ও কার্যকর কোনো মাধ্যম নেই।

আল্লাহর স্মরণে বিমুখতা ও হৃদয়ের কঠিনতার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে মহান আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের কি সময় আসেনি যে—আল্লাহর স্মরণে ও যে-সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তিবিহ্বল হবে এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল; আর তাদের অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।[২]

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৩।

[২] সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

প্রিয় পাঠক, যারা দীর্ঘ সময় আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে থাকে, তাদের অন্তর এভাবেই কঠিন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ সকল ঘটনা বর্ণনা করে আমাদের নিছক আনন্দিত কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করতে চান না; বরং এর মাধ্যমে তিনি আমাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চান এবং হৃদয়ের কাঠিন্য থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান।

আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকার সাথে অন্তরের কাঠিন্যের সম্পর্ক আরও গভীরভাবে দেখার জন্য পড়ুন—

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

অতএব, দুর্ভোগ সে কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ।[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ইবনু জারীর তাবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> **বস্তুত আল্লাহ তাআলা বলতে চান, দুর্ভোগ তাদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে, আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং দূরে সরে গিয়েছে।**[২]

রচনাটি শেষ করার আগে কুরআনে বর্ণিত অন্তরের কাঠিন্যের স্বরূপ ও ফলাফল সংক্ষেপে আরেকবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি—

এক. কিছু হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন হয়। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً... ﴿٧٤﴾

এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, যেন পাথর কিংবা তার চেয়েও কঠিন।[৩]

দুই. হৃদয়ের এই কাঠিন্য অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ২২।
[২] *তাফসীরুত তাবারী*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৯০।
[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً... ﴿١٣﴾

অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাদের লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।[১]

তিন. হৃদয়ের কঠিনতা সবিনয় প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ... ﴿٤٣﴾

সুতরাং, যখন আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হলো, তখন তারা কেন বিনীত হলো না? কারণ, তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়েছিল।[২]

চার. কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলো ফিতনার সামনে পরাভূত হয়। মহান আল্লাহ বলেন—

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ... ﴿٥٣﴾

শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি সেটাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন—তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর যারা পাষাণহৃদয়।[৩]

পাঁচ. হৃদয় কঠিন হওয়ার প্রধান কারণ আল্লাহর স্মরণ থেকে দীর্ঘ সময় দূরে থাকা। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল।[৪]

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৩।

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৪৩।

[৩] সূরা হজ, আয়াত : ৫৩।

[৪] সূরা হাদীদ, আয়াত : ১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সবশেষে মহান আল্লাহ হৃদয়ের এই কাঠিন্যের স্বরূপ ও ফলাফল বর্ণনা করেছেন এই কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণের মাধ্যমে—

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

অতএব, দুর্ভোগ সে কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ-বিমুখ![১]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হৃদয়ের কঠিনতার যে-স্বরূপ, ফলাফল ও কার্যকারণ বিবৃত হয়েছে, সেগুলো নিয়ে কেউ গবেষণা করলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, হৃদয়ের এই কঠিনতা জীবনের প্রান্তিক কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, কুরআন একে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এর কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছে এবং কেউ এই সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকে সরাসরি সতর্ক করেছে।

হৃদয়ের এই কাঠিন্য এবং তার ক্ষতিকর দিক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে কুরআনের এই উপর্যুপরি বর্ণনা সত্ত্বেও কি একে আমাদের জীবনের একেবারে গৌণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করার সুযোগ আছে? কিংবা নির্লিপ্তভাবে এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ আছে? এটাও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

জীবনের কোনো একপর্যায়ে এসে আমরা সবাই কমবেশি অনুভব করি যে, আমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে; কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ যদি আমাদের এই অবস্থায় মৃত্যু দান করেন তাহলে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটবে? আমরা যদি এমন অবস্থায় আসমান-জমিনের স্রষ্টা—মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, যে-অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

অতএব, দুর্ভোগ সে কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহর স্মরণ-বিমুখ![২]

কী ভয়াবহ হবে সে-মুহূর্ত!

---

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ২২।

[২] সূরা যুমার, আয়াত : ২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

হৃদয়ের এই কঠিনতা দূর করার জন্য আমাদের খুব শিগ্‌গিরই উপযুক্ত ও কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেই উপযুক্ত ও কার্যকর চিকিৎসা হলো বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআনের প্রতিটি বাণী ও বিধান নিয়ে গবেষণা করা। মহান আল্লাহ বলেন—

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ... ﴿٢٣﴾

আল্লাহ নাজিল করেছেন উত্তম বাণী সংবলিত কিতাব—যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।[১]

অধিকন্তু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে জানিয়েছেন যে, তার বাণী শ্রবণ করে নবীগণ ভীষণ প্রভাবিত হতেন। তাদের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

এরাই তারা, নবীদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন—আদমের এবং তাদের বংশ থেকে যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূতদেরকে। আর যাদের আমি হিদায়াত দিয়েছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত তিলাওয়াত করা হলে তারা লুটিয়ে পড়ত সিজদায় এবং কান্নায়।[২][৩]

আল্লাহ আরও জানিয়েছেন যে, আহলুল কিতাবের নেককার বান্দাদের সামনে কুরআন পড়া হলে তাদের চোখের কোণ সিক্ত হয়ে উঠত। কুরআনে কারীমে বর্ণিত রয়েছে—

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ২৩।

[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮।

[৩]এটি সিজদার আয়াত। তিলাওয়াত করার পর সিজদা আদায় করা ওয়াজিব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ...﴿٨٣﴾

আর রাসূলের প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা যখন তারা শোনে, তখন তারা যে-সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য আপনি তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখবেন।[১]

বস্তুত কুরআনের বিদগ্ধ পাঠক যখন লক্ষ করে যে, কুরআন পাঠ কিংবা শ্রবণ করলে মুমিনগণ শিহরিত হয়, তাদের হৃদয় বিনম্র ও বিগলিত হয় এবং নবী ও আহলুল কিতাবের নেককার বান্দাদের চোখের কোণ আর্দ্র হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, এই কুরআন-ই হৃদয়ে শিহরন জাগানোর এবং তার কঠিনতা ও উদাসীনতা বিদূরিত করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

[১] সূরা মায়েদা, আয়াত : ৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটা

আমাদের সমাজের মর্মান্তিক একটা চিত্র আছে। চিত্রটা চোখে পড়তেই হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত বেদনায় ভেতরটা ছেয়ে যায়। আর সেই চিত্রটা হলো আমার জন্মশহর—রিয়াদে ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটার তুলনা-চিত্র। মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের নৈমিত্তিক কাজে কত পার্থক্য ঘটে! রাস্তাঘাটে মানুষের বিচরণ ও উপস্থিতিতে কত ব্যবধান দেখা দেয়!

সকাল পাঁচটা। ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ-মুহূর্ত। কিছু মানুষ উঠে অজু করছে। ফজরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত চিত্তে মসজিদে যাচ্ছে। পথিমধ্যে মিসওয়াক করছে। তাসবীহ পড়ছে। তাকবীর বলছে। তাদের এই তৎপরতায় মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটিই প্রতিফলিত হচ্ছে—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ... ۝٣٦

এমন সব গৃহে—যেখানে আল্লাহর তাঁর নাম স্মরণ ও সমুন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অন্যদিকে এদের চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক ঘরে বাবা-মা সালাত আদায় করলেও তাদের ছেলে-মেয়েরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই হলো ভোর পাঁচটার চিত্র। এবার পাঁচটার আলোচনা শেষ করে সাতটায় আসি।

সকাল সাতটা। ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে। ক্লাস, অফিস ও অন্যান্য কাজকর্মের সময় হয়ে এসেছে। পুরো রিয়াদ নগরীর ঘরে ঘরে যেন হুইসেল বেজে উঠেছে। রাস্তায় জনতার ঢল নেমেছে। অলি-গলি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। হাট-বাজারও লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ক্রেতা, বিক্রেতা ও কুলি-মজুরদের হাঁকডাকে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। চায়ের দোকানের আসরটাও বেশ জমে উঠেছে। কেউ কেউ অফিসে যাওয়ার আগে ঘরে বসেই চায়ের অপেক্ষা করছে।

আমি এমন অনেক বাবা-মাকে চিনি—যারা চায়, তাদের ছেলে-মেয়েরা সময়মতো ফজর পড়ুক; কিন্তু তাদের এই চাওয়া কখন-ই উদ্যোগ ও সংকল্পে রূপ নেয় না। সালাত তরকের কারণে তারা ছেলে-মেয়েদের কোনো প্রকার শাসন করে না; কিন্তু স্কুলে যেতে সামান্য একটু দেরি হলে, এই মা-বাবাই আবার চোখ কপালে তুলে। চিৎকার করে ঘর-বাড়ি মাথায় তুলে নেয়। স্কুলে পাঠানোর জন্য মুখে যা আসে তা-ই বলে।

তাদের এই চেষ্টা দোষের কিছু না। রিযিকের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়াও কোনো অপরাধ না। উন্নত শিক্ষা ও সম্মানজনক জীবিকার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া কি দোষের কিছু হতে পারে? না, কখনও না; বরং এটাই প্রশংসনীয়। এটাই উত্তম। উপরন্তু মানুষের জন্য পরনির্ভরশীল থাকাই দোষের।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সার্টিফিকেট বা চাকুরিকে সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া কি সঙ্গত? শোভনীয়?

প্লিজ! একটুখানি ভেবে দেখুন। আমি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের কথা বলছি না। জামাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। যদিও বিশুদ্ধমতে তা ওয়াজিব। তবুও আমি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের কথা বলছি না; বরং আমি বলছি, উম্মতে মুহাম্মাদী যে-ব্যাপারে দীর্ঘ পনেরো শত বছর ধরে একমত, সেটা হচ্ছে—শারয়ী কারণ ব্যতীত যথাসময়ের বাইরে গিয়ে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। এটা গুরুতর কবীরা গুনাহ। অধিকন্তু অনেকের মতে এটা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি! যে-সকল মা-বাবা ফজরের সময় ছেলে-মেয়েকে মৃদু সুরে—'এই! ওঠো। সালাত আদায় করো। আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিক...!'—বলেই দায় সারে এবং নিজেরা যে যার মতো সালাত আদায় করতে চলে যায়—তারাই কিন্তু স্কুলে যেতে সামান্য দেরি হলে গর্জে ওঠে। তাদের মৃদু স্বর তখন বজ্রধ্বনিতে রূপ নেয়। অনবরত হুমকি-ধমকি ও বিরক্তি প্রকাশের অন্ত থাকে না।

কিছুদিন আগে অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা হচ্ছিল। একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'আমি প্রায় দশ বছর ধরে অফিসে আসার আগে ফজরটা পড়ে আসি।' তার বলার ঢং দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ ফজর কাযা করে বিরাট পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন! এজন্যই তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। নির্ভার।

আরেক দিনের ঘটনা। মসজিদ থেকে বের হবার সময় এক যুবকের সাথে পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে যুবকটি বলে, কোনো এক ছুটিতে আমরা একশোজন সহকর্মী-বন্ধু ট্যুরে যাই। সবাই মিলে আড্ডা দেওয়ার সময় একজন হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কে কে ঠিক সময়ে ফজর পড়ে? তার এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র একজন বন্ধু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে এবং বলে, তার স্ত্রী প্রতিদিন ফজরের সময় তাকে উঠিয়ে দেয়। বিছানা ছেড়ে মসজিদে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার পেছনে লেগে থাকে।' এমন স্ত্রীই তো স্বামী এবং তার পরিবারের জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে আনে।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্র কি এটাই প্রমাণ করছে যে, আমাদের কাছে ইসলামের চেয়ে সনদের গুরুত্ব বেশি? শিকড়ের চেয়ে শাখার মূল্য বেশি? ইসলামের ভিত্তিমূলক উপাদান—সালাতের চেয়ে স্কুলের শিক্ষক ও অফিসের বসের সুদৃষ্টির কদর বেশি?

পাঁচটা ও সাতটার এই যন্ত্রণাদায়ক তুলনা প্রমাণ করে যে, আমাদের কাছে দ্বীনের তুলনায় দুনিয়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ!

এর চেয়েও গুরুতর ও মারাত্মক ব্যাপার এই যে, যারা নিয়মিত ওয়াক্তের বাইরে গিয়ে ফজর পড়ে, তারা অফিস টাইমে সামান্য দেরি হলে, মনে মনে যে-পরিমাণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, যথাসময়ে সালাত পড়তে না পারলে, তার সিকিভাগও হয় না।

প্রতিদিন সকালে যখন পাঁচটা ও সাতটার এই দ্বৈত চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন অনুভব করি, দুনিয়ার প্রতি আমাদের মোহ ও আসক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যে, আমরা আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেছি। আমাদের এই লোভ ও বিস্মৃতি-প্রবণতা দেখে সুদূরে কেউ একজন যেন তিলাওয়াত করে চলেছে—

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

বলুন, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়—তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপন গোষ্ঠ, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য—যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান—যা তোমরা ভালবাসো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।' আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে বলুন তো, এই আয়াতে দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার কি বাদ পড়েছে? আমরা কি এগুলোতে চূড়ান্তরূপে জড়িয়ে যাইনি? আমাদের মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, জাতি-গোষ্ঠি এবং অর্জিত সম্পদ ও মন্দা পড়ার আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কি আমাদের কাছে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি!

অন্যথায় কেন আল্লাহর দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করে না? মনের গহীনে বাসনার উদ্রেক ঘটায় না—

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ... ﴿٩٦﴾

যা তোমাদের কাছে আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর যা আল্লাহর কাছে, তা স্থায়ী।[২]

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ২৪।

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আপনি যখন সকাল পাঁচটার নাকডাকা ঘুম এবং সাতটার মহা কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন তখন কি একটি বারের জন্যও আপনার এই আয়াতটি মনে পড়ে না—

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝١٧

বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও; কিন্তু আখিরাতই অধিক উত্তম ও স্থায়ী।[১]

আপনি যখন ফজর-ওয়াক্তের বেঘোর ঘুম এবং অফিস টাইমের হুড়োহুড়ির চিত্র তুলনা করেন তখন কি এই আয়াতটি আপনার চেতনায় আঘাত করে না—

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝٢٧

নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে। আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে।[২]

আমার মতো আপনিও যদি দুনিয়া ও তার তুচ্ছ বিলাসিতার প্রতি মানুষের এই গভীর ভালোবাসা; অপরদিকে আখিরাতের ব্যাপারে তাদের এই সীমাহীন উদাসীনতার চিত্র দেখে থাকেন, তাহলে কুরআনে বর্ণিত আলিমদের এই উপদেশ-বাণীটি স্মরণ করুন—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا... ۝٨٠

আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ‘ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ’।[৩]

ভেবে দেখুন, কত মা-বাবা তাদের ছেলেদের সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করে? কত স্বামী-স্ত্রী সালাতের সময় একে অপরকে জাগিয়ে তুলতে অলসতা করে?

[১] সূরা আলা, আয়াত : ১৬-১৭।

[২] সূরা দাহর, আয়াত : ২৭।

[৩] সূরা কাসাস, আয়াত : ৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আমাদের সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্র দেখার পর এবার ইসমাইল আলাইহিস সালাম, তার পরিবার এবং তৎকালীন সমাজের চিত্র অবলোকন করুন। মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবী ইসমাইল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করে বলেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী; তিনি তার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ উপর্যুক্ত আয়াতে যে-সকল কারণে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন, তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, ‘তিনি তার পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দিতেন’। এবার আপনি নবী-পরিবারের সাথে বর্তমান পরিবারগুলোর তুলনা করুন। দেখবেন, দুই পরিবার-ব্যবস্থার মধ্যে ভয়ানক পার্থক্য বিরাজ করছে! আমাদের সময়ে মানুষ একই পরিবারে এবং একই বাসায় বসবাস করে; কিন্তু এরপরও একজন আরেক জনকে সালাতের আদেশ করে না। এমনকি যে সালাত আদায় করে, সে-ও অন্যকে সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। আদেশ বা শাসন তো করে-ই না!

এবার পুত্রের উদ্দেশ্যে লুকমান হাকীমের আদেশটি লক্ষ করুন। তিনি আপন পুত্রকে সালাতের আদেশ করে বলেন—

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

হে আমার পুত্র, তুমি সালাত কায়েম করো।[২]

সর্বোপরি মহান আল্লাহ তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও নির্দেশ করেছেন, তিনি যেন অবশ্যেই তার পরিবার-পরিজনকে সালাত

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৪-৫৫।

[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আদায়ের আদেশ করেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...﴿١٣٢﴾

আপনি আপনার পরিবারকে সালাত আদায়ের আদেশ দিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।[১]

এবার আপনি প্রশংসনীয় সবগুলো চিত্র একত্র করুন—মহান আল্লাহ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করছেন। কারণ, তিনি পরিবারকে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে লুকমানের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। কারণ, তিনি ছেলেকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, তিনিও যেন তার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ করেন।

এখন এই প্রশংসনীয় চিত্রগুলোর সঙ্গে আমাদের অধঃপতিত পরিবার ও সমাজের দুঃখজনক অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার চিত্রগুলো তুলনা করুন। তাহলেই আপনি সালাতের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের গুরুত্ব ও অবহেলার হালচাল বুঝতে পারবেন।

পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রভাবিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেন—

> **বর্তমান শাইখরা সমাজে বিদ্যমান দ্বীনী ব্যাপারগুলোর ঘাটতি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সেগুলোকে আরও বেশি জটিল ও ভয়াবহ করে তোলেন। অথচ তারা যদি কেবল কবীরা গুনাহ'র ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হতেন, তবে বুঝতে পারতেন যে, দ্বীনী ব্যাপারগুলো একেবারেই সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট। মুসলিমদের যত সমস্যা ও জটিলতা—তা কেবল তাদের দুনিয়াকে ঘিরেই।**

কিন্তু আমি যখন এই জ্ঞানপাপী লোকটার উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সেটাকে পাল্লার একপাশে রাখি এবং অপরপাশে সকাল পাঁচটা ও সাতটার দ্বৈত চিত্র রাখি তখন মুহূর্তেই তার কথার অন্তঃসারশূন্যতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বৈত চিত্র ও চরিত্র প্রকটভাবে ফুটে ওঠে।

---

[১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

বস্তুত যে-ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই জানতে চায়, আমাদের হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি কতটা আসক্তি এবং দ্বীনের প্রতি কতটুকু ভালোবাসা আছে—তার কর্তব্য হলো, সকাল পাঁচটা ও সাতটার চিত্র তুলনা করা। এতটুকু করলেই সে দুনিয়ার আসক্তি ও দ্বীনের ভালোবাসা পরিমাপ করতে পারবে।

আমি দাড়ি রাখার কথা বলছি না। গান-বাদ্য ত্যাগ করার কথাও বলছি না।[১] বরং আমি কেবল ইসলামের প্রধান একটি নিদর্শনের কথা বলছি। সালাতের কথা বলছি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ তুলে নেওয়ার সময় তিনি উম্মাহকে বারবার যে-সালাতের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছিলেন, আমি সে-সালাতের কথাই বলছি! হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর ভাষ্যমতে এটাই ছিল তার শেষ কথা।

এতদসত্ত্বেও সালাতের ব্যাপারে বর্তমান সমাজের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত এই যে, বিকারগ্রস্ত মানসিকতা ও নতজানু মনোভাবের অধিকারী অনেকেই মনে করে, সালাত মূলত বক্তা, দরবেশ ও সাধারণ মানুষের আলোচ্য বিষয়। আর তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাদের অধিকাংশ আলোচনাই অর্থহীন। চর্বিত চর্বণ। সেলুনে কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডা জমানোর মুখরোচক উপাদান।

অধিকন্তু তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, মূল ভাষ্যের বিকৃতি সাধন এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাকেই 'বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন' মনে করে। এই হলো তাদের জীবন! এই হলো তাদের কর্ম!

বস্তুত মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সালাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্তত ৯০ জায়গায় সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু বিকারগ্রস্ত মানসিকতা চর্চাকারী বুদ্ধিজীবীদের কারণে সেই সালাতই আজ অধিকাংশ জাগরণী বক্তৃতা, সংশোধনী আলোচনা ও আত্মোন্নয়ন-পর্যালোচনায় 'গৌণ' ও আপেক্ষিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

---

[১] সর্বসম্মতভাবে দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং গান-বাদ্য শোনা হারাম। এখানে দাড়ি কিংবা গান-বাদ্য সম্পর্কিত বিধানকে লঘু বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং তুলনামূলকভাবে এই দুটির চেয়ে সালাতের বিধান অত্যাধিক গুরুত্ববহ, এমনটা বোঝানো হচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যে-সকল প্রকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টায় সালাতকে আপেক্ষিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় সেসকল প্রকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক!

এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যে-ব্যক্তি তার হৃদয়ে দ্বীন ও দুনিয়ার যথাযথ অবস্থান জানতে চায়, তার কর্তব্য হলো, বিভিন্ন রচনা, বই, আর্টিকেল ও পর্যালোচনা পড়ার পাশাপাশি পাঁচটা ও সাতটার মাঝে তুলনা করা। তাহলে সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের চেয়ে দুনিয়া এবং তার ভোগ-সামগ্রী কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

প্রিয় ভাই, অন্তত একবার হলেও মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়ুন এবং একটুখানি ভাবুন—

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

তাদের পরে আসল একদল অযোগ্য উত্তরসূরী। তারা সালাত নষ্ট করত। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করত। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।[১]

এই আয়াতটি পড়ার পরেও কি আপনার বোধোদয় হয়নি? হৃদয়ে অনুতাপের অনল জ্বলেনি?

সালাত আদায়ে আমাদের অলসতা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে অনিঃশেষ প্রতিযোগিতার এই ভয়াবহ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরার পরও কি কেউ বলতে পারবে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমরা দ্বীনী বিষয়গুলোকে অত্যন্ত বড় করে দেখি আর দুনিয়াবী ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করি?'

কেউ কি সজ্ঞানে এ কথা বলতে পারবে? ইসলামের খুঁটিই যদি ঠিক না থাকে তাহলে ইসলাম কীভাবে টিকে থাকবে? সুতরাং, আধুনিক চিন্তার প্রবক্তাদের কেউ যদি আপনাকে বলে, 'মুসলিমদের মূল সমস্যা তাদের দুনিয়াবী বিষয়ে অনগ্রসরতা; দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা নয়' তবে তাকে বিনয়ের সঙ্গে একটি বার বলুন, 'দয়া করে সকাল পাঁচটার সাথে সাতটার তুলনা করুন। তবেই বাস্তবতা বুঝতে পারবেন।'

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

জিহাদের ময়দানে সালাত

আগের অধ্যায়ে আমরা ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটার চিত্র নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে এই দুই সময়ের বাইরের বেশ কয়েকটি সামাজিক চিত্র নিয়ে আলোচনা করব। দৈনন্দিন জীবনের জটিল কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরবো। এরপর কুরআনের আলোকে সেগুলো বিশ্লেষণ করব। এ লক্ষ্যে প্রথমে আমার শোনা বা দেখা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব। এরপর সেগুলোকে কুরআনের আতশকাচে পরখ করব।

একবার কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সেমিস্টারের এক ছাত্র বেশ কয়েকটি সংশয়ের সদুত্তরের জন্য আমার শরণাপন্ন হয়। প্রশ্নোত্তরের এক ফাঁকে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণত কোন ধরনের চিন্তানৈতিক সমস্যায় ভোগে? কিংবা তারা কোন বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করে?'

ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, 'আপনাকে খোলামেলা বলবো কি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বলো।'

সে বলল, 'আপনারা যে সব প্রশ্ন ও সংশয়ের উত্তর প্রদানে ব্যস্ত থাকেন, সেগুলো নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথাই নেই। তারা এ ধরনের কমন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপই করে না। সোজাকথা হলো, তারা সবাই সালাতের ব্যাপারে চরম উদাসীন।' এ কথা বলেই ছেলেটি মাথা নিচু করে ফেলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এই তো কয়েক দিন আগে আমার এক আত্মীয়ের সাথে কথা হচ্ছিল। সে বলল, 'আমি সেদিন বিশেষ একটা লেনদেনের জন্য ব্যাংকে যাই। সেখানে থাকতেই সালাতের সময় হয়ে যায়। ধার্মিক গোছের এক ভদ্রলোক বড় একটা জায়নামায বিছিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। উপস্থিত অনেকেই তার পেছনে এসে সালাতে শরিক হয়; কিন্তু তখনো পাঁচ-ছয়জন লোককে অফিসের এক পাশে গল্পগুজব ও ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়।'

আরেক বন্ধু নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, 'একবার আমি একটি সুপার মার্কেটে ছিলাম। সালাতের সময় হলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ি। দোকানদারেরাও তৎক্ষণাৎ শাটার টেনে দেয়; কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করি, তখনো বেশ কয়েকজন ক্রেতা ও বিক্রেতা নিশ্চিন্ত মনে মার্কেটের ভেতর ঘোরাফেরা করছে। আযান শুনেও তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া জাগেনি। কোনো রকম ভাবান্তরও ঘটেনি; বরং তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

প্রায় প্রত্যেক সালাতের সময়ই এভাবে শাটার নামিয়ে মার্কেট বন্ধ করে দেওয়া হয়; কিন্তু এরপরও বেশকিছু মানুষ মার্কেটের ভেতরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।

আরেকটা ঘটনা আমার নিজের সাথেই ঘটেছে। আমি তখন বিমানে করে সৌদি আরব ফিরছিলাম। বিমানভর্তি সৌদি-যাত্রী। পথিমধ্যে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে সূর্যোদয়ের সময়ও ঘনিয়ে আসে। আমরা বেশ কয়েকজন মুসাফির একত্র হয়ে ফজরের সালাত পড়ে নিই; কিন্তু অনেকেই তখনো নিজ নিজ আসনে গা এলিয়ে বসে থাকে।

অথচ এই মুহূর্তে তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। হাতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নেই। সালাতের জায়গাটাও তাদের একেবারে নিকটে। অধিকন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই সূর্য উঠে যাবে। সেই সঙ্গে সালাতের সময়টুকুও শেষ হয়ে যাবে! কিন্তু এরপরও তারা নিজ নিজ আসনে নিশ্চিন্তে বসে আছে। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। কেবল একটি ভোরের উদয় হতে যাচ্ছে।

আমার এক নিকটাত্মীয়কে এ ধরনের বেশ কয়েকটি পীড়াদায়ক ঘটনা শোনালে তিনি বলেন, 'এবার তাহলে আমার কাছ থেকে এমন একটি ঘটনা শোনো—আমি বেশ কয়েকবার খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে গিয়েছি। সেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষ উপস্থিত থাকে। মনে করো, দর্শকরা আসরের পরে এসে সিটে বসে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মাগরিব-ঈশায় হাতেগোনা কয়েকজনকে সিট ছেড়ে উঠতে দেখা যায়। আর হাজার হাজার মানুষ সালাত আদায় না করে সেখানেই বসে থাকে।’

ইসলামের ভিত্তিমূলক বিধান—সালাত এবং তা পালনে আমাদের অবহেলার সামাজিক চিত্র মোটামুটি এমনই।

এবার চলুন, কুরআনের আলোকে আমরা এই চিত্রগুলো পর্যালোচনা করি। আল্লাহ সালাতকে মর্যাদার যে-উচ্চাসনে আসীন করেছেন, তা পরখ করি এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের প্রমাণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করি।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মুজাহিদদের অনবরত গোলাবর্ষণ, বুলেট নিক্ষেপ এবং ড্রোন হামলার মাঝেও জামাআতে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে, সেটাও সবিস্তারে বলে দিয়েছেন! অধিকন্তু সে সময়ে তাদের স্বাভাবিক সালাতের বেশকিছু ওয়াজিব শর্ত ত্যাগ করার, অনভিপ্রেত নড়াচড়া করার; এমনকি শত্রুর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখারও অনুমতি দিয়েছেন। এরপরও জামাআতে সালাত আদায় ত্যাগ করার অবকাশ দেননি। এজন্য তারা ঘোড়ার খুর এবং নিক্ষিপ্ত তির ও বর্শার মাঝেও জামাআতে সালাত আদায় করেন।

এই যদি হয়, জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা মুজাহিদদের সালাতের অবস্থা, তাহলে যে-লোকটা নরম তুলতুলে বিছানায় সর্বাধুনিক এসির নিচে ঘুমিয়ে আছে, তাকে আল্লাহ কী করে সালাত ত্যাগের বৈধতা দিতে পারেন? কোনো যুক্তিতে এটা জায়েয হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ... ﴿١٠٢﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল, যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও—যাতে তারা তোমাদের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাকো, তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।[১]

এছাড়াও বহু আয়াতে সালাত আদায়ের আদেশ এসেছে। তবে সূরা রূমের দ্বিতীয় আয়াতে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে, অন্য কোথাও সেভাবে আদেশ করা হয়নি। কেননা, এ আয়াতের বাক্য গঠনে খুবই ভয়াবহ একটি আবহ তৈরি করা হয়েছে। আয়াতটিতে প্রথমে সালাত ত্যাগকারীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই আদেশ পালন না করলে ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২]

ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *ফাতহুল বারী*-তে এ আয়াতটির ব্যাপারে বলেছেন, 'সালাতের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনে যত আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এই আয়াতটিই সর্বাধিক মহান ও তাৎপর্যপূর্ণ।' আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১০২।

[২] সকল মুজতাহিদ ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ সালাতের বিধান অস্বীকার করে তবে সে কাফির। আর যদি অস্বীকার না করে; বরং অবহেলাবশত কখনও পড়ে আবার কখনও ছেড়ে দেয়, তাহলে সে কাফির হবে না। আর যদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, তাহলে তার বিধান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ'র মতে এটি কুফরি। যদি তাওবা করে সালাত আদায় না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ'র মতে এমন ব্যক্তি কাফির নয়; বরং ফাসিক। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ীর মতে তাকে হদ তথা ইসলামী দণ্ড হিসেবে হত্যা করা হবে। হানাফী মাযহাব মতে তাকে তা'যীর বা উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে; হত্যা করা যাবে না। [মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনি উসাইমিন : ১২/৫২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

তোমরা সালাত কায়েম করো। আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু লক্ষ করুন, সালাত ত্যাগ করা যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে এত বড় অপরাধ হয় তাহলে কী করে একজন মুসলিম সজ্ঞানে সালাত তরক করতে পারে? কীভাবে সে নিজেকে এই বিপজ্জনক অবস্থানে নামিয়ে এনে নিরাপদ বোধ করতে পারে?

অনেকে মনে করে, শুধু সালাত পড়াই যথেষ্ট। চাই সে যথাসময়ে পড়ুক কিংবা অসময়ে পড়ুক। এ কারণেই হয়তো সে সালাত আদায়ে সীমাহীন অলসতা করে। উপরন্তু মনে করে, সালাত-আদায়ে গড়িমসির ব্যাপারে কুরআনে যে-ভয়াবহ শাস্তির কথা বলা হয়েছে, সে তার আওতায় পড়বে না। এই বোকা মানুষটা ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ মুনাফিকদের সালাত নিয়েও কথা বলেছেন এবং তাদের সালাতের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

আর তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়।[২]

অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى

আর তারা সালাতে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয়;[৩]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিতে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, মুনাফিক খুব সামান্যই সালাতে আসে। এমনকি আসলেও সীমাহীন আলস্য ও শৈথিল্য নিয়ে আসে। সুতরাং, প্রিয় পাঠক! সালাত আদায়ে গড়িমসির কারণে আপনিও কি তাদের কাতারে পড়ে যাচ্ছেন না?

[১] সূরা রূম, আয়াত : ৩১।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২।

[৩] সূরা তাওবা, আয়াত : ৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

"

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً

এটা মুনাফিকের সালাত। সে বসে বসে সূর্য দেখে। যখন সূর্যটা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে চলে আসে তখন উঠে গিয়ে মাটিতে চারটা ঠোকর মারে। এ সালাতে সে আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।[১]

উল্লিখিত হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে চেয়েছেন, মুনাফিক সালাত আদায় করে বটে; কিন্তু দেরী করতে থাকে। সময় পেছাতে থাকে। একদম শেষ ওয়াক্তে গিয়ে কাক-ঠোকরের ন্যায় দ্রুত সালাত শেষ করে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

> **নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্যমতে মুনাফিকরা বিলম্বে সালাত আদায় করে এবং সালাতে যৎসামান্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা-কে স্মরণ করে।**[২]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন—

> **তিনি মুনাফিকদের সালাতের এই অবস্থা বর্ণনা করার প্রধান কারণ হলো, তারা দেরী করে সালাত আদায় করে এবং সালাতে কেবল ওঠাবসা করে।**[৩]

অতএব, যে-মুসলিম সবসময় সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করে এবং তাড়াহুড়ো করে কোনোমতে সালাত শেষ করে, তার কি এটা ভেবে লজ্জা লাগে না যে, সে সারাটা জীবন মুনাফিকের মত সালাত আদায় করে যাচ্ছে! মৃত্যুর পরে যখন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হবে এবং দেখবে, তার সবগুলো সালাত 'মুনাফিকদের সালাত' হিসেবে গণ্য হয়েছে, তখন সে কী ভয়াবহ ও মর্মান্তিক একটা ধাক্কা খাবে!

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৬২২।

[২] *মাজমূ' ফাতাওয়া*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ২৪।

[৩] *মাজমূ' ফাতাওয়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬১৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

যে-সালাতকে সে এতদিন নাজাতের মাধ্যম মনে করেছে, সেটাই আজ তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে!

অধিকন্তু সালাত ত্যাগের কারণে কাফিরদেরকেও চরম লাঞ্ছনার সঙ্গে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾

আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। সুতরাং, সে বিশ্বাস করে নি এবং সালাতও আদায় করে নি। বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।[১]

উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালাত নিছক নড়াচড়া, ওঠাবসা আর বিড়বিড় করার নাম নয়; বরং সালাত আমাদের চরিত্রগঠনের ভিত্তিমূলক উপাদান! সালাত আমাদেরকে তিলে তিলে গড়ে তোলে। আমাদের চরিত্রের ভিত মজবুত করে। এই সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সালাতের বিধান দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ সালাতের এই অপার্থিব শক্তি ও কার্যক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় সালাত খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।[২]

এ কারণেই বলা যায়, যে লোকটার চরিত্র খারাপ, সে সালাত পড়লেও যথাযথরূপে পড়ে না। তাই ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

[১] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২৯-৩২।
[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

> কেউ যদি যথাযথভাবে সালাত আদায় করে, তাহলে অবশ্যই সালাত তাকে খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে। অতএব, কাউকে তার সালাত এসব থেকে বিরত না রাখলে বুঝতে হবে, সে সালাত আদায়ে কোনো-না-কোনো ত্রুটি করছে।[১]

নবীদের ইবাদত পালনের বিস্ময়কর একটি দিক এই যে, তারা কেবল সালাত কায়েম করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং বিনয়াবনত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে মিনতি করতেন, তিনি যেন তাদেরকে সালাত আদায়ে দৃঢ়পদ রাখেন, সহায়তা করেন এবং যত্নবান হওয়ার তাউফিক দান করেন। নবীদের এই মিনতির সত্যতা লক্ষ করুন খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিম্নোক্ত প্রার্থনায়—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝٣٩ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝٤٠

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দুআ শ্রবণকারী। 'হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের রব, আর আমার দুআ কবুল করুন।'[২]

অপরদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা কেবল দুনিয়া ও আখিরাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার দুআ করি। মহান ইবাদত সম্পাদন করার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই না। সবিনয় প্রার্থনা জানাই না। এমনকি ইবাদতের ব্যাপারটা নিয়ে সবিশেষ ভাবিতও হই না।

সালাতের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ একটি দিক হলো—সালাতের বিধান প্রবর্তনের সময় আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসমানে তার কাছে ডেকে নিয়েছেন। হিজরতের তিন বছর আগে এই অভাবিত ঘটনাটি ঘটেছে; কিন্তু অন্যান্য ইবাদত স্বাভাবিক ওহীর মাধ্যমে প্রবর্তন করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের এই অভাবিতপূর্ব প্রবর্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

---

[১] *ফাতাওয়া*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২।

[২] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৯-৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে যাত্রা করা হয়। একপর্যায়ে আমি এতটা ওপরে পৌঁছি যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পাই। সেখানে আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। আমি সেগুলো নিয়ে ফিরে আসি। মূসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি বলেন, 'আপনার রব আপনার উম্মতের ওপর কী ফরজ করেছেন?' আমি বলি, 'পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।' মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'আপনার রবকে জানান যে, আপনার উম্মত এত সালাত পড়তে পারবে না।' আমি রবের কাছে এই আবেদন নিয়ে গেলে তিনি অর্ধেক সালাত কমিয়ে দেন। আমি আবার মূসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসি। তিনি বলেন, 'আপনি আবারও আপনার রবকে বলুন যে, আপনার উম্মত এত সালাত আদায় করতে পারবে না।' তার কথামতো আমি আবারও আবেদন নিয়ে যাই। তিনি সালাতের সংখ্যা পাঁচে কমিয়ে আনেন এবং বলেন, 'এটা সংখ্যায় পাঁচ। তবে মর্যাদায় পঞ্চাশ। আমার কথায় কোনো প্রকার রদবদল হয় না।' এবার আমি মূসার কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন, 'আপনি আবারও আপনার রবের কাছে যান।' আমি বললাম, 'আমি আবারও যেতে লজ্জাবোধ করছি।'

সহীহ বুখারী-র অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'আমি (সালাতের) ফরজ বিধান প্রবর্তন করেছি। বান্দাদের জন্য দায়িত্ব কমিয়ে দিয়েছি। তবে প্রতি নেক কাজের বিনিময়ে আমি দশগুণ প্রতিদান দিয়ে থাকি।'[১]

প্রিয় পাঠক, একটু লক্ষ করুন, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে কাছে ডেকে নিয়ে সালাতের বিধান দিয়েছেন। এরচেয়ে অধিক মর্যাদার আর কী হতে পারে? সালাতের বিধান প্রবর্তন সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ নিজে মিরাজের রাতে রাসূলের সাথে কথা বলে ফরজ করেছেন।'[২]

আমাদের জানামতে ইসলামের সমুদয় বিধানাবলির মধ্য হতে কেবল সালাতের বিধানটাই আল্লাহ সরাসরি আবশ্যক করেছেন। এ জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জমিন থেকে আসমানে ডেকে নিয়েছেন। সালাত ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদত প্রবর্তনের জন্য তিনি এই বিশেষ পদ্ধতি বেছে নেননি; বরং সেগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ওহীর মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩২০৭।

[২] *ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সালাতের জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে নিয়ে গেছেন। এতটাই নিকটে যে, তিনি কলমের খসখস শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেয়েছেন। সালাতের বিধান প্রবর্তনের এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কাছে সালাত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতর।[১]

তাছাড়া এটা তো সুবিদিত যে, মানুষ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে দুনিয়া ত্যাগের ঠিক আগ মুহূর্তে সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই উপদেশ দিয়ে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক তাই করেছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়েও তিনি উম্মাহর কল্যাণের কথা ভেবেছেন। তাদেরকে সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার এবং সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। *সুনানু আবি দাউদে* বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ কথা ছিল—

“

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

সালাত, সালাত! তোমাদের অধীনদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।[২]

---

[১] উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত হাদীসে কলমের খসখস শব্দ বলতে কলম দিয়ে লাওহে মাহফুযে লেখার শব্দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, ফেরেশতাগণ সেখানে আল্লাহর দৈনন্দিন ফায়সালা ও সৃষ্টিকুলের ভাগ্যলিপি লিখে রাখেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে, সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। [সূরা আর-রহমান, আয়াত : ২৯]

অন্যত্র বলা হয়েছে—

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এতে বণ্টিত হয় প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাপার। [সূরা দুখান, আয়াত : ৪]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

অতঃপর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। তাকে চারটি বিষয় লেখার অনুমতি দেওয়া হলে সে বান্দার রিযিক, জীবনকাল, আমল এবং সুখ-দুঃখ লিখে রাখে। [*সহীহ বুখারী* : ৩২০৮]

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৫৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, মহান আল্লাহ বান্দার আমলের হিসেব সংরক্ষণের জন্য দুই দল ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা পালাক্রমে পৃথিবীতে অবতরণ করে। প্রথম দল ফজরের সালাতের সময় অবতরণ করে। দ্বিতীয় দল আসরের সালাতের সময় অবতরণ করে। তখন প্রথম দল আসমানে আরোহণ করে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মহান আল্লাহ সালাতের গুরুত্ব ও সম্মান বোঝানোর জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে ফেরেশতাদের এই আগমন ও প্রস্থানকে সালাতের ওয়াক্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন!

সহীহ বুখারী-তে আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ رَبُّكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

তোমাদের মাঝে রাতের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে। তারা ফজরের সালাত ও আসরের সালাতে পরস্পরে মিলিত হয়। তারপর যারা তোমাদের মাঝে রাতযাপন করেছে তারা চলে যায়। তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে—অথচ তিনি তাদের থেকে ভালো জানেন— ‘আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এসেছ?’ তারা বলে, ‘আমরা যখন তাদের কাছে যাই, তখন তারা সালাত আদায় করেছিল। যখন তাদের কাছ থেকে আসি তখনো তারা সালাত আদায় করেছিল।[১]

অনেককে দেখা যায়, সিয়াম, কুরবানী, উমরা, দান-সাদাকা ও অন্যান্য ইবাদতে বেশ অগ্রসর; কিন্তু সালাত আদায়ে চরম উদাসীন। অথচ সে জানে না, এই সালাত আদায় না করার কারণে তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। কারণ, *সহীহুল বুখারী*-তে বর্ণিত একটি হাদীসে আবুল মুলাইহ বলেন, আমরা এক মেঘলা দিনে বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনি বলেন, ‘তোমরা দ্রুত আসরের সালাত আদায় করে নাও। কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

যে আসরের সালাত ছেড়ে দেয়, তার আমল বরবাদ হয়ে যায়।[১]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে তার ও ফাতিমার ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কি সালাত আদায় করো না?'[২]

একবার ভেবে দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয়জনদের নফল সালাতের জন্যও গভীর রাতে জাগিয়ে দিতেন। তাহলে ফরজ সালাতকে তিনি কেমন গুরুত্ব দিতে পারেন!

ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহ এ ঘটনা উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেন, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাতের অত্যুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন—বলেই সকল সৃষ্টির বিশ্রামের সময়ে এসে তার কন্যা ও চাচাতো ভাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। কারণ, তিনি তাদের এই অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে দেখতে চাইতেন। তাদের জন্য শারীরিক শান্তির চেয়ে মানসিক প্রশান্তিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করতেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

আপনি আপনার পরিবারকে সালাত আদায়ের আদেশ দেন।[৩]

আপাতত এতটুকুই। আশা করছি, সালাতের গুরুত্ব, বিধান ও ফযীলত সংক্রান্ত উপর্যুক্ত দলীলপঞ্জি পাঠককে আশ্বস্ত করবে। সালাতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে এবং অলসতা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৫৩।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭৪৬৫।

[৩] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

বস্তুত সমাজের কল্যাণকামী কোনো গবেষক যখন সালাতের ব্যাপারে শরীয়তের এই কঠোর অবস্থান, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণপঞ্জি এবং এর বিপরীতে সালাতের প্রতি আমাদের অনীহা ও সামাজিক অবহেলা প্রত্যক্ষ করেন তখন তার ভেতরে সমাজ পরিবর্তন ও জাগরণ সৃষ্টির অদম্য স্পৃহা জেগে ওঠে। তখন তিনি বর্ধিত পরিসরে ঈমানের স্ফূরণ ঘটিয়ে সমাজে সালাতের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

রাত্রিজাগরণ

মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাত্রিজাগরণ একটি মারাত্মক ব্যাধি। তাই চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির কারণ ব্যাখ্যা করেন। ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন। নিরাময়ের পথ বাতলে দেন; কিন্তু তাদের কারও আলোচনায়ই কুরআনে বর্ণিত বিশেষ ধরনের রাত্রিজাগরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে তারা এর কোনো ফলাফলও ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কুরআন পড়তে গিয়ে যখন রাত্রিজাগরণ ও তার সুফল সংক্রান্ত আয়াত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে তখন যুগপৎ লজ্জিত ও আনন্দিত বোধ করি।

কাজেই এখন আমরা কুরআনের আলোকে এই বিশেষায়িত রাত্রিজাগরণের কারণ, প্রকৃতি ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। তো সূরা যারিয়াতের মাধ্যমে আমাদের এই আলোচনা শুরু করা যাক।

প্রিয় পাঠক, সূরা যারিয়াতের শুরুর দিকে মহান আল্লাহ কিয়ামত-দিবসের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন। শাস্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চির সুখ ও সফলতা অর্জনকারীদের আলোচনা করেছেন। তাদের শান্তির নিবাস—জান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, কোন শক্তি তাদের কিয়ামতের ভয়াবহতা ডিঙিয়ে এই মহা সাফল্য ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করেছে? নিঃসন্দেহে সেটা হচ্ছে, 'রাত্রিজাগরণের শক্তি'। বিশ্বাস হয়নি? তবে পড়ুন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝরনাধারায়, তারা গ্রহণ করবে—যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন; নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল, তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু লক্ষ করুন, উল্লিখিত আয়াতে সৎকর্মশীলদের মহা সাফল্যের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা রাতে সামান্য সময় ঘুমায়। তাহলে বাকি রাতটুকু কী করে? বাকি রাতটুকু তারা আল্লাহর জন্য জেগে থাকে। তাঁকে স্মরণ করে। তার কাছে বিনয়াবনত হয়ে প্রার্থনা করে। তাঁর দরবারে কাকুতি-মিনতি জানায়। তার স্তুতি গায়। তার মাহাত্ম্যের কাছে নিজেদের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করে। খুশু-খুযূর সাথে সালাত আদায় করে।

এভাবেই তাদের রাতের সিংহভাগ কেটে যায়। সুযোগ পেলে কিংবা ক্লান্তি অনুভব করলে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেয়। তাদের এই ঘুম ও জাগরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।[২]

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা এই রাত্রিজাগরণের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নই।

সূরা যারিয়াতের মতো সূরা যুমারেও মহান আল্লাহ এই ঈমানময় রাত্রিজাগরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একটু ভিন্নভাবে। এখানে তিনি প্রথমে সৃষ্টির বেশ কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। এরপর রাত্রিজাগরণকারী ব্যক্তিবর্গের অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। তাদের রাত্রিজাগরণকে ইলমের মানদণ্ড বলে স্থির করেছেন। বস্তুবাদী

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৫-১৭।

[২] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

চিন্তা-চেতনা ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট মন ও মস্তিষ্ক কখন-ই এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে না। কেননা, এ সকল মন-মস্তিষ্ক এখনও পূর্ণমাত্রায় পরিশুদ্ধ হতে পারেনি। জাহেলিয়াতের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

অধিকন্তু মহান আল্লাহ রাত্রিজাগরণকে ইলমী সম্মাননা দিয়ে বলেন—

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

যে-ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ রাত্রিজাগরণে অনভ্যস্তদেরকে অজ্ঞদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অপরদিকে যারা আল্লাহর স্মরণে রাত্রিজাগরণ করে, তাঁর প্রতি বিনয় প্রদর্শন করে এবং তাঁর কাছে সকাতর মিনতি জানায় তাদের জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অনেকে আপত্তি করে বলতে পারেন, 'আমরা এমন অনেক মানুষকে দেখি, যারা কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিজাগরণ করে না; তবে মানুষের বিচারে তারা অনেক বড় আলিম ও যথেষ্ট জ্ঞানী।' তাদের এই আপত্তির উত্তর হলো, কুরআন ইলম বলে মূলত তার সুফল বুঝিয়েছে। নিছক তথ্য আহরণ কিংবা জ্ঞানার্জনকে বোঝায়নি। আর ইলমের সুফল হলো আল্লাহর ইবাদত করা। এ কারণেই যে-ব্যক্তি এই সুফল অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, রাশি রাশি ইলমও তার কোনো কাজে আসে না।

আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আয়াতে রাত্রিজাগরণের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে ইবাদতের বৈচিত্র্যও তুলে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—'তারা কখনও দাঁড়িয়ে ইবাদত করে; আবার কখনও সিজদাবনত হয়ে।'

অধিকন্তু আয়াতে রাত্রি জাগরণকারী ব্যক্তিবর্গের অনুভূতিও তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে আখিরাত দিবসের ভয় তাদেরকে বিহ্বল করে ফেলছে; অপরদিকে

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

রহমতের আশা তাদেরকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাচ্ছে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে।[১]

আশেপাশের মানুষগুলো যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন এই দ্বৈত অনুভূতি আলো ও আঁধার হয়ে তাদের মাঝে বিরাজ করে। নীরব নিস্তব্ধ দীর্ঘ রজনী এভাবেই সুবহে সাদিকের কোমল পরশে একাকার হয়ে যায়।

নিঝুম রাতে ইবাদতগুজার বান্দাদের আবেগ-অনুভূতির এই চমকপ্রদ বর্ণনা মূলত তাদের আত্মিক শান্তি, উন্নত চিন্তা, সুউচ্চ লক্ষ্য ও মোনাজাতের অপার্থিব তৃপ্তির প্রমাণ বহন করে।

আপনার কি মনে হয়, মহান আল্লাহ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই গভীর রাতের এই ঈমানী পরিবেশটা চিত্রিত করেছেন? তাঁর এই চিত্রায়ন থেকে এটা কি স্পষ্ট নয় যে, তিনি আমাদের থেকেও ঠিক এমনটাই চান? প্রকৃত পক্ষেই তিনি চান, আমরা যেন গভীর রাতে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হই; তাঁর কাছে সকাতর প্রার্থনা করি। আখিরাতকে ভয় করি এবং তাঁর রহমতের আশা করি!

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, মহান আল্লাহ রাত্রিজাগরণকে ইলমের মাপকাঠি বলে স্থির করেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا...﴿٩﴾

(না-কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে উত্তম) যে রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।[২]

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৯।

[২] সূরা যুমার, আয়াত : ৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এবার আপনিই বলুন, আপনি কি আল্লাহর মাপকাঠিতে 'আহলুল-ইলম'-এর অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবেন না?

সূরা সাজদা'র দ্বিতীয় দশ আয়াতের শুরুর দিকে মহান আল্লাহ মুমিন বান্দাদের বেশকিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তাদেরকে আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করে। আখিরাতের ভয়ে বিছানায় শুয়েও ছটফট করে। চারপাশ যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে তখন ভয়ে ভয়ে এবং আশায় আশায় তাদের রবকে ডাকতে থাকে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا...﴿١٦﴾

তারা শয্যা ত্যাগ করে; ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে।[১]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে ঈমানময় রাত্রিজাগরণ সম্পর্কে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও উপর্যুক্ত আয়াতের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য রয়েছে। কেননা, আমাদেরই মতো কিছু মানুষ আল্লাহ ও আখিরাতের ভয়ে নির্ঘুম রাত্রিযাপন করছে। বিছানায় ছটফট করছে। তারপর ঝট করে উঠে গিয়ে আল্লাহর সামনে লুটিয়ে পড়ছে। সকাতর প্রার্থনা করছে। শাস্তির ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। আবার ক্ষমার আশায় বুক বেঁধে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করছে—তাদের এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের বেঘোর ঘুমের অবস্থা তুলনা করলে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যেতে হয়। কারণ, তারা এমন সম্প্রদায় যাদের প্রশংসা করে স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন—

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا...﴿١٦﴾

তারা শয্যা ত্যাগ করে; ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে।

এখানেই শেষ নয়; আল্লাহ তার অনুগত বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেন—

[১] সূরা সাজদা, আয়াত : ১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে।[১]

ঈমানময় রাত্রিজাগরণের সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য এই যে, মহান আল্লাহ একে দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক ও ভিত্তিমূলক উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। এজন্য ইসলামের শুরুলগ্নেই তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয়ের আদেশ করেছেন। ইসলাম পরিণত ও সর্বত্র প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

হে বস্ত্রাবৃত, রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ছাড়া।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াতী জীবনের একেবারে শুরুলগ্নের ব্যাপারটি মাথায় রেখে আমার সাথে আরেকবার তিলাওয়াত করুন—

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴿٤﴾

রাতে সালাতে দাঁড়ান, কিছু অংশ ব্যতীত, আধা-রাত বা তার চেয়েও কিছু কম। অথবা তার চেয়েও একটু বাড়ান।[৩]

এখন প্রশ্ন হলো, রাত্রি জাগরণের এই মহিমান্বিত ইবাদত কি কেবল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্ধারিত? মোটেও না। কারণ, ইসলামের শুরুলগ্নে হাতেগোনা যে-কয়জন মানুষ সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তারাও

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৪।

[২] সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ১-২।

[৩] সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২-৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রায় সারারাত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ তাআলা এই সূরারই শেষ দিকে বলেন—

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ...﴿٢٠﴾

নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাত আদায় করেন—কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং সালাত আদায় করে আপনার সঙ্গে যারা আছে—তাদের একটি দলও।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে-সকল সাহাবী তার সঙ্গে রাতের অধিকাংশ সময়জুড়ে কিয়ামুল লাইল করতেন, তাদের কথা মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে স্থান দিয়েছেন। সাহাবীদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও সম্মাননা আর কী হতে পারে?

আর আমরা! আমরা তো সারারাত ঘুমিয়েই কাটাই। তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট আল্লাহকে স্মরণ করাও দুর্বহ মনে করি। আর যারা রাত জাগি, তারাও গল্পগুজব ও খেল-তামাশায় সময় পার করে দিই। দুই মিনিটের জন্যও আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে দাঁড়াই না। বিনম্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ি না। যে-আল্লাহ আমাদের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, সেই আল্লাহর জন্য দুই মিনিট সময়ও ব্যয় করি না। এটাকেও আমরা অনেক বেশি মনে করি!

আমরা অনেকেই অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্ক্রল করে কিংবা ইউটিউবে ভিডিও দেখে সারারাত কাটিয়ে দিই। যত্রতত্র অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করে বেড়াই। অথচ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কিংবা বৃদ্ধিতে এগুলো মোটেই কাজে আসে না; বরং আরও দূরত্ব বৃদ্ধি করে। তবুও আমরা এ কাজগুলোই করে যাই। সামান্য একটু সময় বাঁচিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করার কিংবা সালাত আদায়ের প্রয়োজন বোধ করি না।

এরচেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, অনেক সময় আমাদের ঘুমের ঘোরেই ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। ঘুম ঘুম চোখে দুলতে দুলতে কোনো রকম ফরজ সালাতে দাঁড়িয়ে যাই—ঠিক যেমনটি আল্লাহ বলেছেন—

[১] সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শিথিলতার সাথে দাঁড়ায়।[১]

একটা ঘটনা বেশ মনে পড়ে। জনৈক দাঈ সফলতা, সময় ব্যবস্থাপনা ও আত্মোন্নয়ন বিষয়ে খুবই মনজ্ঞ আলোচনা করছিলেন; কিন্তু ঘুমের প্রসঙ্গ আসতেই তিনি সম্পূর্ণ পশ্চিমাদের রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আলোচনা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়; তিনি সর্বোচ্চ পরিমাণে ঘুমিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন; কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, ঘুমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যায় তিনি কেন পশ্চিমাদের মতাদর্শ তুলে ধরলেন? ইসলাম কি এতটাই কাঙাল হয়ে পড়েছে যে, বেদ্বীন থেকে দ্বীন শিখতে হবে?

কোথায় গেল ইসলামের এই আদর্শ-শিক্ষা—

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

তারা রাতের সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়।[২]

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا... ﴿٩﴾

(না-কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সে উত্তম) যে রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে।[৩]

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ... ﴿١٦﴾

তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে।[৪]

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২।

[২] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৭।

[৩] সূরা যুমার, আয়াত : ৯।

[৪] সূরা সাজদা, আয়াত : ১৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে।[১]

ঠিক আছে, মানলাম, রাত জেগে সালাত আদায় করা নফল। আমাদের কাছে এর গুরুত্ব কম। তাই বলে, সচেতনতা-মূলক বক্তৃতা ও সভা-সেমিনারেও কি এটা উপেক্ষিত থাকবে? কিন্তু কেন? আমরা কি এভাবে শরীয়তকে কাটছাঁট করে ফেলছি না? কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী চলতে লজ্জা বা বিরক্তি বোধ করছি না?

পশ্চিমা দর্শন অনুসারে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঘুম মানুষের জন্য উপকারী। বাস্তবেও যদি তাই হতো তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের একাধিক স্থানে এর বিপরীত কিছু করার প্রতি উৎসাহ দিতেন না। কেননা, আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের দিকে আহ্বান করতে পারেন না।

আল্লাহর কসম! আমরা যদি গভীর মনোযোগ দিয়ে কুরআন পড়ি এবং সেই আলোকে নিজেদেরকে প্রশ্ন করি—'দৈনন্দিন জীবন আমরা কীভাবে যাপন করব?' তাহলে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একজন মুমিন ও অন্তঃসারশূন্য পশ্চিমা দর্শনের প্রবক্তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পার্থক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে!

যে-সকল যুবককে বলতে শোনা যায়—'আমি কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত না, এ ব্যাপারে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই; এটা কঠিন; আমার মনে হয়, আমি এটা করতে পারব না'—তাদেরকে বলছি—ভাই আমার, প্রথমেই আপনি এ কাজের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর শুরু করেন। আজকের দিনটিই হোক আপনার কিয়ামুল লাইল ও রাত্রিজাগরণের প্রথম দিন। এক মুহূর্তও দেরি করবেন না, প্লিজ!

বিশ্বাস করুন, আপনি এতে অপার্থিব স্বাদ অনুভব করবেন। এই স্বাদ কেবল মহান আল্লাহ তার দিকে অগ্রসরমাণ বান্দাদেরই দান করে থাকেন। আল্লাহর প্রিয়ভাজন অনেক বান্দাই তাদের এই অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর বরাতে ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আহ! ইবাদতের সেই

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

শুরুলগ্নটা যদি আবার ফিরে পেতাম!'[১]

কিয়ামুল লাইল ও রাত্রিজাগরণে আপনাকে অভিনন্দন! আপনার শুরুটা আনন্দঘন হোক।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে কিয়ামুল লাইলের দুটি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একটি হলো ঈশার সালাত আদায়ের মাধ্যমে ফরজ কিয়াম। আর অপরটি হলো তাহাজ্জুদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কিয়াম; কিন্তু কতক মুফাস্‌সির কিয়ামুল লাইলের এই বিভাজনটি বুঝতে ভুল করেছেন। তাই তারা এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে যে-কোনো একটির সঙ্গে বিশিষ্ট করেছেন। কেউ বলেছেন, কিয়ামুল লাইল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইশার সালাত। আবার কেউ বলেছেন, তাহাজ্জুদের সালাত।

তবে এ ব্যাপারে যথাযথ মত এই যে, কিয়ামুল লাইল সংক্রান্ত আয়াতগুলো উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হবে। সুনির্দিষ্টভাবে শুধু ইশা কিংবা শুধু তাহাজ্জুদের সঙ্গে এগুলোকে বিশিষ্ট করা যাবে না। অবশ্য পূর্ববর্তী অনেক তাফসিরকারক কিয়ামুল লাইলের ব্যাখ্যায় নিছক উদাহরণ হিসেবে শুধু ইশা বা শুধু তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তারা আয়াতগুলোকে যে-কোনো একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনেকেই তাদের এই উদাহরণকে আয়াতের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর মনে করে ভুলের শিকার হয়েছেন।

ইমাম ইবনু আতিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ[২] তদীয় *উয়ূনু উলূমিল কুরআন* গ্রন্থে পূর্ববর্তী তাফসিরকারকদের উপর্যুক্ত নীতি উল্লেখ করে বলেন, 'সালাফগণ কিয়ামুল লাইল সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় অনেক সময় নিছক উদাহরণ হিসেবে ইশা কিংবা তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু পরবর্তীরা তাদের এই খণ্ডিত উদাহরণকে পূর্ণাঙ্গ তাফসির মনে করেছেন।'[৩]

কেউ যদি পরবর্তী মুফাস্‌সিরদের অজস্র তাফসির গ্রন্থের মধ্য হতে কেবল *যাদুল মাসীর* অধ্যয়ন করেন, তাহলে তিনি ইবনু আতিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর উপর্যুক্ত কথাটির যথার্থতা বুঝতে পারবেন। ইবনু আতিয়াহ তার এই মতের কারণে বিখ্যাত হয়েছেন

[১] *মাদারিজুস সালিকীন* : ৮০৯।

[২] মৃত্যু : ৫৪২ হিজরী।

[৩] *আল-মুহাররার আল-ওয়াজীয,* খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এবং এটিকে তাফসীর শাস্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি হিসেবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে এই নীতির যথার্থতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

সালাফদের তাফসীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কুরআনে বর্ণিত যে-সকল শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে, সালাফগণ শ্রোতার অবস্থা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে উদাহরণ হিসেবে সেগুলোর যে-কোনো একটি অর্থ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তারা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটিকে একটি অর্থের জন্য সুনির্দিষ্ট করে ফেলেছেন।'[1]

বিষয়টি সম্যকরূপে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ তুলে ধরছি, কুরআনে বর্ণিত— وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ—এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় সালাফদের অনেকে অনেক রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কেউ বলেছেন— 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ'। আবার কেউ বলেছেন—'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত'। ইত্যাদি।

এখন পরবর্তী কোনো মুফাস্‌সির যদি মনে করেন, এগুলো উপর্যুক্ত আয়াতের পূর্ণাঙ্গ তাফসির, তবে তিনি নির্ঘাত মারাত্মক ভুল করবেন। কেননা, সালাফগণ— وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ—এর ব্যাপক অর্থকে এই আপেক্ষিক মতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাননি; বরং শ্রোতার অবস্থা ও প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে এগুলোকে নিছক উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন।

যে-ব্যক্তি তাফসিরের এই মূলনীতি বুঝতে পারবে, তার কাছে তাফসীরের ক্ষেত্রে মতভেদের পরিসরটা সংকীর্ণ হয়ে আসবে। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, কোনটা মৌলিক মতবিরোধ, আর কোনটা উদাহরণের বিভিন্নতা।

অনেক হলো! এবার তাহলে মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমাদের জীবনে কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিজাগরণের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। কেননা, রাত হলো ঐশী-দানে সিক্ত হওয়ার শুভমুহূর্ত। গভীর রাতে বান্দা যখন বিছানা ত্যাগ করে, পবিত্র হয়ে মহান রবের সামনে দণ্ডায়মান হয় কিংবা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখনই মূলত তার সাহায্য ও অনুগ্রহপ্রাপ্তি শুরু হয়। সে আল্লাহর অশেষ দয়ায় রিযিক, ইলম, তাওফীক ও হিদায়াত লাভ করতে থাকে।

---

[১] *ফাতাওয়া,* খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

কারণ, রাত মানেই উন্মুক্ত দানের স্বর্ণালি মুহূর্ত। আর এই দানের ধারা একবার শুরু হয়ে গেলে আর কখনও বন্ধ হয় না। কেউ বন্ধ করতেও পারে না। মহান আল্লাহ এই অবিরত দানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

আল্লাহ মানুষের জন্য কোনো অনুগ্রহ খুলে দিলে, তা ধরে রাখার কেউ নেই।[১]

হে আল্লাহ, হে গভীর রাতের অতন্দ্র প্রভু, আপনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে না থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায় আপনাকে ডেকে যায়—

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

তারা শয্যা ত্যাগ করে; ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে।

[১] সূরা ফাতির, আয়াত : ২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আমাদের সমাজ কি রাসূলের সমাজ থেকেও উত্তম?

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলাম ও সম্পাদকীয় লেখেন। তার লেখায় মানুষকে মুগ্ধ করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তিনি মুহূর্তেই প্রচণ্ড সংশয়পূর্ণ বিষয়ে পাঠককে আশ্বস্ত করে ফেলতে পারেন। তবে তার একটি মুদ্রাদোষ এই যে, তিনি কোনো চিন্তা প্রচার করতে চাইলে কিংবা কোনো মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সংলগ্ন-সংলগ্ন—সকল উৎস থেকে তথ্য সরবরাহ করেন। এরপর বিনয়-বিগলিত হয়ে বলেন—'এসব করতে হবে শারয়ী সীমারেখায় থেকে'।

অথচ এই তিনিই আবার বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষ আলোচনা-সভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন—

> **বিশ্বায়নের এই যুগে ধর্মনিরপেক্ষতাই একমাত্র সমাধান। ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঐচ্ছিক রাখতে হবে। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাকে পাশ কাটিয়ে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। উন্নতি ও অগ্রগতির তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্য ব্যক্তিগত পরিসরে ধর্ম খুবই সম্মানজনক ও আবেদনময়। তবে এর আবেদনকে ব্যক্তিগত অনুশীলনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

সহজ করে বললে, তিনি সাধারণ রচনায় ইসলামীকরণের কথা বলেন। মস্তিষ্ক-প্রসূত কোনো সমাধান দিলেও শেষে লিখে দেন—'এসব করতে হবে শারয়ী সীমারেখায় থেকে'। অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষ সভাগুলোতে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান করেন। তার এই স্ববিরোধী অবস্থানের কারণে একদিন তার সহমতাবলম্বী এক ভদ্রলোককে বলেই ফেলি—'আমি নিশ্চিত যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এই কলাম লেখক চিন্তানৈতিক নিফাকের[১] শিকার।'

কিন্তু ভদ্রলোক আপত্তি করে বলেন—লেখক তো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-য় বিশ্বাস করে। সালাত আদায় করে। সাওম পালন করে। দান-সাদাকাও করে! এরপরও কি আপনি তাকে নিফাকের দোষে দুস্ট বলবেন? আপনার কাছে কি এ ব্যাপারে কোনো যৌক্তিক প্রমাণ আছে?

আমি অস্বীকার করব না যে, ভদ্রলোকের এই জোরালো প্রতিবাদে আমি কিছুটা ভড়কে যাই এবং সম্মানহানীর ভয়ে চুপ থাকি। তবে এই ঘটনার পর থেকে আমি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে কুরআন পড়তে শুরু করি। কুরআনে মুনাফিকদের যে-সকল চিত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো গভীরভাবে লক্ষ করি। তাদের সুপ্ত অনুভূতি ও মস্তিষ্কের মানচিত্র অধ্যয়ন করি। সর্বোপরি মুসলিম সমাজে তাদের অবস্থান ও বিচরণের ধরন অনুধাবনের চেষ্টা করি।

তখন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করি যে, পবিত্র কুরআনও বলছে—মুনাফিকরা সালাত আদায় করে। যাকাত প্রদান করে। আল্লাহর যিকির করে। অন্যান্য ইবাদতও যথাসম্ভব পালন করে। কুরআনের ভাষায়—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনিই তাদের ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়—শুধু লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।[২]

ইয়া আল্লাহ, মুনাফিক সালাত আদায় করে! আবার যিকিরও করে! তারপরও তাকে 'মুনাফিক' অভিধায় ভূষিত করা যায়?!

---

[১] নিফাক একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কপটতা, দ্বিচারিতা, মুনাফেকী, অন্তরে এক রকম ধারণা পোষণ করা এবং বাইরে অন্য রকম প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, অন্তরে কুফরি গোপন রেখে মুখে ঈমানের কথা বলা বা স্বীকার করা এবং লোক দেখানোর জন্য বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানাদি বা ইবাদত পালন করা। যে-ব্যক্তি এরূপ করে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুনাফিক' বলা হয়।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ মুনাফিকের সালাতের অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ

এবং তারা সালাতে উপস্থিত হয় কেবল শৈথিল্যের সাথে।[১]

অধিকন্তু পবিত্র কুরআন মুনাফিকদের দান-সাদাকারও বর্ণনা দিয়েছে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

বলুন, 'তোমরা ইচ্ছাকৃত ব্যয় করো অথবা অনিচ্ছাকৃত, তোমাদের কাছ থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয় তোমরা হলে ফাসিক সম্প্রদায়'।[২]

শুধু তাই নয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে নিফাক দ্বারা পরীক্ষা করেন, সে সালাত আদায়ে ভীষণ কষ্ট অনুভব করে। এজন্য সে সর্বদা শেষ সময়ে সালাত আদায় করতে চায়। ইতোপূর্বে আমরা এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোকপাত করেছি। *সহীহ মুসলিমে* বর্ণিত আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি উল্লেখ করেছি। সেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

এটা মুনাফিকের সালাত। সে বসে বসে সূর্য দেখে। যখন সূর্যটা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে চলে আসে তখন উঠে গিয়ে মাটিতে চারটা ঠোকর মারে। এ সালাতে সে আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।[৩]

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৫৪।

[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ৫৩।

[৩] *সহীহ মুসলিম* : ৬২২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

হাদীসটি আরেকবার পড়ুন। দেখবেন, ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠবে। কারণ, এ হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ ওয়াক্তে আদায়কৃত সালাতকে মুনাফিকের সালাত বলে গণ্য করেছেন। অথচ সালাতটা ওয়াক্তের মধ্যেই একটু বিলম্বে আদায় করা হয়েছে। সুতরাং, ওয়াক্তের মধ্যে বিলম্বে আদায়কৃত সালাত যদি নিফাকের লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে যে-ব্যক্তি নিয়মিত ওয়াক্তের বাইরে সালাত আদায় করে তার কী অবস্থা হবে? তার এই বিলম্বিত সালাত কি প্রমাণ করে না যে, তার মধ্যে নিফাকের বীজ লুকিয়ে রয়েছে!

এর চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার এই যে, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের বিদ্রূপ করেছিল এবং সে-কারণে মহান আল্লাহ যাদের কাফির বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাদের বক্তব্য হলো—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... ﴿٦٦﴾

আর আপনি তাদের প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?' 'তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ'।'[১]

আয়াতে বর্ণিত চরিত্রের লোকগুলো হয়তো অনেক ভালো কাজ করত। ইবাদত-বন্দিগীতেও হয়তো পর্যাপ্ত সময় দিত; কিন্তু পাশাপাশি তারা নবীজি ও তার সাহাবীদের নিয়ে উপহাস করত। তারা ভাবত, এটা তাদের নিছক বিনোদন; কিন্তু তারা একবারের জন্যও ভেবে দেখত না যে, তাদের এই অনৈতিক বিনোদন কুফরির পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হচ্ছে।

আগে ভাবতাম, মুনাফিক নিশ্চয় জানে যে, সে 'মুনাফিক'; কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াতটি জানার পর আমার সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আমি গভীর বিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, মুনাফিক নিজেও তার পরিচয় জানে না। তার মধ্যে নিফাকের সংক্রমণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো ধারণা রাখে না। সে ঠাট্টাচ্ছলে যাচ্ছেতাই বলে এবং

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৬৫-৬৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে মুনাফিক হয়ে যায়!

আরও মনে করতাম, নিফাক একটা সুচিন্তিত 'সিদ্ধান্ত'। যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে বাহ্যিকভাবে ইসলামের বেশভূষা ধারণ করে। আচার-অনুষ্ঠান পালন করে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও চক্রান্তমূলক মনোভাব পোষণ করে।

আরও ভাবতাম, নিফাক একটা বড় ধরনের চক্রান্ত। সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই চক্রান্ত বাস্তবায়িত হয়; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে, আমরা যে-সকল ব্যাপারকে অতি তুচ্ছ বলে ভাবি, সেগুলোই নিফাকের গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে!

একটু ভেবে বলুন তো, আপনি কি এমন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেন, যারা এই মর্মে শপথ করে যে, তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ গরীবদের দান করবে; কিন্তু ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তারা সেই শপথের কথা ভুলে যায়; তাদের মনে কৃপণতার উদ্রেক হয় এবং এ কারণে তারা নিফাকের শিকার হয়?!

আপনি এমন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করতে না-পারলে, নিচের আয়াতটি অন্তত তিলাওয়াত করুন—

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝٧٥ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝٧٧

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল, 'আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা অবশ্যই সাদাকা দেব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতঃপর যখন তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহ হতে দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। এর অব্যবহিত পরেই তিনি তাদের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে দিলেন—আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত—তারা আল্লাহর কাছে যে-অঙ্গীকার করেছিল, তা ভঙ্গা করার কারণে এবং তারা যে-মিথ্যা বলেছিল সে-কারণে।[১]

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৫-৭৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

একটু খেয়াল করুন, আল্লাহর প্রতি তাদের এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা দান করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধও হয়েছিল। এই অঙ্গীকারের পর শুধু অর্থ-দানে কার্পণ্য করেছিল। আর এতেই তাদের অন্তরে নিফাকের সংক্রমণ হয়েছিল! এই নিফাক সৃষ্টি হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী—'কার্পণ্য-এর অব্যবহিত পরেই তাদের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি হয়েছিল।'

এই নিফাক সৃষ্টির পেছনে কার্পণ্যের বাইরেও আর কিছু কারণ থাকতে পারে। কারণ, কেউ তো আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয়নি যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে যে-সকল বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোতে অবহেলা করলে আমাদের মধ্যে নিফাক সৃষ্টি হবে না। অনুরূপ কেউ তো আমাদের এই নিরাপত্তাও দেয়নি যে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যে-সকল বিষয় নিষিদ্ধ, সেগুলো লঙ্ঘন করলেও আমাদের হৃদয়ে নিফাকের সংক্রমণ ঘটবে না!

অধিকন্তু যারা কাফিরদের হীন অবস্থানের বর্ণনা সংবলিত আয়াত পাঠ কিংবা শ্রবণ করা সত্ত্বেও তাদের মতাদর্শকে সম্মান করে এবং সেগুলোকে ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার সমতুল্য জ্ঞান করে—তারা কীভাবে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তাদের মধ্যে নিফাকের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে না?

অনুরূপ যারা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বাধাপ্রদান এবং সম্পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ-সূচক আয়াত জানা সত্ত্বেও ফ্রি-মিক্সিংয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ উদারতা দেখায়—তারা কীভাবে নিরাপদ বোধ করে যে, তাদের মধ্যে নিফাকের সঞ্চার হবে না?

ঠিক একইভাবে যারা পূর্ববর্তীদের পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং তাদের প্রতি নিঃশর্ত সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ-সূচক আয়াত ও বিধান জানার পরও মুখ ফসকে বলে ফেলে—'সালাফদের কর্মপন্থা অনুসরণে আমরা বাধ্য নই'—তারা এই নিশ্চয়তা কোত্থেকে পেল যে, এতে তাদের মধ্যে নিফাকের বিস্তার ঘটবে না?

তাছাড়া যারা বিরোধ-বিতর্ক সৃষ্টি হলে কুরআনের মূলপাঠে ফিরে আসার নির্দেশ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় কুরআনের একটি ভাষ্যকে অন্য ভাষ্যের বিপরীতে দাঁড় করায়; একটির মাধ্যমে অন্যটিকে অকার্যকর করার চেষ্টা করে এবং কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে কিছু বলা হলে নির্লিপ্তভাবে বলে, 'এতে মতভেদ রয়েছে'—তারা কীভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, এই গর্হিত মানসিকতার কারণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

তাদের মধ্যে নিফাকের মরীচিকা জেগে উঠবে না?

আর যারা সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ভ্রষ্টদের সঙ্গ ত্যাগের ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ জানা সত্ত্বেও অহর্নিশি বলে বেড়ায় যে, এ ধরনের মানসিকতা রাষ্ট্রীয় বিভেদ সৃষ্টি করে; তাই আমাদের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে ধর্মের বেড়াজাল তুলে ফেলতে হবে—তারা কি ঘুণাক্ষরেও এই আশঙ্কা করে না যে, তাদের মধ্যে নিফাকের সয়লাব ঘটতে পারে?

এই ভয়ানক গোঁড়ামি, কুফর-প্রীতি ও পরিত্যাজ্য মানসিকতা সত্ত্বেও কেন তারা এই আশঙ্কা করে না যে, যে-কোনো সময় তাদের মধ্যে নিফাকের সংক্রমণ ঘটতে পারে?

যখন দেখি, কোনো ব্যক্তি সাদাকা প্রদানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর নিছক কৃপণতা করলেই তার ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন—

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ...﴿٧٧﴾

পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করেন—তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত।[১]

তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা কেন নিফাকের ব্যাপারে এতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন!

উল্লেখ্য যে, নিফাকের ব্যাপারে সাহাবীদের উদ্বিগ্নতার কথা উল্লেখ করে ইবনু আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। সেখানে তিনি বলেন—'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন ত্রিশজন সাহাবী পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করতেন।'[২] আমি মনে করতাম, তাদের এই উদ্বিগ্নতার প্রধান কারণ হলো মাত্রাতিরিক্ত আল্লাহভীতি।

কখনও আবার এমনও ভাবতাম যে, নিফাকের ব্যাপারে সাহাবীদের এই সতর্কতা ও উদ্বিগ্নতা ঐচ্ছিক—মুস্তাহাব পর্যায়ের; কিন্তু—فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ—

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৭।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এই আয়াতটি পড়ার পর থেকে মনে হচ্ছে, তাদের সামনে এই আয়াতের ভয়াবহ বাস্তবতা দেদীপ্যমান ছিল। তাই তারা খুব সহজেই বুঝতে পারতেন যে, নিফাক মূলত বেশকিছু কাজ ও আচরণের অনিবার্য পরিণতি; সুচিন্তিত কোনো সিদ্ধান্ত নয়।

সহজ কথায়, মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই অনেক সময় এমন আচরণ বা উচ্চারণ করে ফেলে, যা সরাসরি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়! এভাবেই তার মধ্যে নিফাকের সংক্রমণ ঘটে। এজন্য সচেতন মানসিকতার প্রয়োজন হয় না।

অধিকন্তু কুরআন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে যে, তারা সালাত আদায় করে। যাকাত প্রদান করে। এমনকি মহান আল্লাহর যিকিরও করে; কিন্তু তাদের অপরিণামদর্শী কিছু কাজের কারণে এতসব নেক আমলও তাদেরকে নিফাকের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

এখন কথা হলো, আমরা কি মুনাফিকদের সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারব? মুনাফিক কি প্রচ্ছন্ন একটি চরিত্রের নাম? নিফাক কি হৃদয়ের সুপ্ত একটি অবস্থা? চলুন, পবিত্র কুরআনের আলোকে আমরা প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করি এবং সদুত্তর জানার চেষ্টা করি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, মুনাফিকরা বহুরূপী। তাদের অনেকে চরিত্রটাকে ইসলামের ছদ্মাবরণে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে। ফলে তাদের চেনা যায় না। অনেকে আবার আপন ঘরানার লোকদের কাছে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে; কিন্তু জনসম্মুখে জানান দেয় না। অনেকে আবার কথাবার্তার মাধ্যমে নিজেদের নিফাক প্রকাশ করে। নিচের আয়াতটি পড়লেই তাদের কথাবার্তার নিফাক সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি ধারণা পাওয়া যাবে। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

আর আমি ইচ্ছে করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম; ফলে আপনি তাদের লক্ষণ দেখে তাদের চিনতে পারতেন। তবে আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবেন।[১]

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এজন্যই সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম চিন্তা-চেতনা ও বাচনভঙ্গির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে অনেক মুনাফিককে চিনতে পারতেন। এ ব্যাপারে *সহীহ বুখারী*-তে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে কাব ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

“

إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাবুকযুদ্ধে গমনের) পর আমি যখন লোকালয়ে বের হতাম এবং মানুষের মাঝে বিচরণ করতাম তখন এ কারণে খুব কষ্ট পেতাম যে, নিফাকে নিমজ্জিত ব্যক্তি কিংবা আল্লাহর দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য ওজরগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত সুস্থ-সবল কাউকে দেখতে পেতাম না।[১]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ ও সমাজেও মুসলিম নামধারী বেশকিছু মুনাফিক ছিল। তাদের কেউ নিফাকের চোরাবালিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। আবার কেউ সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল!

সুতরাং, আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা যদি সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে মুনাফিক বলতে পারেন, তাহলে একথা বলা কীভাবে সম্ভব যে, বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না; কারণ, নিফাক একটি আত্মিক ব্যাধি ও নিরাকার চরিত্র?

জামাআতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে *সহীহ মুসলিম*-এ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

“

وَلَوْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ

আমরা দেখতাম, কেবল চেনা-জানা মুনাফিক ব্যক্তিরাই জামাআতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকত।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪৪১৮।

[২] *সহীহ মুসলিম* : ১৫১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

উপর্যুক্ত হাদীসের—'চেনা-জানা মুনাফিক'—থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম সুনির্দিষ্টভাবে বেশকিছু মুনাফিককে চিনতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ নিফাককে নিছক আত্মিক ব্যাধি বা নিরাকার চরিত্র মনে করতেন না!

অধিকন্তু নিফাককে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় আত্মিক ব্যাধি কিংবা নিরাকার চরিত্র মনে করা প্রকারান্তরে কুরআনে বর্ণিত বেশকিছু বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কেননা, কুরআনে মুনাফিকদের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যদি বলি যে, বর্তমানে সুনির্দিষ্টভাবে মুনাফিক শনাক্ত করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এই বিধানগুলো অকার্যকর হয়ে পড়বে। নিচে আমরা এ ধরনের বেশকিছু বিধান তুলে ধরছি—

এক. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের দুই জায়গায়[১] মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...۝٧٣

হে নবী, আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হন।[২]

আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুনাফিকদের সাথে কেবল তখনই জিহাদ করা সম্ভব যখন তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে চেনা যাবে। আর যদি কোনোভাবেই তাদেরকে চেনা না যায় তবে কুরআনের উপর্যুক্ত বিধানটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। অথচ আমরা জানি, জিহাদের বিধান শাশ্বত ও চিরন্তন।

দুই. মুনাফিকদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বলা হয়েছে। বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিষয়ে কেবল তখনই বিভক্তি দেখা দেয় যখন কিছু মানুষ মুনাফিকদের হিদায়াতের আশায় তাদের সাথে জিহাদ করার ব্যাপারে নমনীয় হয়। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

[১] সূরা তাওবা এবং সূরা তাহরীম-এ।

[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩; সূরা তাহরীম, আয়াত : ৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ... ﴿٨٨﴾

অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু-দল হয়ে গেলে? বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাও?[১]

সুতরাং, মুনাফিকদের যদি চেনাই না-যায়, তাহলে সুনিশ্চিতরূপে তাদের ব্যাপারে বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারটি অবান্তর বলে প্রমাণিত হয়। অথচ কুরআন এমন ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র!

তিন. মুনাফিকদের কথায় কান দিতে কিংবা তাদের চাপে বাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ... ﴿١﴾

হে নবী, আপনি আল্লাহর সাথে তাকওয়া অবলম্বন করুন আর কাফির-মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না।[২]

চার. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুনাফিকদের থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে এবং সর্বদা তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় অনুগত গুপ্তচর রয়েছে।[৩]

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৮৮।

[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ১।

[৩] সূরা তাওবা, আয়াত : ৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

এক কথায়, পবিত্র কুরআনে মুমিন ও মুনাফিকদের আচরণবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। কাজেই মুনাফিকদের চেনার আদৌ কোনো সুযোগ নেই বললে মূলত উপর্যুক্ত বিধি-বিধানকে অকার্যকর বলে গণ্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এ কারণে কোনো সাধুপুরুষকে যদি দেখেন যে, তিনি তাকওয়া ও আল্লাহভীতির দোহাই দিয়ে মুনাফিক চিহ্নিত করার গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন, তাহলে সুনিশ্চিতরূপে জানবেন যে, তিনি আল্লাহভীতির নামে আল্লাহদ্রোহিতা করছেন। কুরআনে বর্ণিত মুমিন ও মুনাফিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন এবং সেগুলোকে অবান্তর ও অকার্যকর ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

এবার মূলে ফিরে আসি। 'আমাদের সমাজ কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজ থেকেও উত্তম'—এই শিরোনামের সঙ্গে উপর্যুক্ত দীর্ঘ আলোচনার যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

এই দীর্ঘ আলোচনার পেছনের কারণটি হলো, একদিন *সহীহ বুখারী* পড়তে গিয়ে একটি হাদীসে চোখ আটকে যায়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, একদা হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু মসজিদের একটি মজলিসে উপস্থিত হন। ওই মজলিসে বেশ কয়েকজন তাবেয়ীও উপস্থিত ছিলেন। বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী—

❝

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ

আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার আব্দুল্লাহর মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় হুযাইফা সেখানে উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে বলেন, 'তোমাদের চেয়ে উত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিফাকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।'[১]

আর বলাবাহুল্য যে, হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এই কথার মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন সমাজের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে বলতে চেয়েছেন যে, যে-যুগে ওহী নাজিল হতো এবং যে-সমাজের মানুষের সামনে মুজিযা প্রকাশ পেত—সেই যুগ ও সমাজের

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪৬০২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মানুষের মধ্যেই যদি নিফাকের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে তাহলে তোমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা কতটা শোচনীয় হতে পারে!

এই যদি হয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অব্যবহিত পরের যুগের অবস্থা তাহলে আমাদের যুগের ব্যাপারে কী বলবেন?

বাস্তবিক অর্থেই হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্য বলেছেন। আমাদের চেয়ে উত্তম সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিফাকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। কাজেই কোনো যুক্তিতেই আমরা বর্তমান সময়ে মুনাফিকদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

পরিতৃপ্তি

কোনো অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে যিকিরের শব্দ শুনলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। হৃদয়ের আঙিনা প্রসারিত হয়। সমগ্র সত্তায় অপার্থিব শান্তির হিমেল হওয়া বয়ে যায়। যিকিরের মৃদু শব্দে চারিদিকের কোলাহল নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়। আমি তখন প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও একাকিত্বের স্বাদ অনুভব করি। সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে নির্ভার মনে করি।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ কণ্ঠে উচ্চারিত 'সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!'-এর অস্ফুট আওয়াজ শোনামাত্রই হৃদয়ে এ অনুভূতির সঞ্চার হয়। অধিকন্তু তাদের যিকিরের এই আওয়াজকে সম্মান জানিয়ে চারপাশের পরিবেশ ক্রমশ নীরব হয়ে আসে। বিশেষত তারা যখন রাতের শেষভাগে তাসবীহ পাঠ করে, তাহাজ্জুদে কুরআন তিলাওয়াত করে, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দুআ-মুনাজাত করে কিংবা ফজরের আযানের আগ-মুহূর্তে মসজিদে গমন করে তখন অপার্থিব তন্ময়তা প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

এর চেয়েও তৃপ্তি ও আনন্দের বিষয় এই যে, তাদের মধ্যে সবসময় সন্তুষ্টি ও আত্মিক পরিতৃপ্তি বিরাজ করে। এ কারণে তাদের চিন্তা হয় বৃষ্টির নিটোল জলের মতো স্বচ্ছ। হৃদয় হয় আকাশের মতো ব্যাপ্ত ও উন্মুক্ত। আর আত্মিক পরিতৃপ্তি হয় প্রেমাস্পদের বুকে মাথা রাখার মতো নিশ্চিন্ত। যে-সকল ইবাদতগুজার বৃদ্ধের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদেরকে অন্তত আমি এমনই পেয়েছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আরও স্পষ্ট করে বললে, 'তাসবীহ' পাঠের সাথে 'আত্মিক প্রশান্তি'র সম্পর্কের ব্যাপারটি দীর্ঘদিন আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। একদিন সূরা ত্ব-হা'র ১৩০ নম্বর আয়াতটি আমার এই অজ্ঞতা দূর করে দেয়। আমার সামনে তাসবীহ পাঠ ও আত্মিক প্রশান্তির সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরে। আল্লাহ তাআলা এই আত্মিক প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন এবং রাতের বিভিন্ন অংশেও তাসবীহ পাঠ করুন। এমনকি দিনের প্রান্তসমূহেও—যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।[১]

আয়াতে দেখা যাচ্ছে, মহান আল্লাহ সারাটা দিনজুড়ে তাসবীহ পাঠের আদেশ করেছেন—সূর্যোদয়ের আগ থেকে শুরু করে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এরপর সূর্যাস্তের পর থেকে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত। দিন বা রাতের কোনো অংশ কি তাসবীহ পাঠের এই নির্দেশনার বাইরে পড়েছে? পড়েনি; বরং দিন ও রাতের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে তাসবীহের সর্বোচ্চ রূপ তথা সালাত আদায় করতে বলেছেন এবং এর প্রতিদানস্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও পরিতৃপ্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

একবার আমি উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত তাসবীহ ও আত্মিক প্রশান্তির সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে এক বন্ধুর সাথে আলোচনা করছিলাম। তখন সে আমাকে জানায় যে, শুধু এই আয়াতেই নয়; অন্য আরেকটি আয়াতেও তাসবীহ ও আত্মিক প্রশান্তির সম্পর্কের এই চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

[১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর অবশ্যই আমি জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়; কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।[১]

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, উপর্যুক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাসবীহ পাঠ করাকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও অপ্রসন্নতার প্রতিষেধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং, দুঃখ-কষ্টে যাদের হৃদয় উপচে পড়ছে কিংবা আত্মিক ও মানসিক কষ্ট গোপন রাখতে গিয়ে যাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, তাদের একমাত্র চিকিৎসা হলো কুরআনে নির্দেশিত সময়গুলোতে তাসবীহ পাঠ করা। কেননা, তাসবীহ পাঠের মধ্য দিয়েই মূলত হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয় এবং মানসিক যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

যতবারই নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করি—ততবারই ভাবি, 'ওই সত্তা কতই-না মহান—যিনি দগ্ধ ও পীড়িত হৃদয়গুলোকে তাসবীহের ঝরনাধারা থেকে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন'।

এক.

وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

রাতে এবং দিনের বিভিন্ন অংশে আপনি তাসবীহ পাঠ করুন। তবেই আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন।[২]

দুই.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৯৭-৯৮।

[২] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর অবশ্যই আমি জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়; কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।[১]

দিন-রাত পেরিয়ে যায়। বছর গড়িয়ে যায়। দুঃখ-শোকে হৃদয়-মন ছেয়ে যায়। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকি। তবুও দিন-রাতের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে 'তাসবীহ' পাঠ করি না। কী ভয়াবহ ক্রান্তিকাল চলছে আমাদের! আমরা একবারও ভেবে দেখি না, জীবনের যে-সময়টা মহান আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠ ব্যতীত কেটে যাচ্ছে, তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে!

তাই দিনের শেষ বেলায় এসে অন্তত একবার বলি—

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

> **আল্লাহর সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করছি। এ মহিমা তাঁর সৃষ্টির সমান-সংখ্যক। তাঁর মর্জি-মাফিক। তাঁর আরশের ওজন-পরিমাণ এবং তাঁর বাণী ও বিধানের সমান।**

বস্তুত মহান আল্লাহ আমাদের সময় দিয়ে পরীক্ষা করেন। সময় একবার চলে গেলে আর কখনও ফিরে আসে না। কক্ষনো না! ঘড়ির কাঁটাটা অনবরত চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

জীবনের যে-সময়গুলো চলে যাচ্ছে, আমরা কি তাতে তাসবীহ পাঠ করছি, অন্য কোনো নেক আমল করছি? নাকি সময়টা অনর্থক কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় গল্পগুজবে নষ্ট করছি? বিভিন্ন টিভি-শো দেখে কিংবা ইন্টারনেটে নিউজফিড স্ক্রল করে কাটিয়ে দিচ্ছি?

একদিকে আমরা অলস সময়যাপন করছি, তাসবীহ পাঠ ও আল্লাহর অন্যান্য যিকির থেকে বিরত থাকছি, অপরদিকে কুরআন আমাদের এই বিস্ময়কর তথ্য দিচ্ছে যে, আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বসবাস করছি, যেখানে আমাদের চারপাশের সবকিছু অনবরত তাসবীহ পাঠ করে চলেছে। কুরআন বিভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টিকূলের এই

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৯৭-৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

তাসবীহ পাঠ করার তাৎপর্যবহ দৃশ্য তুলে ধরেছে।

মেঘের তাসবীহ পাঠের বর্ণনায় কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

আর মেঘের গর্জন তার সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করে।[১]

পর্বতমালা ও পাখ-পাখালির তাসবীহ পাঠের বর্ণনায় কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

আর আমি পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।[২]

শুধু তাই নয়, আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন যে, সৃষ্টিকুলের সবকিছু আল্লাহর নামে তাসবীহ জপে। আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যত সৃষ্টি আছে, তারা সবাই সর্বদা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে; কিন্তু আমরা তাদের স্বর, শব্দ ও ভাষা বুঝতে পারি না। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...﴿٤٤﴾

সাত আসমান, জমিন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পারো না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৩]

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ১৩।

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭৯।

[৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৪৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আল্লাহ আমাদের আরও জানিয়েছেন যে, প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর নামে তাসবীহ জপার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ...

আপনি কি দেখেন না যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান পাখিরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে, তার ইবাদত ও মহিমা ঘোষণার স্বতন্ত্র পদ্ধতি। আর তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[১]

অনেকেই মনে করেন, সৃষ্টিকুলের এই তাসবীহ পাঠের বর্ণনা রূপকার্থে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে কেউ এভাবে তাসবীহ পড়ে না! তাদের এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিশুদ্ধ মতানুসারে প্রকৃত অর্থেই তারা তাসবীহ পাঠ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বটেই; অনেক সময় তার সাহাবীরাও কদাচিৎ কোনো কোনো সৃষ্টির তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেতেন। *সহীহ বুখারী*-তে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন—'আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যসামগ্রীর তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেতাম।'[২]

অবশ্য সাহাবীরা যে সবসময়ই এভাবে সৃষ্টিকুলের তাসবীহ শুনতে পেতেন, তা নয়; বরং তারা বিশেষ মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট কিছু সৃষ্টির তাসবীহ-ই শুনতে পেতেন। অধিকাংশ সৃষ্টির তাসবীহ পাঠের শব্দই তারা শুনতে পেতেন না। শুনলেও বুঝতে পারতেন না। কারণ, তাদের তাসবীহ পাঠের স্বতন্ত্র নিয়ম ও ভাষা আছে। এই নিয়ম ও ভাষার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

কিন্তু তোমরা তাদের মহিমা ঘোষণা বুঝতে পারো না।

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৪১।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩৫৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ সৃষ্টিকুলের এই ভাষা বুঝতে পারার বিশেষ যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ তো জড় বস্তুকেও বিশেষ ভাষা দিয়েছেন। খুব সামান্য-সংখ্যক মানুষই তাদের এই ভাষা বোঝে। সেই সামান্য কয়েকজন মানুষের একজন ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালাম। তার এই অসামান্য যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

(আমি পর্বতমালাকে বললাম,) হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে বারবার আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং পাখিদেরকেও (একই কথা বললাম)।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

আমি পর্বতমালাকেও দাউদের সাথে নিয়োজিত করেছি। সেগুলো তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করে।[২]

হাদীসেও জড়বস্তুর ভাষা বুঝতে পারার বিশেষ যোগ্যতার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের মুঠোয় রাখা পাথরের টুকরোর তাসবীহও শুনতে পেতেন। এছাড়াও ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যসামগ্রীর তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেতাম।

অনুরূপ আবুদ-দারদা ও সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কেও বর্ণিত আছে, তারা ডেগচির তাসবীহ পড়ার আওয়াজ শুনতে পেতেন। সর্বোপরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

[১] সূরা সাবা, আয়াত : ১০।

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

"

إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ

নবুওয়াত-লাভের পূর্ব থেকেই মক্কার একটি পাথর আমাকে সালাম দেয়। সেই পাথরটি আমি এখনও চিনি।[১]

চাইলে এ ধরনের আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যায়। তবে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নিবৃত্ত থাকছি।

মোটকথা, মহান আল্লাহ যাকে বিশ্বাসের অনন্য সম্পদ দান করেছেন, সে যখন কুরআনের দৃশ্যাবলি কল্পনা করে তখন তার দৃষ্টিপথে সেগুলোর স্বরূপ ভেসে ওঠে। সে চোখ ভরে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু দেখে। অনিমেষ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে দৃষ্টি মেলে। হাত বাড়িয়ে অদূরের গাছপালা ও তরুলতা ছুঁয়ে দেখে। দলবেঁধে শূন্যে উড়ে যাওয়া পাখিদের অপরূপ দৃশ্য দেখে। পাখিদের ডানা মেলা ও সঙ্কোচন করা দেখে অভিভূত হয়।

মহাসাগরের তলদেশে বাসকারী বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলোও তার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। সে তখন অনুভব করে, প্রতিটি সৃষ্টিই মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে এবং সে অনুযায়ী তার মহিমা ঘোষণা করে; কিন্তু আমরা সবাই তাদের ভাষা বুঝতে পারি না।

এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে একজন মুমিন তার অন্তরে স্রষ্টার যে-মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করতে পারে তা তার হৃদয়কে নাড়া দেয়। হতবিহ্বল করে। তখন সে আবিষ্কার করে যে, মহামহিম আল্লাহ মানুষের মধ্যে তার এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের অনুভূতি সৃষ্টির জন্যই তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণার বর্ণনা দিয়ে কুরআনের ৭টি সূরা শুরু করেছেন। সেগুলো হলো, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সাফ, সূরা জুমআ, সূরা তাগাবুন, সূরা আ'লা।

সে আরও আবিষ্কার করে যে, মহান আল্লাহ ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—সালাতেও তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণার ব্যবস্থা রেখেছেন। এজন্যই রুকুতে গিয়ে বলতে হয়,

---

[১] *বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।'[১] সিজদায় গিয়ে বলতে হয়, সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।'[২]

সেই সঙ্গো এটাও বুঝতে পারে যে, তাসবীহ পাঠ করা কিংবা মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা নববী দায়িত্ব-বিশেষ। মূসা আলাইহিস সালামের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

আর আমার জন্য নিযুক্ত করুন একজন সাহায্যকারী—আমার স্বজনদের মধ্য থেকে—আমার ভাই হারূনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন, যাতে আমরা আপনার প্রচুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি এবং আমরা আপনাকে স্মরণ করতে পারি বেশি পরিমাণে।[৩]

উপর্যুক্ত আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম তার রিসালাতের দায়িত্বে একজন সহকারী প্রার্থনা করেন এবং এই রিসালাতের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করেন, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করা!

ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন চরম বিপদে নিপতিত হন তখন তিনি মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হিসেবে মহান আল্লাহর 'তাসবীহ পাঠ' ও মহিমা কীর্তন শুরু করেন। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

[১] মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

[২] সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

[৩] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ২৯-৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর স্মরণ করুন, যুন-নূনকে, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করব না। তারপর তিনি অন্ধকারে এ আহ্বান করেছিলেন যে, 'আপনি ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ্ নেই; আপনি কতই না পবিত্র ও মহান, নিশ্চয়ই আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি'।[১]

ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর এই তাসবীহ পাঠের পর মহান আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, তার এই তাসবীহ পাঠই ছিল তিমির পেট থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান কারণ। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

অতঃপর তিনি যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন, তাহলে তাকে উত্থানের দিন পর্যন্ত থাকতে হতো তার পেটে।[২]

উল্লেখ্য যে, তাসবীহ পাঠ ফেরেশতাদেরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। অধিকন্তু ফেরেশতারা এই আমলে বিন্দুমাত্র ক্লান্তিও অনুভব করে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন—

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, কিন্তু ক্লান্ত হয় না।[৩]

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

আর আপনি ফেরেশতাদের দেখতে পাবেন যে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।[৪]

---

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৭।

[২] সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ১৪৩-১৪৪।

[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ২০।

[৪] সূরা যুমার, আয়াত : ৭৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ... ۝٧

যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে।[১]

শুধু তাই নয়; পরম সুখী জান্নাতবাসীদের নিরন্তর তাসবীহ পাঠের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝٩ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ۝١٠

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে—ঈমান আনার কারণে তাদের রব তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন; নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে—'হে আল্লাহ, আপনি মহান, পবিত্র!'[২]

কোনো সচেতন ও চিন্তাশীল পাঠক যদি কুরআনে বর্ণিত এ সকল দৃশ্যকল্প চিন্তা করে, মেঘমালা, পর্বতরাজি, আসমান-জমিন ও সমস্ত সৃষ্টির তাসবীহ পাঠের স্বরূপ সন্ধানে সচেষ্ট হয়, সাত-সাতটি সূরা মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়ার তাৎপর্য জানার চেষ্টা করে, সালাতের মধ্যে রুকু ও সিজদায় তাসবীহের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করে, নবী, ফেরেশতা ও জান্নাতবাসীর তাসবীহ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে তাহলে—সুনিশ্চিতরূপেই তার মধ্যে 'তাসবীহ' বিষয়ে নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি হবে। তার অমূলক ধারণা বিদূরীত হয়ে যাবে। তখন সে অনুভব করতে পারবে যে, আমরা 'তাসবীহ'কে যতটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে থাকি, মহান আল্লাহর কাছে তাসবীহের গুরুত্ব ও মর্যাদা তারচেয়ে অনেক বেশি।

[১] সূরা গাফির, আয়াত : ৭।

[২] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯-১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

মুমিন বান্দার মন ও মস্তিষ্কে যখন তাসবীহ সম্পর্কে এই পরিবর্তিত চিন্তা স্থান পায় তখন সে এই ভেবে খুবই চিন্তিত ও ব্যথিত হয় যে, জীবনের দীর্ঘ একটা সময় সে 'তাসবীহ'র কোমল পরশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অপেক্ষার মুহূর্তে, রাস্তায় চলতে-ফিরতে এবং একান্ত নিভৃতে নিরিবিলি সময়ে তাসবীহ পাঠের চেয়ে উত্তম সঙ্গী আর কী হতে পারে?

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

শক্তিশালী মানুষ

দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্তেই আমাদেরকে নানান দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। ভালোমন্দ—নানান পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পড়াশোনা, নৈমিত্তিক কাজকর্ম, বিয়ে-শাদি, কেনাকাটা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সময় দিতে হয়। ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক প্রয়োজনে কখনও ঘরে থাকতে হয়। আবার কখনও দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। মাঝেমধ্যে রোগশোক জীবন-যাত্রায় ছন্দপতন ঘটায়। সুস্থতা ফিরে পেলে জীবন তার হারানো ছন্দ ফিরে পায়।

অনেক সময় আমরা বিভিন্ন কাজ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ মাধ্যম গ্রহণ করি। এই মাধ্যম গ্রহণের প্রবণতা আমাদের সহজাত ও মজ্জাগত। অধিকন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাধ্যম গ্রহণের জন্য মহান আল্লাহও আমাদের নির্দেশ করেছেন।

শুধু মানুষ নয়; সকল সৃষ্টির কাছেই মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারটি সর্বজনীন ও স্বীকৃত। স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, বিভিন্ন ঘটনার পেছনের মাধ্যম, কার্যকারণ ও তার ফলাফল সম্পর্কে আমরা কীরূপ ধারণা বা মানসিকতা পোষণ করি?

অধিকাংশ সময় আমাদের মধ্যে এই বদ্ধমূল ধারণা কাজ করে যে, মাধ্যম ও কার্যকারণ যত উন্নত ও সংহত হবে, তার ফলাফলও তত যথাযথ, সুন্দর ও নিরাপদ হবে। বস্তুবাদী সমাজের ধ্যান-ধারণা আমাদের এটাই বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে। তাই আমরা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে মাধ্যম গ্রহণের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

দিকে ছুটে চলি। কারণ, আমরা বিশ্বাস করে ফেলেছি যে, যে-জাতি যত বেশি বস্তুগত উপায়-উপকরণ সৃষ্টি বা সরবরাহ করতে পারে, সে-জাতি তত বেশি সাবলম্বী ও শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়।

আবুল আব্বাস ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ জনৈক সালাফের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের এই ঠুনকো বিশ্বাসকে গুড়িয়ে দিয়েছেন। *আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যাহ* গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> **একদল মানুষ মহান রবের প্রভুত্বকে স্বীকার করে। তার আদেশ-নিষেধ পালন করে। ইবাদত-বন্দেগীতে পর্যাপ্ত সময় দেয়; কিন্তু তারা সেই রবের ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে না। কেবল তারই ওপর নির্ভর করে না। তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না। অধিকাংশ ফকীহ ও আবিদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। ফলে তাদের সদিচ্ছা এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রতি সম্মানবোধ থাকা সত্ত্বেও তারা দুর্বল, অক্ষম এবং লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে পড়ে।**
>
> **কেননা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, তার ওপর নির্ভর করা, তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তার সমীপে দুআ করা মূলত একটি শক্তি। এই শক্তি বান্দাকে সাহস জোগায় এবং তার কাজগুলো সহজ করে দেয়। এদিকে লক্ষ করেই জনৈক সালাফ বলেন, 'কেউ যদি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে চায়, তবে সে যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে'।**[১]

অনেকেই এই ভাষ্যটিকে মারফূ[২] হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। তবে ইমাম আবু জাফর আল- 'উকাইলী-[৩]এর ভাষ্য অনুযায়ী হাদীসটি মারফূ হিসেবে প্রমাণিত নয়।

আসারটির সনদ যেমনই হোক না কেন, এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, প্রকৃত শক্তি মূলত মহান রবের সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্ক ও নির্ভরতার মাঝে নিহিত;

---

[১] *ফাতাওয়া,* খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩২।

[২] যে-হাদিসে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো কথা, কাজ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে এবং তার সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ থেকে নিয়ে হাদীস-গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে এবং মাঝখান থেকে একজন বর্ণনাকারীও বাদ পড়েননি তাকে 'মারফু হাদিস' বলা হয়।

[৩] মৃত্যু : ৩২২ হিজরী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com Scanned with CamScanner

মাধ্যম গ্রহণের মধ্যে নয়। রবের ওপর তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার এই শক্তিই জীবনের সকল সংকট ও প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের সবচেয়ে বড় সহায়ক। সর্বোপরি এই তাওয়াক্কুলের হ্রাস-বৃদ্ধির ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা ও বাহ্যিক শক্তির তারতম্য ঘটে। যে এই শক্তিতে যতবেশি বলীয়ান হয়, তার মর্যাদা ও বৈষয়িক শক্তিও তত বেশি সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, কেন আমরা মহান আল্লাহর সঙ্গে এতটা আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করব? কেন আমরা তার ওপর এতটা নির্ভর করব?

আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করব—কারণ, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ঈমানের ভিত্তি ও পরিমাপক। এই নির্ভরতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কুরআনের আলোকে একবার এই তথ্যটি যাচাই করে দেখুন—

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আর আল্লাহর ওপরই নির্ভর করো—যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[১]

মূসা আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের মধ্যকার কথোপকথনেও তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা শব্দটি ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি ও পরিমাপক হিসেবে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। কুরআনের ভাষায়—

وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴿٨٥﴾

আর মূসা বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তবে তোমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো'। অতঃপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম'।[২]

বস্তুত কুরআনের বিদগ্ধ পাঠক যদি আল্লাহর ওপর নির্ভরতার প্রকৃত অর্থ, তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারে তাহলে পার্থিব জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যাবে।

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ২৩।

[২] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৮৪-৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করব;—কারণ, তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। মহান আল্লাহ তাঁর এই কর্মবাচক গুণটি পবিত্র কুরআনের ন্যূনতম পাঁচ জায়গায় উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

এবং আপনি নির্ভর করুন আল্লাহর ওপর। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[1]

আর সূরা নিসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

আর আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু আছে তা আল্লাহর; কার্যোদ্ধারে আল্লাহই যথেষ্ট।[2]

এভাবে অন্তত পাঁচবার কুরআন আমাদের বলে যে—

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

এরপরও কি আমরা নির্ভরতার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারি? জীবনের প্রতিকূলতায় একে রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? যখন কোনো কাজে ব্যাপৃত হই, বিপদে নিপতিত হই কিংবা প্রতিকূলতায় মুষড়ে পড়ি—তখন কি আমরা আল্লাহর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক জুড়ে দিতে পারি? সকল দুঃখ-দুর্দশা এবং কর্ম ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে যথেষ্ট মনে করতে পারি?

হে আত্মা, তুমি কি বিশ্বাসী নও? তোমার জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমার কর্মবিধায়ক? তবে শুনে রাখো, যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে এবং

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ১৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

আল্লাহকে যথেষ্ট মনে করে তারা তাঁর প্রশংসা করে বলে—

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।[১]

আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করব—কারণ, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[২]

আমাদের কাউকে যদি বলা হয়, রাষ্ট্র বা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে কিংবা আপনার প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে তাহলে আমরা নিঃশঙ্ক-চিত্তে বিশ্বাস করি যে, প্রয়োজনটি শীঘ্রই পূরণ হতে যাচ্ছে।

মানুষের প্রতি মানুষের যদি এতটা নির্ভরতা থেকে থাকে তাহলে ওই মহান সত্তার ওপর কতটা নির্ভরতা থাকা উচিত, যিনি প্রয়োজনসহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এরপর প্রয়োজনগুলো পূরণ করার পথ বাতলে দিয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিবন্ধকতাও রেখে দিয়েছেন। অধিকন্তু যিনি বলে দিয়েছেন—

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

একটু ভেবে দেখুন তো, যার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, মানুষের মাঝে তার শক্তিমত্তা কেমন হতে পারে? আল্লাহর ওপর নির্ভরতা-কেন্দ্রিক এই শক্তির প্রতি লক্ষ করেই জনৈক সালাফ বলেছিলেন—

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৭৩।

[২] সূরা তালাক, আয়াত : ৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

> কেউ যদি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে চায়, তবে সে যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে।[১]

মানুষ যখন আল্লাহর ওপর নির্ভরতার এই বহুবিধ সুফল সম্পর্কে জানতে পারে, এগুলো নিয়ে চিন্তা করে এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে ব্যর্থ হয় তখন বিস্ময় ও অনুশোচনায় সে হতবাক হয়ে যায়!

স্বয়ং স্রষ্টা তার বান্দাকে অফার করছেন, আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। তোমার সব প্রয়োজন পূরণ করে দেব। তবে এজন্য তুমি শুধু আমার ওপর একটুখানি নির্ভরতা প্রকাশ করবে। নিজেকে আমার হাতে সঁপে দেবে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মহান আল্লাহর এই লোভনীয় প্রস্তাব সত্ত্বেও হৃদয় তার সামনে আনত হতে কুণ্ঠাবোধ করে। তার সাথে আস্থা ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপনে গড়িমসি করে। ফলে সে নির্ভরতার অজেয় শক্তি থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়!

আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব—কারণ, তার ওপর নির্ভরতা আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই ওপর নির্ভর করে, তাদের ওপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই।[২]

জীবনের সর্বত্র শয়তানের উপস্থিতি। সে নানান ছলছুঁতো দিয়ে আদম-সন্তানকে নিকৃষ্ট পরিণতির দিকে ধাবিত করতে চায়। এজন্য সদা সচেষ্ট থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় ও উদ্বেগজনক। সে পদস্খলন ঘটায়। পাপকাজে উদ্বুদ্ধ করে। কুমন্ত্রণা দেয়। ফিতনায় ফেলে। বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। সংশয় তৈরি করে। বিভ্রান্তির অনুভূতি এনে দেয়। পাপে প্ররোচিত করে। পথভ্রষ্ট করে। বিরক্তির উদ্রেক করে। আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে। পথে পথে পাপের বেসাতি নিয়ে বসে থাকে। দান করতে গেলে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়। বাতিলকে

[১] *আল-ফাতাওয়া*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩২।

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সত্যের মোড়কে উপস্থাপন করে। বাতিলপন্থিদের যথেচ্ছা ব্যবহার করে এবং তাদেরকে ভ্রষ্টতার গভীর চোরাবালিতে নিমজ্জিত করে।

শয়তান আমাদের নানা উপায়ে আল্লাহর আদেশ ভোলাতে চেষ্টা করে। কখনও অজ্ঞতায় প্ররোচিত করে। কখনও স্মৃতিতে আবরণ ফেলে। আবার কখনও একেবারে বিস্মৃত করে ফেলে। এ ব্যাপারে আল-মারাকী গ্রন্থকার বলেন—

> **যে ইলম তোমার মনে নেই তা তুমি ভুলে গেছ। আর যে-ইলম জেনেও স্মরণ করতে পারছ না, তাতে আবরণ পড়ে গেছে।**

এই ভুল ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ভুলে যাওয়ার অর্থ যদি হয়, জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় না-করা কিংবা তার আদেশ পালন না-করা, তবে এই ভুল ক্ষমার অযোগ্য।

শয়তান মূলত উপর্যুক্ত দুই ধরনের ভুলের মধ্যে ফেলতেই সদা তৎপর থাকে—চাই তা ক্ষমাযোগ্য হোক; কিংবা ক্ষমার অযোগ্য।

আরবী ভাষায় উভয় প্রকার ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রেই 'নিসইয়ান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মরক্কোর আলিম আবু উমার ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আরবদের ভাষায় 'নিসইয়ান' শব্দটি 'ইচ্ছাকৃত কিছু ছেড়ে দেওয়া' এবং 'কোনো কিছু স্মরণে না আসা'—উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।'[১]

কুরআনেও এ দুই প্রকার ভুলের কথা বিধৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'কুরআনে দুই ধরনের ভুলে যাওয়ার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। **এক.** ভুল করে ভুলে যাওয়া। **দুই.** ইচ্ছা করে ভুলে যাওয়া।'[২]

শয়তান কর্তৃক মানুষের পদস্খলন ঘটানোর বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ...﴿٣٦﴾

[১] ইবনু আব্দিল বার, *আল-ইস্তিযকার,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪; দারু ইহয়াইত তুরাস থেকে ছাপা।
[২] ইবনুল কায়্যিম, *হুকুম সালা ওয়া তারিকুহা* : ৭৫; মাকতাবাতুল ঈমান ছাপা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অতঃপর শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল।[১]

তিনি আরও বলেন—

اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল।[২]

শয়তান সবসময় মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করে যায়। মহান আল্লাহ তার এই অপতৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।[৩]

শয়তান মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। কুমন্ত্রণা দেয়। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন—

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ...﴿٥٣﴾

আর আমার বান্দাদের বলুন, তারা যেন এমন কথা বলে, যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়।[৪]

مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৬।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৫।

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৬০।

[৪] সূরা ইসরা, আয়াত : ৫৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরেও।[১]

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ...۝٢٠٠

আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবেন।[২]

শয়তান মানব-মনে প্ররোচনা দেয়। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন—

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝٩٧

আর বলুন, হে আমার রব, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি—শয়তানের প্ররোচনা থেকে।[৩]

শয়তান বান্দার কাছে মন্দ কাজকে শোভনীয় করে তোলে। তাকে মিথ্যা আশার ছলনায় ফেলে। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۝٢٥

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়।[৪]

শয়তান মানুষের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে তাকে দিশেহারা করে ফেলে। মহান আল্লাহ তার এই দুরভিসন্ধির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০০।

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ২০০।

[৩] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৯৭।

[৪] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান জমিনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে, সে দিশেহারা।[১]

শয়তান বাতিলপন্থিদের খুবই তুচ্ছ মনে করে। তাদেরকে ক্রমাগত অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য?[২]

শয়তানের নানা প্রকার ফিতনা থেকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ... ﴿٢٧﴾

হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে।[৩]

শয়তান আমাদেরকে দানের ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তুলতে চায়। এজন্য আমরা দান করতে চাইলেই সে আমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়। তার এই অপতৎপরতার বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ... ﴿٢٦٨﴾

শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়।[৪]

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৭১।

[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৮৩।

[৩] সূরা আরাফ, আয়াত : ২৭।

[৪] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

শয়তান আমাদের দ্বীনী কাজ ভুলিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তার এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দিয়ে বলেন—

وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ

আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয়...[১]

فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল।[২]

وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

শয়তানই সেটার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।[৩]

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ... ﴿١٩﴾

শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ।[৪]

শয়তান বান্দাকে ধাপে ধাপে পাপকাজের দিকে নিয়ে যায়। তার এই পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৬৮।

[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪২।

[৩] সূরা কাহফ, আয়াত : ৬৩।

[৪] সূরা মুজাদালা, আয়াত : ১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজেরই নির্দেশ দেয়।[১]

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ...﴿٦٢﴾

শয়তান যেন কিছুতেই নেক কাজ থেকে তোমাদের নিবৃত করতে না পারে।[২]

শয়তান পাপকাজ ও বাতিল পন্থাকে বান্দার সামনে সুন্দর, শোভনীয়, স্বাভাবিক ও বাস্তবিক রূপে উপস্থাপন করে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন—

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।[৩]

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ...﴿٤٨﴾

আর তোমরা স্মরণ করো, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলিকে শোভন করেছিল।[৪]

এ কারণেই আপনি দেখবেন যে, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ কোনো পাপকাজে জড়িয়ে পড়লে কিছুদিন বিবেক তাকে দংশন করে। সে তখন চারপাশের লোকদের বলে, 'আল্লাহর কসম! আমি এ বিষয়টি নিয়ে খুবই লজ্জিত ও মর্মাহত। আমাকে উপদেশ দেওয়ায় তোমাদের ধন্যবাদ।'

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ২১।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮।

[৩] সূরা আনআম, আয়াত : ৪৩।

[৪] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

কিন্তু শয়তান তাকে এমনভাবে ধরে বসে যে, একসময় সে নিজের পাপকাজের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। তার কাছে পাপকাজ স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে আশেপাশের লোকদেরকে মনে হয়, ভীষণ উগ্র এবং হালাল বস্তুকে হারাম করার প্রবণতায় লিপ্ত।

সে তখন বলতে চায়, যুগ পাল্টে গেছে। হালাল-হারামের পুরোনো ফাতওয়া এখন আর চলবে না। নিঃসন্দেহে তার এই ধারণা ও দাবি শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়! শয়তান এভাবেই মন্দ ও গর্হিত কাজকে মানুষের সামনে সুশোভিত করে তুলে ধরে।

এই দৃশ্যকল্পটি চিন্তা করা মাত্রই নিম্নোক্ত আয়াত দুটি আমার দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে—

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারা যা করছিল, শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল।[১]

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ... ﴿٤٨﴾

আর তোমরা স্মরণ করো, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলি শোভন করেছিল।[২]

আল্লাহ শয়তানের এ সকল ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন—

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ... ﴿٦٢﴾

শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে (নেক কাজ থেকে) নিবৃত্ত করতে না-পারে।[৩]

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৪৩।

[২] সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৮।

[৩]সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, শয়তান মানুষকে নিজের জালে আবদ্ধ করে শিগগিরই কেটে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার এই অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ...﴿١٦﴾

এরা শয়তানের মতো, সে মানুষকে বলে, 'কুফরি করো'; তারপর যখন সে কুফরি করে তখন সে বলে, 'তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই'।[১]

যে-ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত শয়তানের এ সকল ক্রিয়া-কলাপ, পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র নিয়ে চিন্তা করে, সে স্পষ্টতই বুঝতে পারে যে, শয়তান কতটা মারাত্মক।

শয়তানের এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ *ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসায়িদিশ শাইতান*[২] নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমে অন্তরের রোগ ও তার শারয়ী চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর আকীদা, তাহারাত, গানবাদ্য, বিয়ে-শাদি, এসব ক্ষেত্রে হিলা বা কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, সুদ-ঘুষ এবং ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে শয়তানের সম্ভাব্য সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন। বইটির শেষে তিনি শয়তানের ওই সকল কূটকৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে সে বিশ্বাসীদের অইসলামিক পথে নিয়ে যায়। যেমন, ধর্মহীন দর্শন, অগ্নিপূজা ও আহলুল কিতাবদের অপব্যাখ্যা।

সব মিলিয়ে বইটি অসাধারণ। কারণ, বইটিতে আকীদাগত বিষয়াবলি, ফিকহী গবেষণা ও সূক্ষ্ম মতামতের অনন্য সমাবেশ ঘটেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শয়তানের ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্র বিষয়ে আমাদের সম্যক ধারণা দিতে চেয়েছেন।

তবে আশার কথা এই যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের বহুবিধ ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং তার প্রভাব থেকে অবমুক্ত রাখার জন্য তাওয়াক্কুল তথা তার ওপর নির্ভরতাকে ঢাল বানিয়েছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

[১] সূরা হাশর, আয়াত : ১৬।

[২] বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে শয়তানের শিকার থেকে রক্ষা করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবেরই ওপর নির্ভর করে তাদের ওপর তার (শয়তানের) কোনো আধিপত্য নেই।[১]

আর আল্লাহর প্রতি এই তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, কৃতজ্ঞতা বোধ। কেননা, তাঁর সদিচ্ছা ও অনুগ্রহেই আপনি হিদায়াত পেয়েছেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর পতাকাতলে প্রবেশ করেছেন। নিয়মিত সালাত আদায় করছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সামনে নতজানু হওয়া থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন। শরীয়তের বিধি-বিধানকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদলে ব্যাখ্যা করা থেকে বিরত থাকছেন। এজন্য আপনি তার প্রশংসা করবেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

আপনি যখন এই চিন্তা ও অনুভূতি লালন করতে পারবেন তখন আপনার জন্য তার ওপর নির্ভর করা তুলনামূলক সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। অন্যভাবে বললে, তখন আপনি আল্লাহর ওপর নির্ভরতাকে নিজের জন্য অপরিহার্য মনে করবেন।

এটা শুধু আপনার একার অবস্থাই নয়; বরং সকল মুমিনের অবস্থা। আপনি কি ওই আয়াতটি লক্ষ করেননি, যেখানে মুমিনগণ হিদায়াত ও তাওয়াক্কুলের মধ্যে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا...﴿١٢﴾

আর আমাদের কী হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদের পথ দেখিয়েছেন'।[২]

এভাবেই পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, আমরা ঠিক কখন তাওয়াক্কুল করব?

প্রকৃতপক্ষে তাওয়াক্কুলের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হলো ব্যাপক তাওয়াক্কুল। মুমিন কখনও এই তাওয়াক্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; বরং আল্লাহর প্রভুত্ব ও

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৯।
[২] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ১২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এককত্বের দাবি অনুসারে তার হৃদয়-মন সর্বদা আল্লাহর সঙ্গো সংযুক্ত থাকে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ্ নেই; আর আল্লাহর ওপরই মুমিনগণ যেন তাওয়াক্কুল করে।[১]

অপরটি হলো সুনির্দিষ্ট তাওয়াক্কুল। এই ধরনের তাওয়াক্কুল সাধারণত কোনো কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের পর হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন।[২]

এবার আমরা তাওয়াক্কুলের অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে নানা প্রসঙ্গো বারবার যে-'তাওয়াক্কুল'-এর কথা বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্টভাবে সে-তাওয়াক্কুল-এর অর্থ কী?

প্রশ্নটি অন্যভাবেও করা যেতে পারে। অনেকেই জানতে চায়, কীভাবে আমরা 'তাওয়াক্কুল'-এর গুণে গুণান্বিত হব? ঈমান, আস্থা ও নির্ভরতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারব? যেখানে পৌঁছালে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের ভালোবাসবেন।

বস্তুত তাসাওউফ ও ঈমানের বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত আলোচনায় আলিমগণ তাওয়াক্কুলের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। এ সকল সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করেন। আবার কেউ বিশেষ ও খণ্ডিত অবস্থা বিবেচনা করেন। এককথায় বলতে গেলে, উত্তরদাতা সাধারণত প্রশ্নকারীর অবস্থা অনুসারে উত্তর দিয়ে থাকেন। তবে অত্যুক্তি না করে সংক্ষেপে তাওয়াক্কুলের পরিচয় এভাবে

[১] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৩।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

দেওয়া যায় যে, 'প্রয়োজনবোধে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ে জাগরূক রাখা।'

যে-সকল সুফী তাওয়াক্কুলের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাওয়াক্কুল হলো সর্বোতভাবে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ বর্জন করা, ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ তাদের সমালোচনা করে বলেন—

> **তারা নিজেদের অবস্থাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের থেকেও উন্নত ও পরিপূর্ণ মনে করে। কেননা, আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীগণ কখনও এমন করতেন না। তারা কখনও মাধ্যম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন না। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। উহুদ-যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি বর্ম পরেছিলেন। হিজরতের পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন মুশরিক পথ-নির্দেশক ভাড়া করেছিলেন। এছাড়াও পরিবারের জন্য তিনি এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতেন। জিহাদ, হজ ও উমরাহর প্রয়োজনে বের হলে সঙ্গে পর্যাপ্ত পাথেয় নিয়ে যেতেন। এসব ক্ষেত্রে সাহাবীরাও তাকে অনুসরণ করতেন। এতকিছুর পরও তারাই ছিলেন প্রকৃত নির্ভরকারী। এদের পরে যারা এখনও প্রকৃত তাওয়াক্কুল করে, আমি বহুদূর থেকেই তাদের তাওয়াক্কুলের গন্ধ পাই।**[১]

কিন্তু তারা বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করলেও তাদের অন্তর সর্বদা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। তারা কখন-ই নিছক বস্তু-কেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকতেন না। এ কারণেই আপনি দেখবেন যে, তাওয়াক্কুল-কারী সর্বদা আল্লাহর স্মরণে রত থাকে। রবের তাওফীক কামনা করে এবং বিড়বিড় করে দুআ করে।

যারা প্রকৃত অর্থেই তাওয়াক্কুল করে, তারা হৃদয়ের গভীরে অপার্থিব স্বাদ অনুভব করে। গুনাহর কারাগারে আবদ্ধ বান্দার পক্ষে এ ধরনের স্বাদ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এরপরও যারা জিজ্ঞেস করে, 'প্রশান্তি' কী? 'সুখ' কেমন? এবং 'আত্মিক পরিতুষ্টি' কাকে বলে? তাদের উচিত হবে, 'তাওয়াক্কুল'-এর মাধ্যমে নিজেদের পরীক্ষা করা। কেননা, এগুলোর পরিচয় কেবল তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

---

[১] ইবনুল কায়্যিম, *মাদারিজুস সালিকীন* : ৪৬৭ ; দারুল কিতাব আল-আরাবী ছাপা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

প্রকৃত অর্থেই যে-ব্যক্তির হৃদয়-মন সাত আসমান-জমিনের রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত, তাকে কি দুনিয়ার সামান্য কোনো বস্তু দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে? ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্থিরচিত্ত ও আত্মসমাহিত অবস্থা কল্পনা করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় তাকে আগুনে পোড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। লাকড়ি পুড়ছে। তবুও তিনি নিশ্চল! শান্ত-সমাহিত! মহান আল্লাহ তাদের এই অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে ফেলো, আর সাহায্য করো তোমাদের উপাস্যদের, তোমরা যদি কিছু করতে চাও'।[১]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই ভয়াবহ আগুনের কাছাকাছি এসেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। হকচকিয়ে যাননি। তার সম্প্রদায়ের কাছে অনুগ্রহ, করুণা ও অনুকম্পা ভিক্ষা করেননি; বরং তিনি অসামান্য দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।[২]

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে যতটা অবিচলতার সঙ্গে দুআটি পড়েছিলেন; নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময়ে এবং পরে তার চেয়েও বেশি অবিচলতা নিয়ে এই দুআটি পড়ে যাচ্ছিলেন। *সহীহ বুখারী*-তে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন—'ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তার শেষ কথা ছিল—'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'।'[৩]

---

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৮।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৭৩।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৪৫৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

এবার আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা একটু চিন্তা করুন। তিনি এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম যুদ্ধ শেষে অনেকটা ক্লান্ত। সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রও অপর্যাপ্ত। এমতাবস্থায় সংবাদ এলো যে, তার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তখন সঙ্গত কারণেই তার অস্থিরতা প্রকাশ করার কথা ছিল; কিন্তু তিনি তা না-করে পরম অবিচলতার সঙ্গে বলে উঠলেন—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

খলিলুল্লাহ[১] ইবরাহীম এবং খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিমাস সাল্লামের অবিচলতার অবস্থা বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন— حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ—'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক'—কথাটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যখন তাকে আগুনে ফেলা হয়েছিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যখন লোকেরা তাকে বলেছিল, 'শত্রুপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী জড়ো করেছে। সুতরাং, আপনি তাদেরকে ভয় করুন।'

এবার আপনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অনুসারী সাহাবীদের অবিচলতা সম্পর্কে মহান আল্লাহর বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন—

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

এদেরকে লোকেরা বলেছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা বাহিনী জড়ো করেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো।' এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।'[২]

[১] আল্লাহর পরমপ্রিয় বন্ধু।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

কী অসাধারণ বক্তব্য! কত চমৎকার বর্ণনা! মহান আল্লাহ বলেছেন— فَزَادَهُمْ إِيمَانًا —'এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল'!

একদিকে সংবাদ আসছে, 'শত্রুবাহিনী তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রে সুসমৃদ্ধ। আর একদিকে বলা হচ্ছে, তাদের ঈমান বাড়ছে! কী অদ্ভুত কাণ্ড! কত অনন্য অবিচলতা!

যে-মুহূর্তে এসে অনেক মানুষের ঈমান ও মানসিক শক্তি হ্রাস পায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে! ইয়া রব, যারা আপনার ওপর নির্ভর করে তারা কতই না সুখী ও সৌভাগ্যবান!

কুরআন-হাদীসের আলোকে পেশকৃত পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াক্কুল মূলত আত্মিক ও মানসিক অবস্থা। এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাওয়াক্কুল অন্তরের আমল বিশেষ'।[১]

কুরআনের সচেতন পাঠক যদি তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত আয়াতগুলো গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েন এবং লক্ষ করেন যে, কুরআনে তাওয়াক্কুলের আদেশ করা হয়েছে, তাওয়াক্কুলকে মুমিনদের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই গুণ অবলম্বনের জন্য তাদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এসবের সুফল হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারী বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন; তার জন্য উত্তম কর্মবিধায়ক হয়ে যাবেন—তাহলে সেই অবশ্যই অনুভব করতে পারবে যে, মহান আল্লাহ বান্দার এই আত্মিক ও মানসিক অবস্থা ভীষণ পছন্দ করেন এবং একেই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে বিবেচনা করেন।

অধিকন্তু তাওয়াক্কুলের এই অনন্য গুণ অর্জিত হলে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই শক্তির সামনে সকল প্রকার মানবীয় শক্তি ধুলোয় মিশে যায়! এরপরও কি আমরা এই গুণটি নিজেদের মধ্যে ধারণের চেষ্টা করব না? নাকি এর আগেই আমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব? কবরে শুয়ে পড়ব?

---

[১] ইবনুল কায়্যিম, *তরীকুল হিজরাতাইন* : ৫৬১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

যেন আপনি তাকে দেখছেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়েছেন যে, আমাদের সুবিধার জন্য তিনি কুরআনের আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন—যাতে আমরা খুব সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন, আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।[১]

কী বিস্ময়কর ব্যাপার! আল্লাহ কুরআনের ছত্রে ছত্রে বিশ্বচরাচর ও শরীয়ত সম্পর্কে যে-বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, তার সবই কেবল আমাদের জন্য! বিশ্বাসের আলোকচ্ছটায় আমাদের আলোকিত ও আলোড়িত করার জন্য!

আল্লাহর প্রিয় বন্ধু ও খলীল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে কৃত তার আচরণ পর্যালোচনা করলে আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কেটে যাবে। কী ছিল ইবরাহীমের সঙ্গে মহান আল্লাহর সেই আচরণ? তিনি ইবরাহীমের দৃঢ় বিশ্বাসকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য তাকে বিশ্বজগতের বিবিধ নিদর্শনাবলি দেখিয়েছিলেন।

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

এভাবে আমি ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব দেখাই, যাতে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।[১]

মহান আল্লাহ শারয়ী বিধি-বিধানের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ কর্তৃক প্রবর্তিত জীবন-বিধান সর্বোৎকৃষ্ট। তবে সম্যকরূপে এই বিধানের উৎকৃষ্টতা বুঝতে হলে অবশ্যই সুদৃঢ় বিশ্বাসের ধারক হতে হবে। কারণ, কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?[২]

এর অর্থ কি এটাই নয় যে, যে-ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তার মাঝে বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে? তার হৃদয়ে বিশ্বাসের ফাঁক গলে সন্দেহ ও সংশয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে?

এর অর্থ কি এটাই নয় যে, হৃদয় বিশ্বাসের পথে যত বেশি অগ্রসর হতে পারবে, শারয়ী বিধি-বিধানের সৌন্দর্য ও সৌকর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে তা তত বেশি যোগ্য বলে প্রমাণিত হবে? পক্ষান্তরে মনের গহীনে সন্দেহ-সংশয়ের ধূম্রজাল যত বেশি ঘন হবে, শারয়ী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে তত বেশি বিভ্রান্তির শিকার হবে?

বস্তুত মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ মজুদ রেখেছেন। তবে এই রহমত ও অনুগ্রহ পেতে হলে অবশ্যই সুদৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করতে হবে। যে-যত বেশি এই বিশ্বাস ধারণ করতে পারবে, সে তত বেশি এই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৭৫।

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

এ কুরআন মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা এবং হিদায়াত ও রহমত—এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।[১]

এভাবেই আল্লাহ বান্দাকে তার বিশ্বাসের মান ও গভীরতা অনুযায়ী অনুগ্রহ দান করেন।

অধিকন্তু মহান আল্লাহ আমাদের এই তথ্যও জানিয়েছেন যে, দ্বীনদারীর সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে 'ইয়াকীন' বা 'দৃঢ় বিশ্বাস'। কেউ এই স্তরে পৌঁছতে পারলে সে ধর্মীয় নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শন করত; যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।[২]

কুরআন তার পাঠকের জন্য শুধু দৃঢ় বিশ্বাসের পথ রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং যাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, সে-নির্দেশনাও দিয়ে দিয়েছে। সন্দেহ-সংশয়ের বেড়াজালে পড়ে যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন—

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।[৩]

[১] সূরা জাসিয়া, আয়াত : ২০।

[২] সূরা সাজদা, আয়াত : ২৪।

[৩] সূরা রূম, আয়াত : ৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

ইসলামী ইতিহাসের বেশ প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা এমন—

> একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন। ইত্যবসরে সেখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের আগমন ঘটে। সেদিন তিনি মানুষের আকৃতিতে এসেছিলেন। তার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা। চুল ছিল কুচকুচে কালো। চেহারায় সফর-জনিত ক্লান্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। এদিকে কোনো সাহাবীও তাকে চিনতে পারছিলেন না।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে—

> **ইত্যবসরে সেখানে একজন সুদর্শন ও সুগন্ধধারী লোকের আগমন ঘটে। মনে হচ্ছিল, তার পোশাকে কোনো ধরনের ময়লা বা অপবিত্রতার স্পর্শ লাগেনি।**

অপর এক বর্ণনায় এসেছে—

> **তার দাড়ি ছিল কুচকুচে কালো।**

তৃতীয় একটি বর্ণনায় এসেছে—

> **তার চেহারায় সফরের বা ক্লান্তির কোনো ছাপ ছিল না। আবার তিনি আমাদের শহরেরও ছিলেন না।**

এই আগন্তুকের ঘটনায় সাহাবীরা খুবই বিস্মিত হন। তাদের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখা দেয়। তাদের এই চিন্তার কথাও কোনো কোনো বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে— ‘সাহাবীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলেন, ‘আমরা তো একে চিনি না’।’ লোকটি নিশ্চয় মদীনার নয়। কেননা, তারা মদীনাবাসীকে খুব ভালো করেই চেনেন। আবার লোকটা মুসাফিরও নয়। কারণ, তার বাহ্যিক অবয়ব ও পোশাকে সফরের কোনো আলামতই দেখা যাচ্ছে না।

যাইহোক, এই আগন্তুক সাহাবীদের ভিড় ঠেলে সামনে অগ্রসর হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেবারে নিকটে এসে থামেন। তাঁর পা বরাবর বসেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এতটাই নিকটে বসেন যে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

তার হাঁটুদ্বয় নবীজির হাঁটু মুবারক স্পর্শ করে। আগন্তুক এভাবে বসার পর তার দুই হাত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরুতে রাখেন। উপস্থিত সাহাবীগণ তার এই অভাবিতপূর্ব আচরণে খুবই বিস্মিত হন; কিন্তু তাকে চিনতে না পারায় করণীয় নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন।

আগন্তুক স্থির হয়ে বসার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। সাহাবীরা স্তব্ধ হয়ে সবকিছু দেখে যান।

তার প্রথম প্রশ্ন ছিল ঈমান ও ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে। এ প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। বলেন, ইসলাম মূলত পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্নকারী উত্তরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, হ্যাঁ, আপনি সত্য বলেছেন।

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জানার পর আগন্তুক 'ইহসান' সম্পর্কে জানতে চান। জিজ্ঞেস করেন, 'ইহসান' কী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দেন। তিনি বলেন, 'ইহসান' হলো এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস—যেখানে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। হাদীসের ভাষায়—

"

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

আগন্তুক বলেন, 'এবার আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন।' প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ। তুমি যদি আক্ষরিক অর্থে তাকে না দেখো, তবে এতটুকু নিশ্চিত বিশ্বাস করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।'[১]

বিশ্বাসের কী বিস্ময়কর শক্তি। এই শক্তি অদৃশ্য জগতকে আপনার দৃষ্টিসীমায় দৃশ্যমান করে। কিছুক্ষণ আগেও আপনি যা দেখতে পাননি, বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে, এখন আপনি তা দেখতে পাবেন। কিংবা অন্তত অনুভব করতে পারবেন।

---

[১] আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী হাদীসের গ্রন্থসমূহ থেকে এর বর্ণনাগুলো জমা করে সেগুলোর মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যগুলোও তুলে ধরেছেন তার গ্রন্থ *ফাতহুল বারী*-র প্রারম্ভে (১/১৪২, দারুর রাইয়্যান ছাপা)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

কারণ, বিশ্বাসীদের চর্মচক্ষু ও অন্তরদৃষ্টি সমান কাজ করে। দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ফেলে। আলো ও অন্ধকারে সমান দেখে। পার্থিব জীবনকে একই নিক্তিতে পরিমাপ করে। কেউ কারও থেকে পিছিয়ে থাকে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাকে দেখছ'—বলে মূলত এই শক্তির সন্ধানই দিতে চেয়েছেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ইহসান হলো দ্বীন ও ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর! আর এই স্তর অর্জিত হয় অন্তরের আমল বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে।

পরম করুণাময় আল্লাহ চাইলে কিন্তু খুব সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে এই তথ্যটি আমাদের জানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি সেটা না-করে প্রথমে একটি দৃশ্যপট সাজিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের মধ্যে কথপোকথনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। এরপর আমাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের এই সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন—যেন আমরা খুব সহজেই বিষয়টি হৃদয়োঙ্গাম করতে পারি।

ইয়াকীন তথা 'সর্বোচ্চ বিশ্বাস'-কে মহান আল্লাহ দ্বীন, ঈমান ও ইসলামের সর্বোচ্চ স্তর বলে স্থির করেছেন। একটি ইলমি মজলিস কায়েম করে সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাঈল ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে সে-সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। এর চেয়ে বড় সম্মাননা আর কী হতে পারে!

এছাড়াও মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইয়াকীন তথা 'সর্বোচ্চ বিশ্বাস'-এর আলোচনা করেছেন। একে দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও ইয়াকীনের গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো 'ইয়াকীন' কাকে বলে? এর সারবস্তু কী? এটা অর্জনের পদ্ধতি কী? আমরা কি ইতোমধ্যেই এটা অর্জন করে ফেলেছি, নাকি বিশ্বাসের দুর্বলতা আমাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে?

বস্তুত 'ইয়াকীন' বা সর্বোচ্চ বিশ্বাসের অর্থ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া সংবাদে অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। হৃষ্টচিত্তে তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। সেই সঙ্গে হৃদয়কে যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় থেকে অবমুক্ত রাখা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

'ইয়াকীন'-এর আরেকটি অর্থ হলো, অদৃশ্য বস্তু ও জগৎ সম্পর্কে আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদকে দৃশ্যমান বস্তু ও জগতের ন্যায় বিশ্বাস করা। এভাবে কুরআন-হাদীসের সংবাদ যখন চাক্ষুষ দর্শনে রূপ নেবে তখনই মূলত সর্বোচ্চ বিশ্বাসের ফল্গুধারা উৎসারিত হবে। এর স্ফূরণ হৃদয়-মন ভরিয়ে দেবে।

চলুন, বিষয়টি সম্যকরূপে হৃদয়োঙ্গম করার জন্য আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণী থেকে বেশকিছু উদাহরণের সাহায্য নিই। এরপর সেই আলোকে নিজেদের বিশ্বাসের মাত্রাটা যাচাই করে দেখি—

এক. মহান আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী দান করলে সম্পদ বাড়ে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

আর তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই *শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।*[১]

আমরা যখন দান করার জন্য টাকা-পয়সা বা অন্যান্য অর্থ-সম্পদ বের করি এবং দরিদ্র-অসহায়ের হাতে তুলে দিই তখন কি আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস থাকে যে, দানের কারণে আমাদের অর্থ-সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে না; বরং আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে এর বিনিময় দেবেন। আমরা কি হৃদয়ের গভীরে এই মাত্রার বিশ্বাস আদৌ অনুভব করতে পারি?

দুই. মহান আল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি মানুষের অতি নিকটে থাকেন এবং তাদের দুআ কবুল করেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ...﴿١٨٦﴾

[১] সূরা সাবা, আয়াত : ৩৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।[১]

আমরা যখন হাত তুলে দুআ করি, মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তখন কি আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও দুআ কবুলের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করি? নাকি আমরা গতানুগতিক অভ্যাস অনুসারে কেবল দুআ করে চলি? দুআকে উদ্দেশ্য পূরণের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম বলে বিশ্বাস করি না?

বরং, অনেককে দেখা যায়, আল্লাহর কাছে দুআ করছে আর মনে মনে বলছে—'দুআয় যদি উপকার না হয়, ক্ষতি তো হবে না!' নাউযু বিল্লাহ!

তিন. মহান আল্লাহর সংবাদ অনুযায়ী কুরআন মানুষের জন্য আরোগ্যস্বরূপ। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴿٨٢﴾

আর আমি নাজিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।[২]

আল্লাহর দেওয়া এ বার্তায় কি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের স্ফূরণ ঘটে? অসুস্থ হলেই কি আমরা আরোগ্যলাভের জন্য কুরআনের সান্নিধ্যে ছুটে যাই? কুরআনী চিকিৎসায় সুনিশ্চিত আরোগ্য আছে বলে বিশ্বাস করি?

চার. আল্লাহর দৃষ্টিতে আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে।[৩]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬।

[২] সূরা ইসরা, আয়াত : ৮২।

[৩] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

অন্যত্র বলা হয়েছে—

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

তোমরাই বিজয়ী।[১]

একজন মুসলিম যখন স্বজাতিকে জাগতিক দিক দিয়ে অগ্রসর কোনো জাতির সঙ্গে তুলনা করে তখন কি তার হৃদয়ে এই বিশ্বাস বিরাজ করে যে, মহান আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সবার ওপর শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছেন, সেহেতু অন্যান্য জাতি বস্তুবাদে যতই প্রাগ্রসর হোক না কেন, আমরাই শ্রেষ্ঠ? নাকি বস্তুবাদের প্রভাবে আল্লাহর দেওয়া ঘোষণার ব্যাপারে তার মনের কোণে সন্দেহ-সংশয় দানা বেঁধে ওঠে?

পাঁচ. মহান আল্লাহ অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য শাসনমূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ করেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো।[২]

আল্লাহর এই আদেশ শোনার পর আমাদের হৃদয়ে কি এই বিশ্বাস অটুট থাকে যে, আল্লাহর দেওয়া এই বিধান পাশ্চাত্যের সকল নিয়ম-কানুন থেকে শ্রেষ্ঠ? নাকি পশ্চিমাদের সামনে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে আমরা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই?

ছয়. আল্লাহ শয়তানের সকল কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা, প্রলোভন, বিভ্রান্তি, ভীতি প্রদর্শন এবং এ জাতীয় সকল অপতৎপরতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন; কিন্তু আমাদের আচরিত জীবনধারা থেকে কি বোঝা যায় যে, শয়তানের সার্বক্ষণিক ওঁত পেতে থাকার ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি? সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি?

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৯।

[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

সাত. আল্লাহ আমাদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা যদি ঈমান আনি ও সৎকাজ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করবেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ...﴿٥٥﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে—যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন।[১]

রাজনৈতিক উত্থানের ব্যাপারে কুরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা কি আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের স্ফূরণ ঘটাতে পারে? আমরা কি ঈমান ও সৎকর্মকে কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন বলে বিশ্বাস করতে পারি?

পারি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা মহান আল্লাহর উপর্যুক্ত প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে নিঃশঙ্ক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অথচ মহান আল্লাহ তার সত্যবাদিতা নিশ্চিত করে বলেন—

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

আর আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী কে আছে?[২]

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

আর কথায় আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী কে?[৩]

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৫৫।

[২] সূরা রূম, আয়াত : ৬।

[৩] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ...﴿٦﴾

এটি আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি, আর তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[১]

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

জেনে রাখো, আসমানসমূহ ও জমিনে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই। জেনে রাখো, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[২]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো কি আমাদের হৃদয়ে গভীর আস্থা ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের জায়গায় আসন গাড়তে পারে? আমাদের বাস্তবজীবনে কি সুগভীর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে? নাকি এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আমাদের ঈমান শ্বাসরোগে আক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় ধুকতে থাকে। কচুপাতার টলায়মান বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় দুলতে থাকে?

'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি' ও 'দৃঢ় বিশ্বাস'-এর এই মেল-বন্ধন নিছক কোনো তত্ত্ব নয়; বরং এটা কুরআনে ঘোষিত শাশ্বত বাস্তবতা। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।[৩]

আমরা কি ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছাতে পেরেছি? এ স্তর তো ইসলাম ও ঈমানের স্তরেরও ওপরে। আমরা কি পেরেছি অন্তর থেকে সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমস্ত অণু ও পরমাণু ঝেড়ে ফেলতে?

[১] সূরা রূম, আয়াত : ৬।

[২] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৫।

[৩] সূরা রূম, আয়াত : ৬০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

পবিত্র কুরআনে এভাবেই 'ইয়াকীন' তথা 'সুদৃঢ় বিশ্বাস'কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একে দ্বীনের শীর্ষ স্তর হিসেবে স্থির করা হয়েছে। এরপরও যখন কেউ এসে বলে, 'প্রকৃত সত্য বলে কিছু নেই, সবকিছুই আপেক্ষিক' তখন একজন মুমিনের কষ্ট ও মনস্তাপের অন্ত থাকে না; কারণ, স্বয়ং কুরআন ও কুরআনের তাবৎ প্রতিশ্রুতিই প্রকৃত সত্য!

প্রকৃত মুমিনগণ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানপাপীরা নিজেদেরকে সংশয়ের জালে আবদ্ধ করতে ষোলকলা পূরণ করে।

ইসলামের বড় বড় ইমাম ও মনীষীদের জীবনী পড়তে গেলে দেখা যায়, তারা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে 'ইয়াকীন' অর্জনের চেষ্টা করতেন। অথচ বর্তমানকালে কতিপয় জ্ঞানপাপী দার্শনিকের লেখা পড়লে বোঝা যায়, তারা সন্দেহ ও সংশয়ের জাল বুনতেই সর্বদা সচেষ্ট থাকে। দুই দল জ্ঞানীর মাঝে কী বিস্তর ফারাক!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অজ্ঞাতনামা পাপ

কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে আমলনামা প্রদান করা হবে এবং তাকে সে-আমলনামা পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে তখন হয়তো সে অজস্র পাপকর্মের লম্বা ফিরিস্তি দেখেও অবাক হবে না; কারণ, সে জানত, এই পাপগুলো সে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে করেছে। কাজেই এসব অপকর্মের ফল প্রত্যক্ষ করার জন্য অবচেতনেই সে একপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু সে যখন দেখবে যে, যেসব পাপকাজ সে করেনি, সেগুলোও তার আমলনামায় যুক্ত হয়েছে তখন তার বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না। কারণ, কোনো কোনো হতভাগা তার একার আমলনামায় দশজন, বিশজন, একশোজন এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষের গুনাহও দেখতে পাবে। এসব গুনাহ সে নিজে করেনি; কিন্তু এরপরও এগুলো তারই আমলনামায় লেখা হয়েছে এবং তাকেই এজন্য হিসেব দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, যে-পাপগুলো সে নিজে করেনি, সেগুলো কীভাবে তার আমলনামায় যুক্ত হলো? যে-গুনাহ সে নিজে করেনি, সেগুলোর দায় কীভাবে তার ওপর চাপল?

এই ভয়াবহ বাস্তবতার স্বরূপ জানতে চাইলে নিম্নোক্ত আয়াত দুটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم...﴿٢٥﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে।[১]

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ... ﴿١٣﴾

তারা তো বহন করবে নিজেদের পাপের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[২]

ইয়া আল্লাহ, কত মজলিসে আমরা না-জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কত কিছু বলে ফেলেছি! সেগুলো শুনে কত মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এবং পাপের পথে পা বাড়িয়েছে! ফলে সম্পূর্ণ অজান্তেই তাদের গুনাহ এসে আমাদের আমলনামায় যুক্ত হয়েছে। যতবার সে ওই পাপকাজ করেছে, ততবারই আমাদের আমলনামায় তার গুনাহ লেখা হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শরীয়তের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখানোর মারাত্মক অভিশাপ!

কত লেখক যে তাদের লেখনীর মাধ্যমে পাঠকদের মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে! ফলে পাঠকবৃন্দ সুনির্দিষ্ট কোনো শারয়ী বিধানের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছে এবং সেই সংশয়পূর্ণ মতাদর্শ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে! যে-সকল লেখক এমনটি করেছে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের আমলনামায় অজস্র অপরিচিত মানুষের গুনাহ দেখতে পাবে!

কত সুঘোষিত দাঈ ও টিভি-ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যারা টিভি-প্রোগ্রামে গিয়ে পশ্চিমাদের ধ্যানধারণা ফেরি করে; তাদের শরীয়ত-পরিপন্থি কাজের পক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করে এবং দিনশেষে ভাবে, তারা ইসলামের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে; কিন্তু তারা একবারও ভাবে না যে, তাদের এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথাবার্তায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আলিম ও একনিষ্ঠ দাঈ বলে বিশ্বাস করছে। ফলে তাদের মধ্যেও ধর্মীয় বিষয়ে বিভ্রান্তি ও শিথিলতা দেখা দিচ্ছে। তারা ইতোপূর্বে যে-সকল আকীদাগত ভ্রান্তি ও ফিকহী বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিল, সেগুলোতেও জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সঙ্গত কারণেই এ সকল টিভি-ব্যক্তিত্বদের আমলনামায় হাজার হাজার মানুষের গুনাহ যুক্ত হবে।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ২৫।

[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

অনেকে তো মনে করে, যত বেশি 'ভিউ', তত বেশি সফলতা! কেউ কেউ তো এই বলেও গর্ব করে যে, আমার ভিউয়ার এবং ফলোয়ার লক্ষের ঘর ছাড়িয়ে গেছে! কিন্তু তারা জানে না যে, শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা যত বাড়ছে, বিভ্রান্ত ও ভুক্তভোগীদের সংখ্যাও ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে তাদের ঘাড়ে চাপছে সমস্ত বিভ্রান্তির পাপের বোঝা।

আল্লাহর কসম! মানুষ যদি একান্তে বসে নিজের গুনাহ হিসেব করে, তাহলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, তার পাপরাশিই তার আখিরাত বরবাদ করার জন্য যথেষ্ট। এমতাবস্থায় যদি এই পাপরাশির সঙ্গে যুক্ত হয় জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের গুনাহ তাহলে কী অবস্থা হবে!

আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন মানুষ যখন অন্যের গুনাহ ও পাপকর্মের কারণে নিজে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছার-খার হতে থাকবে তখন তার আফসোস ও অনুশোচনার অন্ত থাকবে না।

কাজেই কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান হন। শারয়ী বিধানাবলির ব্যাপারে 'ঔদ্ধত্য' প্রকাশ বন্ধ করুন। কারণ, অপরিণামদর্শী একটি কথায় অন্যের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে এটাই আপনার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আপনাকে জাহান্নামের গভীর ও অন্ধকারতম প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করতে পারে।

অন্যের আপদ নিজের ঘাড়ে চাপার ব্যাপারটা যদি এতটাই মারাত্মক হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে আমরা এ ব্যাপারে এত উদাসীন থাকতে পারি! নিশ্চয় আমাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। ফলে আমরা সে সকল ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়েও ভাবি না, যেগুলো আমাদের জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে।

প্রিয় ভাই! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নিজের জন্য যা ভালোবাসি, আপনার জন্যও ঠিক তাই ভালোবাসি। কাজেই আমার এই শেষ কথাটি অন্তত মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো মজলিসে যদি শারয়ী বিধান আলোচনা করার সুযোগ হয়, তখন অন্তত একবার হলেও মনে মনে এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করে নেবেন—

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم... ﴿٢٥﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা—পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা—যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে।[১]

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ... ﴿١٣﴾

তারা তো বহন করবে নিজেদের পাপের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[২]

হায়! অন্যদের গুনাহের কথা না-হয় বাদই দিলাম; আমরা যদি অন্তত নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারতাম!

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ২৫।

[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ১৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

পরিশিষ্ট

এই বইটিতে ঈমানের অর্থ, আখিরাতের স্মরণ, আল্লাহর ভয়, অদূর ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনা, হৃদয়ের কাঠিন্য, পার্থিব পেশা ও বিনোদনকে ফজর ও অন্যান্য সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান, তাহাজ্জুদ-গুজার বান্দাদের হালচিত্র, নিফাকের পরিচয়, পরিণাম ও সে-ব্যাপারে সতর্কতা, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, তাওয়াক্কুলের পরিচয়, অন্তর্নিহিত শক্তি; এ ব্যাপারে উদাসীনতার পরিণাম, ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর ও তাতে আরোহণের উপায় এবং সবশেষে অন্যের গুনাহের দায়ভার গ্রহণের পেছনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের এই আলোচনা শেষ কথা নয়; বরং সূচনা মাত্র। কারণ, এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সে-সকল গল্প, উদাহরণ, সতর্কবার্তা ও প্রমাণপঞ্জির সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, সেখান থেকে আমরা কেবল কয়েকটি নমুনা তুলে ধরেছি। এর চেয়ে বেশিকিছু করতে পারিনি।

কেননা, কুরআনের যে-সকল আয়াতে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন, দ্বীনদারী পোক্তকরণ এবং বিশ্বাসের আলোকাঘাতে সন্দেহ-সংশয় দূরীকরণের পথ ও পাথেয় বাতলে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে সুগভীর ও সীমাহীন সমুদ্র। আমাদের পক্ষে সেগুলোর তল কিংবা তট খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

প্রিয় পাঠক, আপনার জন্য এটা অসম্ভব নয় যে, আপনি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবেন। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কল্যাণার্থে দ্বীন, ঈমান, আখিরাত ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবেন। আশা করছি, এতে তারা উপকৃত হবে এবং আল্লাহর সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবে। ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই অধিক জানেন!

সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবীজির ওপর, তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবীর ওপর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner